CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 25 September, 2020 ■ আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২০ ইং ■ ৮ আশ্বিন, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মন্ত্রিসভায় বড়সড় রদবদল, অপসারিত ছয়

মণিপুরে প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক সহ পাঁচ নতুন মন্ত্রী শপথ নিলেন

ইমফল, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.)।। মণিপুর মন্ত্রিসভায় একদিনে বড়সড় রদবদল আনলেন মুখ্যমন্ত্রী নংথমবাম বীরেন সিংহ। ছয় সদস্যকে মন্ত্রিসভা থেকে বাদ দিয়ে নতুন পাঁচ জনকে মন্ত্রিত্ব দিয়েছেন তিনি। নতুনদের মধ্যে কংগ্রেস-ত্যাগী দুই বিধায়ককেও রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এই সুযোগে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওখরাম ইবোবি সিংহের ভাতিজা হেনরি সিংহ রাজ্যে বিজেপি-জোট মন্ত্রিসভার সদস্য হয়ে গেলেন। ইমফলে রাজভবনে মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংহ, মুখ্যসচিব রাকেশ কুমার এবং অন্যান্য আধিকারিকদের উপস্থিতিতে রাজ্যপাল ড় নাজমা হেপতুল্লা নতুন পাঁচ মন্ত্রীকে পদ ও গোপনীয়তার শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন।

ওখরাম হেনরি সিংহ, ওইনাম লুখোই সিংহ, ভুঙ্গ্যাগিং ভল্টে, সোরোখাইবাম রাজেন সিংহ এবং থোকচম সত্যব্রত আজ নতুন মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন। অন্যদিকে ছয়জনকে আজই মন্ত্রিসভা থেকে অপসারিত করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে তিনজন বিজেপি, দুজন এনপিপি এবং একজন এলজেপি দলের সদস্য রয়েছেন। অপসারিত বিজেপি-র মন্ত্রীরা হলেন ভি হানখালিয়ান, নেমচা কিপগেন এবং থোকচম রাধেশ্যাম সিংহ। অন্য অপসারিতরা যথাক্রমে এনপিপি-র মন্ত্রী জয়ন্তকুমার সিংহ ও এন কাইসি এবং এলজেপি-র করম শ্যাম।

আজ সকালে প্রথমে রাজ্যপাল তিনজনকে মন্ত্রিসভা থেকে অপসারণের অনুমোদন দিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে আরও তিনজনের মন্ত্রিসভা থেকে অপসারণের মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাবে সীলমোহর দিয়েছেন। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি কংগ্রেস দল ত্যাগ করে বিজেপি-তে যোগ দিয়েছিলেন পাঁচ বিধায়ক। তাঁদের মধ্যে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওখরাম ইবোবি সিংহের ভাতিজাও ছিলেন। আজ তাঁকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্তিতে মণিপুরের রাজনীতিতে বড় ধামাকা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংহ, রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহল এমনটাই মনে করছে।

প্রধানমন্ত্রীর কাছে একগুচ্ছ দাবী রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর।। বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাথে বৈঠকে বেশ কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। রাজ্যের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করেন মুখ্যমন্ত্রী।

জানা গিয়েছে, বাণিজ্য মন্ত্রকের অধীন রপ্তানি প্রকল্পের সাব্রুমে জলেফায় সেজ তথা বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য আর্থিক বরাদ্দ দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেইসাথে সাব্রুমে লজিস্ট্রিক হাব তৈরির করার জন্য উদ্যোগ নিয়ে এবং এশিয়ান ডেভেলাপমেন্ট ব্যাঙ্ক থেকে অর্থ মঞ্জুরের দাবি করেন। তাছাড়া, রাবার এবং চা ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের কিছু বিষয়ে আর্থিক বরাদ্দের আর্জি জানা তিনি।

পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের অনুদান হিসেবে ২০২০-২১ এর অধীন ২২০০ কোটি দেওয়ার কথাও বলেন। তাছাড়া, রাজ্যে বিভিন্ন চালু প্রকল্পে যা একহাজার কোটি টাকার তার বকেয়া ৬৫০ কোটি টাকা প্রদান করার দাবি জানিয়েছেন। জানা গিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট দাবি গুলির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। এদিকে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব কোভিড-১৯ নিয়ে রাজ্যে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীকে এদিন অবগত করেছেন।

বোর্ডের ভুলে বিজ্ঞাপন বিভ্রাট পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা জয়েন্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর।। বিজ্ঞাপন বিভ্রান্তির জন্য ত্রিপুরা জয়েন্টের পরীক্ষা স্থগিত করেছে বোর্ড। বোর্ডের গাফিলতির জন্যই ভুল বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে এবং তাতে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা হয়রানির শিকার হয়েছেন, সেই দায় মাথা পেতে নিয়েছেন ত্রিপুরা জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডের চেয়ারম্যান গৌতম চেল।

আজ বৃহস্পতিবার ত্রিপুরা জয়েন্টের পরীক্ষা ২৪ এবং ২৫ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে বলে একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে। অথচ বোর্ডের ওয়েবসাইটে পরীক্ষার সূচি ২৫ এবং ২৬ সেপ্টেম্বর নির্ধারিত বলে উল্লেখ রয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই তারিখ বিভ্রাটে ছাত্রছাত্রীরা দিশাহীন হয়ে পড়েন। কারণ, অনেকেই দূরদূরান্ত থেকে আসবেন।

বিষয়টি জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডের নজরে আসতেই তড়িঘড়ি তারা সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে পরীক্ষা স্থগিত রাখার ঘোষণা করেছেন। গৌতমবাবু বলেন, ত্রিপুরা জয়েন্টের পরীক্ষা ২৪ এবং ২৫ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হওয়ার সূচি নির্ধারিত হয়েছিল। কিন্তু, সিবিএসই বোর্ডের কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষার্থীদের অনুরোধে তারিখ পরিবর্তন করে ২৫ এবং ২৬ সেপ্টেম্বর নির্ধারিত হয়েছিল। কিন্তু এ-সংক্রান্ত ভুল বিজ্ঞাপন প্রচারিত হওয়ায় বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। তিনি স্বীকার করেন, বোর্ডের ভুলেই বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে। তার জন্য তিনি ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকদের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন।

তিনি বলেন, পরীক্ষার নতুন সূচি শীঘ্রই ঘোষণা করা হবে। পুরনো অ্যাডমিট কার্ড এখন বাতিল করা হয়েছে। নতুন করে অ্যাডমিট কার্ড প্রদান করা হবে। তবে, কবে নাগাদ পরীক্ষা হবে তা নিশ্চিত করে কিছুই তিনি বলতে পারেননি।

কৃষি বিলের বিরুদ্ধে প্রদেশ কংগ্রেসের দফাওয়ারি বিক্ষোভ কর্মসূচি ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর।। কৃষি বিলের বিরুদ্ধাচরণ করে বৃহত্তর কর্মসূচি হাতে নিয়েছে কংগ্রেস। এতে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস রাজ্যে শাসক জোটের বিরুদ্ধে চাপ বাড়াতে ওই সমস্ত কর্মসূচি পালন করবে। ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে পর্যায়ক্রমে সারা রাজ্যে কংগ্রেস আন্দোলনে ঝাঁপাবে। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে এই ঘোষণা করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আইনজীবী পীযূষকান্তি বিশ্বাস।

পীযূষকান্তি বলেন, ২৬ সেপ্টেম্বর কৃষি বিলের বিরোধিতায় কংগ্রেস নেতা-কর্মীরা সোশ্যাল মিডিয়ায় সোচ্চার হবেন। ওই কালা আইনের বিরুদ্ধে গর্জে উঠবেন তাঁরা। তেমনি আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর আগরতলায় গান্ধী মূর্তির পাদদেশে এক জমায়েতের আয়োজন করা হবে। সেখানে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করে রাজ্যপালের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির কাছে কৃষি বিলের বিরুদ্ধাচরণ করে লেখা স্মারকলিপি পাঠানো হবে।

সাথে তিনি যোগ করেন, ২ অক্টোবর থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত কংগ্রেস কর্মীরা বুথ এবং পঞ্চায়েত স্তর থেকে শুরু করে সারা দেশে ওই কালা আইনের বিরুদ্ধে ২ কোটি কৃষক, দোকানদার, শ্রমিকদের স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযানে নামবেন। এই অভিযান চলবে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত এবং ৭ নভেম্বরের মধ্যে এআইসিসি-তে তা জমা দিতে হবে। তিনি বলেন, এআইসিসি ১৪ নভেম্বর জওহরলাল নেহরুর জন্মদিনে ওই গণ স্বাক্ষর সংবলিত স্মারকলিপি রাষ্ট্রপতির কাছে জমা দেওয়া ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মৃতদেহ হাসপাতালে আটকে রেখে পরিবারের কাছ থেকে অধিক অর্থ আদায়ের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর।। অবশেষে আই এল এস হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হল পথ দুর্ঘটনায় আহত চিনময় আচার্যের। মৃত আচার্য একটি বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত ছিল। বাইক নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনায় গুরুতর ভাবে আহত হয়েছিল চিনময় আচার্য। তাকে প্রথমে আইজিএম হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।অবস্থা সংকটজনক হয় সেখান থেকে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য আইএলএস হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

আইএনএস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে জরুরি ভিত্তিতে তাকে অপারেশন করাতে হবে বলে চিকিৎসকরা পরামর্শ দেন। সে অনুযায়ী পরিবারের লোকজনরা অপারেশন করাতে ও সম্মত হন। প্রয়োজনীয় টাকা পয়সার জোগান দেওয়া হয় পরিবারের পক্ষ থেকে। কিন্তু শেষপর্যন্ত আইএলএস হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয় বলে জানা গেছে। মৃত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

৫ অক্টোবর থেকে রাজ্যে খুলছে স্কুল, প্রতিদিন উপস্থিত থাকবেন ৫০ শতাংশ শিক্ষক-শিক্ষিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরার বিদ্যালয়গুলি আগামী ৫ অক্টোবর থেকে খুলছে। আজ বৃহস্পতিবার উচ্চ পর্যায়ের কমিটির বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিদ্যালয়গুলিতে ৫০ শতাংশ শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রতিদিন উপস্থিত থাকবেন। ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের সম্মতিপত্র জমা দিয়ে বিদ্যালয়ে আসতে হেবে। আজ সন্ধ্যায় মহাকরণে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ এই ঘোষণা করেছেন।

মন্ত্রী বলেন, শিক্ষক-শিক্ষিকারা বিদ্যালয়ে আসার জন্য উদগ্রীব হয়ে রয়েছেন। তাই গত ২১ সেপ্টেম্বর থেকে বিদ্যালয় খোলার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। কিন্তু বিশেষ কারণে তা সম্ভব হয়ে উঠেনি। তাঁর কথায়, আজ শিক্ষা দফতরের উচ্চ পর্যায়ের কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওই বৈঠকে ৫ অক্টোবর থেকে বিদ্যালয় খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, শুধু শিক্ষক-শিক্ষিকারা বিদ্যালয়ে আসবেন। প্রতিদিন ৫০ শতাংশ শিক্ষক-শিক্ষিকা উপস্থিত থাকবেন।

শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য, নবম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয়ে আসতে পারবে। সে-ক্ষেত্রে অভিভাবকদের সম্মতিপত্র জমা দিতে হবে। তিনি বলেন, সমস্ত স্বাস্থ্য বিধি মেনে স্কুল খোলা হচ্ছে। প্রতিদিন স্যানিটাইজ করা সহ স্ক্রিনিং এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সে-মোতাবেক আজকের বৈঠকে স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকও ছিলেন। তাঁদের পরামর্শ মেনেই স্বাস্থ্যবিধি পালন করা হবে।

করোনায় আক্রান্ত বিধায়ক বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৪ সেপ্টেম্বর।। গোলাঘাটি কেন্দ্রের বিধায়ক বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা গত ১৫ সেপ্টেম্বর করোনা আক্রান্ত হন। এতদিন হোম আইশোলেশনে থাকার পর শারীরিক অবস্থা অবনতি দেখে বুধবার আগরতলা জিবি হাসপাতালে ভর্তি হন। জ্বর, সর্দি, কাশিতে শরীরের অবস্থা খুবই খারাপ বলে জানিয়েছেন তিনি। কোন জিনিসের স্বাদ এবং গন্ধ পাচ্ছেন না পাশাপাশি খাবার রুচি নাই বলেও জানিয়েছেন বিধায়ক নিজেই। বর্তমানে জিবির আইসিইউতে রয়েছেন তিনি। তবে শারীরিক অবস্থা বর্তমানে আগের তুলনায় ভালো বলে জানান ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরা সহ ৫টি রাজ্যকে সংস্কারমূলক লক্ষ্যপূরণে অতিরিক্ত ৯,৯১৩ কোটি টাকা ঋণ সংগ্রহে অনুমতি দিল কেন্দ্র

নয়াদিল্লী, ২০ সেপ্টেম্বর।। অর্থমন্ত্রকের ব্যয় বরাদ্দ বিষয়ক মন্ত্রক, খোলা বাজার থেকে ৫টি রাজ্যকে ৯,৯১৩ কোটি টাকার অতিরিক্ত আর্থিক সহায় সম্পদ সংগ্রহের অনুমতি দিয়েছে। এই ৫টি রাজ্য হল, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, গোয়া, কর্ণাটক এবং ত্রিপুরা। এক দেশ, এক রেশনকার্ড ব্যবস্থা রূপায়নের ক্ষেত্রে সংস্কারমূলক পদক্ষেপগুলি সফলভাবে পূরণ করার পর এই ৫টি রাজ্যকে খোলা বাজার থেকে অতিরিক্ত ঋণ সংগ্রহের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে ঐ ৫টি রাজ্যকে অতিরিক্ত ঋণ সংগ্রহের অনুমতি সংক্রান্ত বিষদ পরিসংখ্যান নিম্নরূপঃ-অন্ধ্রপ্রদেশ-২,৫২৫ কোটি টাকা, তেলেঙ্গানা-২৫০৮ কোটি টাকা, কর্ণাটক-৪৫০৯ কোটি টাকা, গোয়া-২২৩ কোটি টাকা, ত্রিপুরা-১৪৮ কোটি টাকা।

অপ্রত্যাশিত কোভিড- ১৯ মহামারীর প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকার, গত মে মাসে ২০২০-২১ অর্থবর্ষের জন্য মোট রাজ্য অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (ওছঙ্গঞ্ঝ)সর্বাধিক ২ শতাংশ পর্যন্ত অতিরিক্ত ঋণ সংগ্রহের অনুমতি দেয়। এর ফলে রাজ্যগুলির কাছে ৪ লক্ষ ২৭,৩০২ কোটি টাকার আর্থিক সংস্থান হবে। খোলা বাজার থেকে ঋণ সংগ্রহের ১ শতাংশ নিম্নলিখিত ৪টি রাজ্যস্তরীয় সংস্কারমূলক ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবেঃ-এক দেশ, এক রেশনকার্ড ব্যবস্থার রূপায়ণ, সহজে ব্যবসা বাণিজ্যের অনুকূল বাতাবরণ গড়ে তুলতে সংস্কার, শহরাঞ্চলীয় স্থানীয় স্বশাসিত প্রশাসন / এসংক্রান্ত ইউটিলিটি বা কর্মপরিকল্পনার ক্ষেত্রে সংস্কার এবং বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে সংস্কার।

রাজ্যগুলিকে অতিরিক্ত ঋণ গ্রহণের অবশিষ্ট ১ শতাংশ ২টি কিস্তিতে মেটানো হবে। প্রথম কিস্তিতে অবিলম্বে ০.৫০ শতাংশ করে এবং দ্বিতীয় কিস্তিতে উপরোক্ত ঐ ৪টি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দূর্ঘটনায় এক ব্যক্তির মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যে প্রথম ঘটনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। গোমতী জেলার উদয়পুরে পথ দুর্ঘটনায় এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। মৃত ব্যক্তির নাম সঞ্জয় দেববর্মা। তার বাড়ি মোহনপুর এলাকায়। বাইক নিয়ে ওই ব্যক্তি উদয় পড়ে গিয়েছিল। উদয়পুরে একটি বোলেরো গাড়ির সঙ্গে সংঘর্ষে গুরুতর ভাবে আহত হয় সঞ্জয় দেববর্মা নামে ওই ব্যক্তি। পথ দুর্ঘটনায় আহত সঞ্জয় দেব বর্মা কে প্রথমে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ব্রু শরণার্থীদের পুণর্বাসনের জন্য সার্ভের টিমকে বাধা দিয়ে পথ অবরোধ স্থানীয়দের

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর।। মিজোরামের ব্রো রিয়াং শরণার্থী পুনর্বাসন নিয়ে উত্তরে প্রতিবাদ তুঙ্গে। দীর্ঘদিন থেকে উত্তর জেলার কাঞ্চনপুর মহাকুমায় ৫১০০ শরণার্থী পরিবারকে পুনর্বাসন নিয়ে প্রতিবাদে শামিল হয়েছিল বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা। কিন্তু বিগত জুলাই মাসে রাজ্য সরকার কাঞ্চনপুর এবং পানিসাগর মহকুমায় রিয়াং শরণার্থীদের পুনর্বাসনের জন্য সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানায় কাঞ্চনপুরের জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি সহ বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা স্থানীয় নাগরিকরা।

তা নিয়ে ১২ ঘন্টা কাঞ্চনপুর মহকুমা বন্ধ কর্মসূচি পালন করা হয় কাঞ্চনপুর জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটির উদ্যোগে।স্থানীয় সংস্থা ও জনগণের দাবি, রাজ্যের ৮ টি জেলাতে সমানভাবে ব্রো রিয়াং

শরণার্থীদের পুনর্বাসন দেওয়া হোক। এ মর্মে উত্তর জেলার ধর্মনগর মহকুমাধীন লক্ষীনগরের মিশ্র স্থানীয় জনগণ গত ৯ জুলাই জেলাশাসকের কাছে একটি লিখিত অভিযোগে বলেন, লক্ষীনগর, চাঁদপুর মৌজার ফরেস্ট ল্যান্ডের কাটোয়াছড়া ও মইজুইরাম পাড়ায় রিয়াং শরণার্থীদের পুনর্বাসন যাতে দেওয়া না হয়। কিন্তু আজ সকালবেলা লক্ষীনগর ,চাঁদপুর মৌজার কাটোয়া ছড়া ও মইজুইরাম এলাকার ফরেস্ট ল্যান্ডে রিয়াং ব্রো শরণার্থীদের পুনর্বাসনের জন্য ৩ জনের সার্ভের একটি টিম আসে। সার্ভের টিমকে দেখতে পেয়ে স্থানীয় মিশ্র সম্প্রদায়ের জনগণ সার্ভের টিমকে ওই এলাকায় সার্ভে করতে বাধা প্রদান করেন। এবং স্থানীয় হিন্দু-মুসলিম মনিপুরী দেববর্মা রাংলং সহ সকল সম্প্রদায়ের মিশ্র জনগণ ৮ নং জাতীয় সড়কের পাশে প্রতিবাদ করতে শুরু করেন।

তাদের একটাই দাবি কাটোয়া ছড়া ও মইজুইরাম পাড়ায় রিয়াং শরণার্থীদের পুনর্বাসন কোন ভাবে দেওয়া চলবে না। অবশেষে পরিস্থিতি বেগতিক দেখে ধর্মনগর মহাকুমার অতিরিক্ত মহকুমা শাসক সুর্যকুমার দেববর্মা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৮ ◘ সংখ্যা ৩৩৮ ◘২৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ ইং ◘ ৮ আশ্বিন ◘ শুক্রবার ◘১৪২৭ বঙ্গাব্দ

আপত্তি?

সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি শরদ অরবিন্দ বোবডে দিন কয়েক পূর্বে প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন শপিং মল খুলিলে সরকারের আপত্তি নাই, মন্দির খুলিলে আপত্তি কেন? প্রশ্নটি খানিক অবাক করে, সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রশ্নকর্তা যে হেতু শীর্ষ আদালতের মাননীয় প্রধান বিচারপতি, বিস্ময় পার হইয়া প্রশ্নটিকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা, শাসনপদ্ধতির মূলগত আলোচনার অঙ্গ হিসাবে দেখাই কর্তব্য। ইহাও সঙ্গে সঙ্গে উল্লেখ্য, অতিমারির মধ্যাহ্নেই কিন্তু পুরীতে রথ টানা হইয়াছে, অযোধ্যায় রামমন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হইয়াছে। অতএব শপিং মল খুলিতেছে কিন্তু ধর্মাচরণ বন্ধ, আশ্রয়বাক্যটির কিছু পুনর্বিবেচনা প্রয়োজন ছিল।এ ক্ষণে, প্রধান বিচারপতির প্রশ্নটিকে দুইটি সম্পর্কিত কিন্তু পৃথক প্রশ্নে ভাগ করিয়া লওয়া সম্ভব এক, অতিমারির মধ্যেও কেন শপিং মল আদি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান খোলা জরুরি; দুই, শপিং মল খুলিলেও কেন মন্দির না খোলাই ভাল। এপ্রিল হইতে জুন, এই তিন মাসে দেশের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন গত বৎসরের তুলনায় প্রায় সিকি ভাগ কমিয়াছে, এই একটি তথ্যই বলিয়া দেয়, অর্থব্যবস্থার গতি ফিরাইয়া আনা কতখানি প্রয়োজন। বাজার বা শপিং মলকে প্রমোদকেন্দ্র ভাবিলে ভুল হইবে সেই পরিসরটি প্রকৃত প্রস্তাবে কর্মসংস্থানের কেন্দ্র। প্রত্যক্ষ কর্মী তো বটেই, তাহা ভিন্ন সেই পণ্য ও পরিষেবার জোগান শৃঙ্খলের সঙ্গে জড়িত বহু মানুষের কর্মসংস্থান, এবং ক্রয়ক্ষমতা নির্ভর করে বাজার খোলা বা না খোলার উপর। গত তিন মাসে ভারতে অন্তত দুই কোটি মানুষ চাকুরি হারাইয়াছেন আরও বহু স্বনিযুক্ত মানুষের জীবিকা বিপর্যস্ত হইয়াছে। এই অবস্থায়, যে পথে হাঁটিলে কর্মসংস্থান হইতে পারে, মানুষের পাতে অন্নসংস্থান হয়, এবং অর্থনীতিতে চাহিদা বাড়ে, সেই পথে হাঁটা অবশ্যকর্তব্য। অন্য দিকে, অতিমারি নিয়ন্ত্রণে জনসমাগম নিয়ন্ত্রণ করাও জরুরি। যে ক্ষেত্রটি না খুলিলেও চলে, তাহা বন্ধ রাখাই বিধেয়। ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে মানুষের ধর্মাচরণের অধিকারটি মৌলিক, কিন্তু নিজস্ব ধর্মাচরণের জন্য জনপরিসরে বাহির না হইলেও চলে। ধর্মাচরণ বা উপাসনা গৃহের অভ্যন্তরেই চলিতে পারে। যুক্তিটি এই উপাসনা চলুক, কিন্তু মন্দির বন্ধ রাখাই বিধেয়।

এ ক্ষণে কেহ ভক্তদের বিশ্বাসের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে পারেন। বিচারবিভাগের প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা বজায় রাখিয়াও স্মরণ করাইয়া দেওয়া প্রয়োজন, প্রশাসনের সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা বিচার করিবার ক্ষেত্রে ভক্তের বিশ্বাস বিবেচ্য না হইলেই ভাল। কোন রাজ্য কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণে কী ব্যবস্থা করিবে, কোন পরিসরটি খুলিবে এবং কোনটি বন্ধ রাখিবে, যত ক্ষণ না সেই সিদ্ধান্ত সাংবিধানিকতার গণ্ডি অতিক্রম করিতেছে, তত ক্ষণ অবধি তাহা স্থির করিবার অধিকার রাজ্য প্রশাসনের। এই ক্ষেত্রে রায় দেওয়া, বা কোনও পর্যবেক্ষণের কথা প্রকাশ করা এই অর্থে আদালতের অতিসক্রিয়তা। তাহার প্রয়োজন নাই। বিশেষত, যে সময়ে আদালত মহরমের মিছিল বাহির করিতে নিষেধ করিতেছে, তখনই অন্য ধর্মের উপাসনাস্থলে জনসমাগমে রাজ্য সরকারের আপত্তি লইয়া দেশের প্রধান বিচারপতি প্রশ্ন তুলিলে তাহা বিস্ময় জাগাইবে যে বিস্ময়ের পরিসরটি খুলিয়া না দেওয়াই সর্বোচ্চ আদালতের নিকট প্রত্যাশিত ছিল।

এক দিনের জন্য বিধানসভার অধিবেশন ডাকার আর্জি মান্নান সুজনের

কলকাতা, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : কৃষি বিলের প্রতিবাদে বিজেপির বিরুদ্ধে আন্দোলন তীব্র করতে ১ দিনের জন্য বিধানসভার অধিবেশন ডাকার আর্জি জানালেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা আব্দুল মান্নান ও বাম পরিষদীয় নেতা সুজন চক্রবর্তী।

বৃহস্পতিবার এই কারণে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উদ্দেশ করে একটি চিঠি দিয়েছেন দুই বিরোধী নেতা। তাতে লিখেছেন, "জনস্বার্থবিরোধী বিলগুলির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সামিল প্রায় সব বিরোধী দল। কেন্দ্রীয় সরকারের সমর্থক দলগুলিও অনেকাংশে এই প্রতিবাদে সামিল হয়েছে। রাজ্যসভায় সংখ্যালঘু হওয়া সত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার এই বিল পাশের জন্য যে ঘৃন্য পথ নিয়েছে, তা নজীরবিহীন এবং সংসদীয় গণতন্ত্রকে হত্যা করার সামিল।"

কংগ্রেস ও সিপিএমের দুই নেতা এই চিঠিতে লিখেছেন, "আমাদের নির্দিষ্ট প্রস্তাব, দ্রুত রাজ্য বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন আহ্বাণ করার ব্যবস্থা করা হোক। আলোচ্য বিষয়সমূহে কেন্দ্রবিরোধী নির্দিষ্ট প্রস্তাব আমরা উত্থাপন এবং আলোচনা করতে চাই। এমনকি, যদি রাজ্য সরকার একই মর্মে বিধানসভায় প্রস্তাব আনে, জনস্বার্থে তাতে আমরা সামিল হতে সম্মত। যে কোনও মূল্যেই কেন্দ্রীয় সরকারের জনস্বার্থবিরোধী এই পদক্ষেপগুলিকে ঠেকাতে হবে।"

মান্নান-সুজন মুখ্যমন্ত্রীকে লিখেছেন, "প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় সরকারের জনস্বার্থবিরোধী প্রকল্প- পরিকল্পনার বিরুদ্ধে জিএসটি, এনআরসি, রাষ্ট্রায়ত্ব ক্ষেত্রকে দূর্বল করা-সহ বিভিন্ন প্রসঙ্গের বিরোধিতা করে রাজ্য বিধানসভায় একাধিকবার আমরা প্রস্তাব গ্রহণ করেছি। এখনকার সময়ে জরুরী ভিত্তিতেই কেন্দ্রীয় সরকারের উপরোক্ত সর্বনাশা পদক্ষেপগুলির বিরুদ্ধে এই প্রস্তাব গ্রহণ করা খুবই যথাযথ। আশা করি আপনি জরুরি তাগিদ অনুভব করবেন এবং দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন।'

বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটে বিক্ষোভ যুবশ্রী প্রকল্পে নথিভুক্ত কর্মপ্রার্থীদের

কলকাতা, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি স): চাকরির দাবি নিয়ে এবার পথে নামলেন যুবশ্রী প্রকল্পে নথিভুক্ত কর্মপ্রার্থীরা। ভাতা নয় চাকরি চাই এই দাবি তুলে বৃহস্পতিবার রাজপথে যুবশ্রীরা। বৃহস্পতিবার চাকরির দাবিতে বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটে বিক্ষোভ দেখায় পশ্চিমবঙ্গ যুবশ্রী এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্ক কর্মপ্রার্থী সমিতি নামক সংগঠনের সদস্যরা।

পশ্চিমবঙ্গ যুবশ্রী এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্ক কর্মপ্রার্থী সমিতি নামক সংগঠনের সদস্যদের অভিযোগ, রাজ্য সরকারের প্রতিশ্রুতি মতো চাকরির বললেও তা তারা পায়নি। গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি শূন্যপদে নিয়োগ করা হবে এই আশা দিলেও ৭ বছর পেরিয়ে গিয়েছে কিন্তু এখনও পর্যন্ত চাকরি পায়নি কেউ। ভাতা নয় বরং কাজ চাই এই দাবিতেই তারা এদিন বিক্ষোভ দেখায়। বিক্ষোভকারীরা বিক্ষোভ স্থল থেকে হুংকার তোলে অবিলম্বে রাজ্য সরকার তাদের চাকরি ব্যবস্থা করুক না হলে বৃহত্তর আন্দোলনকেই বেঁছে নেবেন তারা।

উত্তরপ্রদেশে দলিত হত্যার প্রতিবাদ পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : উত্তর প্রদেশে দলিত হত্যার প্রতিবাদ করলেন পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

জলের ভাগ না দেওয়ার দায়ে ওই রাজ্যে এক দলিত কৃষককে গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে। এর প্রতিক্রিয়ায় বৃহস্পতিবার পার্থবাবু টুইটে লেখেন, "আরও একজন দলিত উত্তর প্রদেশে নৃশংসভাবে খুন হলেন। এবার উচ্চবর্ণের একজনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে খুন হতে হল ৫৬ বছরের এক কৃষককে। এ ধরণের অত্যাচারের পরেও মুখ বন্ধ করে থেকে যোগী আদিত্যনাথ কী বার্তা দিচ্ছেন দলিতদের?'

বাঙালীস্তানের মুকুটমণি দার্জিলিং সহ তরাই ডুয়ার্স কে বৃহৎ নেপালের তথা চীনা সাম্রাজ্য করার ভাবনা

এইচ, এন মাহাতো

ভারতের সকল রাজনৈতিক নেতাদের অন্ধ বাঙালী বিদ্বেষ ও দূরদর্শীতার অভাবে বাঙালীস্তারে উচ্চ শিখর ভূমি ও মুকুটমণি দার্জিলিং সহ সমগ্র তরাই অঞ্চলকে বৃহৎ নেপাল গড়ার নামে চীনাদের কাছে আত্মসর্ম্পণ করে বৃহৎ চীনকে আহ্বান করা।

কয়েক দিন আগে লোকসভাতে দার্জিলিং-এর এম পি বাঙালীস্তানের অংশ দার্জিলিং ও তরাই অঞ্চলকে কেটে গোর্খাল্যান্ডের জন্য (ভবিষ্যতে বৃহৎ নেপাল পরবর্তীত চীনের মাটি তৈরি করার জন্য) বক্তব্য রাখেন, সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীর মিরজাফর জারজ সন্তান বি জে পি'র রাজ্য সভাপতি পিছনে বসে টেবিল চাপড়ে সমর্থন করেন।

পশ্চিম বাংলার যে বাঙালীরা আজো সি পি এম ও বি জে পি'র বিষাক্ত কালনাগের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছেন তাদের এখন সাবধান হওয়া উচিত। কেননা বাঙালী ও বাংলার ভাগ্যকাশে অশ্বনি সংকেতের কালোছায়া নেমে আসবে। আগামীতে বাঙালীস্তানে বাঙালীরা বিদেশী হতে বাধ্য। আগামী প্রজন্মের বাঙালীরা তাদেরকে কিন্তু ছেড়ে কথা বলবে না।

কেন বহিরাগত নেপালিদের এত বাড়বাড়ন্ত? কারণ ভারত ভূমিতে নেপালীদের বিনা বাধায় ভারতের নাগরিকত্ব প্রদান ও গোর্খাবাহিনীকে এখনো জিইয়ে রাখা। আমরা জানি ইংরেজ সরকার বাঙালী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কব্জায় আনতে গোর্খাবাহিনীকে বারবার ব্যবহার করেছে। সেই দেশদ্রোহী রেজিমেন্টকে এখনো রেখেছে, পাশাপাশি বেঙ্গল রেজিমেন্টেক স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে দিয়ে বাঙালী বিদ্বেষী কাজ করেছিলো তৎকালীন ভারত সরকার। আজ তার পরিণতি নেপালীদের এই আগ্রাসন।

দার্জিলিং জেলা আজ দুটি জেলায় ভাগ হলেও বৃহৎ বাঙালীস্তানের উত্তরের সীমান্ত রেখা হিমালয়ের পাদদেশে এই জেলাটি অবস্থিত। বিখ্যাত কবি বাঙালিস্তানের সীমানা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছিলেন, বামে কাঞ্চন শৃঙ্গ মুকুট............। আজকের রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বাংলার প্রতি বিমাতৃসুলভ মানসিকতার জন্য নেপালী গোর্খাদের অতিরিক্ত প্রশ্রয় দেওয়ার ফলে তারা মাথায় চেপে বসেছে। এক সময় তারা খাদ্যভাবে বাংলার সীমান্ত জেলাগুলিতে বসতি স্থাপন করে। বিদেশী হয়েও তারা ভারতীয় অথচ বাঙালীরা বিদেশী। ইতিহাস বলছে, দার্জিলিং কস্মিনকালে নেপালীদের ছিল না। ভারতের কমিউনিস্টরা চীন দেশকে তাদের মাতৃভূমি ভাবে। তাই নেপাল ও দার্জিলিং সহ তরাই অঞ্চলকে চীনের সীমান্ত তৈরি করতে স্বাধীনতার শুরু থেকেই কমিউনিস্ট নেতা আনন্দমোহন পাঠক ও রতনলালের নেতৃত্বে বারবার ভারত বিরোধী আন্দোলন করে এসেছে। পশ্চিম বাংলার সরকার কিছুটা প্রতিরোধ গড়লেও কোন কেন্দ্রীয় সরকার নিজের সীমান্ত রক্ষা করতে সেই ভাবে রাজ্য সরকারকে সহযোগিতা করেননি বাংলা বিদ্বেষী মানসিকতার জন্য। গোদের ওপর বিষ ফোঁড়া ১৯৭৭ সালে জ্যোতি বসু মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসার পরই, কমিউনিস্টদের বাংলা বিভাজন রাজনীতির অঙ্গ হিসাবে দার্জিলিং জলপাইগুড়ির নেপালী গোর্খাদের বাংলা ভাগ করে গোর্খাল্যান্ড বানাবার উৎসাহ বাড়তে থাকে। সি পি এম পার্টির মদতেও পশ্চিমবঙ্গ সরকারে প্রশ্রয়ে প্রথমে সুভাষ ঘিসিংয়ের ও পরবর্তীতে বিমল গুরুং ও রোশন গিরীর নেতৃত্বে বারবার শুরু হয় সহিংস গোর্খাল্যান্ডের আন্দোলন। অবশেষে আন্দোলন সন্ত্রাসবাদী চেহারা নেয়। শেষ পর্যন্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ও কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারের অকালপক্ক রাজনৈতিকনেতা প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর বদবুদ্ধিতে ১৯৮৮ সালে অসাংবিধানিক উপায়ে বকলমে নেপালীদের বা গোর্খাদের স্বায়ত্ত্ব শাসন উপহার দেন।

সেই সময় বাংলার কংগ্রেস, বামফ্রন্ট তথা সি পি এম বা অন্যান্য রাজনৈতিক দলের তরফ থেকে কোন প্রতিবাদ সংগঠিত হয়নি। একমাত্র সামাজিক অর্থনৈতিক দর্শনের ভিত্তিতে তৈরি দল আমরা বাঙালী শুরু থেকেই দার্জিলিংয়ে নেপালী গোর্খাদের স্বায়ত্ত্বশাসনের তীব্রতম বিরোধীতা করে আসছে। আমরা বাঙালী দল সেই স্বায়ত্ত্বশাসনের সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে চ্যালেঞ্জ করে ও বাতিলের দাবিতে আন্দোলন করে। আমরা বাঙালী দলের তরফ থেকে ২০১১ থেকে জি টি এ বাতিলের ও বিমল গুরংয়ের দেশিবিরোধী সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের জন্য তাঁকে গ্রেফতারের দাবি জানিয়ে আসছে। পশ্চিম বাঙালার সরকার ঠিক সময়মতো গ্রেফতার না করায় সন্ত্রাসবাদী বিমল গুরুং এর হাতে একজন কর্তব্যপরায়ণ বাংলা পুলিশ অধিকারিককে প্রাণ দিতে হল। সেই সময় আমরা বাঙালী অমিতাভ মালিকের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন ও কামনা করেন তাঁর বিদেহী আত্মা পরম পুরুষের ইচ্ছায় পরিচালিত হোক............তাঁর অমর আত্মা উত্তরোত্তর প্রসার লাভ করুক।

আমরা বাঙালী বারবার কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারকে হুঁশিয়ারী দিয়ে এসেছে চীনের আগ্রাসনকে আটকাতে। ভারতের ভূমিতে নেপালী গোর্খাদের সঙ্গে সবরকমের চুক্তি বাতিল করতে হবে, তৎসহ নিহত অমিতাভ মালিকের মৃত্যুর উচ্চ ন্যায়ালয়ের তত্ত্বাবধানে বিচার বিভাগীয় তদন্ত করতে হবে। গোর্খা রেজিমেন্টের অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মীদের নিয়ে ঘটিত গোর্খাল্যাণ্ড পার্সোনাল (জিএসপি) বাহিনীকে নিষিদ্ধ ঘোষণা ও উপযুক্ত তদন্তসাপেক্ষে শাস্তি দিতে হবে। অবিলম্বে জি টি এ আই বাতিল করতে হবে। চীনের আগ্রাসন রুখতে ভারত নেপাল শান্তি ও মৈত্রী চুক্তি ১৯৫০ পুনর্বিবেচনা করতে হবে, দার্জিলিং জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার জেলার বিদেশী নেপালীদের কঠোরভাবে চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দিতে হবে।

আমরা বাঙালী দল লক্ষ করছে নেপাল থেকে যে কেউ ভারত প্রবেশ করলে তাৎক্ষণিক ভোটার লিস্টে নাম উঠে যাচ্ছে, পাশাপাশি বাঙালী জনগোষ্ঠী কয়েক দশক থেকে বাংলা তথা ভারতের ভূমিতে বসবাস করার পরও বিদেশী বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে। বাঙালী জাতিসত্তা বাঁচাতে সাধারণ বাঙালীকে আগামীতে একই পতাকা তলে না এলে এই ঐতিহ্য পূর্ণ জাতিসত্তাকে রক্ষা করা কঠিন হবে। আসুন আমরা সকলে মিলে একটাই স্লোগান দিই দুনিয়ায় বাঙালী এক হও, বাঙালীর পকেট কেটে বিদেশি গোর্খা নেপালীদের পিণ্ডি গেলানো চলবে না।

বিদ্যাসাগরের হয়ে ওঠা এবং তাঁর ধর্মবোধ

সূর্যাংশু ভট্টাচার্য

রাজশাহি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মযহারুল ইসলাম এক প্রবন্ধে লিখেছেন ব্যক্তিত্বের দুর্ভিক্ষ পীড়িত এই দেশে.... বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব যেমন বিস্ময়কর, তেমনি হতাশাব্যঞ্জক। বিস্ময়কর এই জন্য যে, এমন ঘটনা আমাদের দেশে, একটা যুগের সীমারেখার মধ্যে, সচরাচর ঘটে না। হতাশাব্যঞ্জক এই জন্য যে, তার সময়ে অনেকই সাধারণ মেধা, সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তি ও তরল চেতনা নিয়ে রক্ষণশীলতার একটা প্রাচীর নির্মাণ করে সমাজে দিব্যি কিছু একটা করে খাচ্ছিলেন ... এই ব্যাপারটা সহজসাধ্য রইল না। মোল্লা মৌলবা পুরুতঠাকুরের প্রতিপত্তি ভিত্তিক সমাজে নির্বিচারে হ্যাঁ যথার্থ প্রভৃতির ক্ষেত্রে কিন্তু কেন ইত্যাদি চেতনার বিকাশ হয়ে দু পয়সার বাজার বেমালুম মাটি হতে বসল। সে কারণেই হতাশা, সে কারণেই, সে কারণেই বিরাগ বিরক্তির চিৎকারে সমাজপতিরা মুখিয়ে উঠল। অধ্যাপক মযহারুল যথার্থই বলেছেন যে উনিশ শতকের সেই সময়ে যখন ঈশ্বরচন্দ্র নানা ধরনের সমাজ সংস্কারের কাজে সমাজকে নাড়াচাড়া দিচ্ছেন তখন সমাজে আশার সঞ্চার হয়েছিল। শরৎচন্দ্রে ভাষায় যারা দিলে পেলে না কিছুই তারা দেখল একটা মানুষ তাদের পক্ষে দাঁড়িয়ে তাদের সমর্থনে কথা বলছে। ফলে একটা আলোড়ণ তৈরি হল। এই আলোড়ণের ফলে যারা সমাজের স্থিতিশীলতার পক্ষে যারা রক্ষণশীল তারা বিচলিত হতাশাগ্রস্ত। অর্থাৎ বিদ্যাসাগরের সমসময়ের দুই মেরু। এক মেরুতে বিস্ময় আর অপর মেরুতে হতাশা। বিদ্যাসাগর এই দুই মেরুর মধ্যে অবস্থা নিয়ে অর্জুনের মত স্থির চিত্তে বিরোধীদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করে গেছেন।

বিদ্যাসাগর তাঁর জীবনের দুইটি নীতি স্থির করে সংস্কারমূলক সব কর্মে এগিয়ে ছিলেন। তাঁর উক্তির মধ্যে দিয়েই সেই নীতি স্বপ্রকাশ। যেমন তিনি বলেছেন দরিদ্রের দুঃখ কয়জন বুঝিয়েছে? অন্যত্র তাঁর জীবনের অন্য আর এক নিক্ষেপ করে গেছেন।

বিদ্যাসাগর তাঁর জীবনের দুইটি নীতি স্থির করে সংস্কারমূলক সব কর্মে এগিয়ে ছিলেন। তাঁর উক্তির মধ্য দিয়েই সেই নীতি স্বপ্রকাশ। যেমন তিনি বলেছেন দরিদ্রের দুঃখ কয়জন দেখিয়াছে, তাহাদের হৃদয়ের ব্যথা কয়েজন বুঝিয়েছে? অন্যত্র তাঁর জীবনের অন্য আর এক নীতি কথা স্পষ্ট করে বলেছেন যে ব্যক্তি যে দেশে যে দেশে জন্মগ্রহণ করেন, সেই দেশের জন্য হিত সাধনে সাধ্যানুসারে সচেষ্ট ও যত্নবান হওয়া তাহার পরম ধর্ম ও তাহার জীবনের সর্বপ্রধান কর্ম। এই দুটি নীতিকে কেন্দ্র করেই বিদ্যাসাগর এগিয়েছেন কঠিন এক পথে। তখন বঙ্গদেশ বঙ্গ সমাজের অবস্থা কেমন ছিল তার বিবরণ পাওয়া যায় হুতোম প্যাঁচার নক্সায়। হুতোমের লেখা থেকেই আমরা জানতে পারি বঙ্গ সমাজের কথা। সেই সময়ের শিক্ষিত মানুষেরা অর্থ বিত্ত প্রভাব প্রতিপত্তি নাম ধাম ও ভোগ বিলাসে ছিল মত্ত। বিদ্যাসাগর সর্বদা ভোগ বিলাসে মত্ত বড়লোক রাজা জমিদার মুৎসুদ্দিনের এড়িয়ে গেছেন। তাঁর প্রচুর অর্থ থাকা সত্ত্বেও তিনি অতি সাধারণ মানুষের বেশভূষাকে বরণ করে নিয়েছিলেন। তিন জানতেন যে তিনি এক গরিব পরিবারে জন্মেছেন। তাঁর পিতা ঠাকুদাস দুটাকা বেতনে চাকুরি করেছেন। তিনি সর্বদা মনে রাখাতেন যে তিনি রান্না করে বাসন মেজে কাপড় কেচে পড়াশুনা করেছেন। তাই গরিবদের তিনি কোনওদিন ভোলেননি। এই জন্যই তার লড়াই ছিল দারিদ্রের বিরুদ্ধে।

১৯ শতকের নবজাগরণের লগ্নে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব।

বিদ্যাসাগরের জন্ম ১৮২০ সালে কার্ল মার্কসের জন্মের দু বছর ব্যবধানে। কোথায় বঙ্গভূমি আর কোথায় জার্মানি। কিন্তু দারিদ্রের প্রতি এই দু'জনের দিশা এক। তাই বিদ্যাসাগর দরিদ্র মানুষের জন্য কাঁদেন। আর কার্লমার্কস দারিদ্র দূর করার নিদান দেন। তবে বঙ্গভূমিতে কালমার্সসের বার্তা সেই সময়ে পৌঁছেছিল কিনা সে সংবাদ আমাদের জানা নেই। তবে তার মতো করে বিদ্যাসার কার্ল মার্কসও তাঁর মতো করেই দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটাই এক কেবল মাত্রায় তারতম্য। পঞ্চদশ সথকেই ইতালিতে সূচনা হয়েছিল ভাবনা। ইতালির সেই নবজাগরণ ছড়িয়ে পড়েছিল ইউরোপের আনাচে কানাচে। তারপরে ইউরোপে এল যন্ত্রযুগ। যন্ত্রযুগের ভিত্তি বিজ্ঞান। গ্যালিলিও কোপারনিকাস এমন সব বিজ্ঞানীরা যোগাযোগ ও জীবন চর্চায় আধুনিকতা নিয়ে এলেন বেকল লক হবস প্রভৃতির বক্তব্যে ইউরোপ বস্তুবাদের জোয়ার। এই বস্তুবাদকে কেন্দ্র করেই কান্টের অজ্ঞেয়বাদ ফুয়েরবাখের মানবতাবাদ জন্ম নিয়েছিল, সেকুলার ইউম্যানিজম। ভারতে ইংরেজরা আসার পরেই ইংরেজি ভাষা শিক্ষার সূচনা। ইংরেজ বণিকদের ভারতের রাজদণ্ড অধিকার করার ফলে ইংরেজরা রাজ্যশাসনের প্রয়োজন বাংলা ভাষা শিখতে আরম্ভ করে। সেইসঙ্গে ইংরেজি ভাষা শেখাতেও আরম্ভ করে। সেই ইংরেজি ভাষার উপর ভর করেই ভারতে এল বস্তুবাদী নবজাগরণ। ভারতের রাজধানি তখন কলকাতা। এই কলকাতাই হল ইংরেজি শিক্ষার পীঠস্থান। এই পীঠস্থানে তখন ন্যূনতম ব্যক্তিত্ব সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর। তিনি ইউরোপের বস্তুবাদের স্বপক্ষে। ইউরোপের মানবতাবাদের সঙ্গী বিদ্যাসাগর। বঙ্গভূমিতে নবজাগরণ এল। এল সামাজিক সংস্কারের জোয়ার । বিদ্যাসাগর তার হোতা। তিনি বললেন দারিদ্র মোচন চাই। মানুষের মর্যাদা চাই। তিনি বললেন, সাংখ্য আর বেদান্তের মধ্যে কোনও সত্য নাই। এমন সাহসী উক্তি বঙ্গভূমিতে করার মতো সাহস কেউ দেখাতে পারেনি। বিদ্যাসাগরের ইউরোপের বস্তুবাদ চর্চার এই হচ্ছে এক প্রত্যয়দর্শী পরিণাম। এইভাবেই বিদ্যাসাগর হয়ে উঠেছিলেন। তিনি ছিলেন ভারতে নবজাগরণের সার্থক পথপ্রদর্শক। আশ্চর্যের বিষয় বিদ্যাসাগরের বিরোধিতা করে কেউ টিকতে পারেননি। এই হল বিদ্যাসাগর। ভারতের প্রথম আধুনিক মানুষ। এই উক্তি মাইকেল মধুসূদনের।

বিদ্যাসাহরের ইউরোপের বস্তুবাদ চর্চার এই হচ্ছে এক প্রত্যয়দর্শী পরিণাম। এইভাবেই বিদ্যাসার হয়ে উঠেছিলেন । তিনি ছিলেন ভারতে নবজাগরণের সার্থক প্রথপ্রদর্শক আশ্চর্যের বিষয় বিদ্যাসাগরের বিরোধিতা করে কেউ টিকতে পারেননি। এই হল বিদ্যাসাগর। ভারতের প্রথম আধুনিক মানুষ। এই উক্তি

মাইকেল মুধুসূদনের। বিদ্যাসাগর ভারতের প্রথম গরিব দরদ্রি সারা জীবনই নিতি তার বজায় রেখে গেছেন। শেষ জীবনে কাড়মাটরে সাঁওতাল আদিবাসী হত দরিদ্রদের সেবা করে দিন কাটিয়েছেন। কিন্তু তাঁর গরিব দরদকে কোনও সাংগঠনিক রূপ দিতে পারেননি। বীরসিংগ গ্রাম কলকাতার দরিদ্র ও বিপন্ন মানুষ ও কাড়মাটারের হত দরিদ্র সাঁওতালরা এই যে প্রলিতারিয়েত জনগোষ্ঠী, তাদের পাশে সর্বদা বিদ্যাসার। তিনি কখনই মুনাফাখোর উপরতলার ক্ষমতা প্রদর্শকদের সঙ্গে। তিনি আছেন খেটে খাওয়া মানুষের সঙ্গে। দূর্বল মানুষের সঙ্গে। জাত পাত সম্প্রদায় নির্বিশেষে অসুস্থ মানুষের সঙ্গে। তাঁর খেদ আমরা নিম্ন শ্রেণিকে পশু অপেক্ষাও ঘৃণার চোখে দেখি। হায় শিক্ষিত শ্রেণির এতই অহংকা, এতই অভিমান দেশের শক্তি যাহারা আশা ভরসার স্থল যাহারা তাহাদিগকে মনুষ্যের শ্রেণিতে গণ্য করিতেও কুণ্ঠিত হয়। এই হচ্ছে বিদ্যাসাগরের ১৯ শতকের নবজাগরণের মূর্ত প্রতীক।

রাজা রামমোহনেও তাঁর যাত্রা শুরু করেছিলেন মানবতাবাদ দিয়ে, কিন্তু ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনের দাপটে খৃষ্ট ধর্মান্তর যখন বৃদ্ধির মুখে তখন রাজা রামমোহন স্থির করেন যে হিন্দু ধর্মের সংস্কার তাঁর প্রাথমিক কর্তব্য। এইভাবেই প্রতিষ্ঠা হল ব্রাহ্ম ধর্মের ।রামমোহন তাই হিন্দু ধর্ম সংস্কারক। বিদ্যাসাগর কিন্তু এই ধর্মের বেড়াজালে নিজেকে আবদ্ধ করলেন না। তিনি ছিলেন সেকুলার মানবতাবাদী প্রথম ভারতীয় ব্যাক্তিত্ব। নব জাগরগণের (রেঁনেশাসের)ঊষার আভাস যদি রাজা রামমোহন হয় তবে রাত্রির অন্ধকার দূর করে নব জাগরণের প্রথম রিক্তম সূর্য হচ্ছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসার।

বিদ্যাসাগরের জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে তিনি তাঁর জীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ছিলেন ধর্মনিরপেক্ষ এবং ধর্ম নিস্পৃহ তিনিই প্রথম সাহসের সঙ্গে উচ্চারণ করেছিলেন

সংখ্যা বেদন্ত মিথ্যা, তার মধ্যে সত্য নেই সংস্কৃত কলেজের পরিদর্শক ব্যালেস্টাইন বলেছিলেন যে কলেজ বার্কলের ইনকোয়ারি বইটি পড়াতে হবে। অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর বললেন, যে বার্কলের ইনকোয়ারি ভাববাদী এবং সাংখ্য বেদান্তের সমগ্রোত্রীয়। তাই এই বইটি কলেজে পড়ানো উচিত হবে না। ছাত্রদের নবজাগরণের সঙ্গে তাল রেখে পড়াতে হবে পাশ্চাত্যের বস্তুবাদ। এইভাবে ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে ভাববাদের বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগর লড়াই করেছিলেন। দেশীয় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের গোঁড়ামিকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তিনি বিচার করে নস্যাৎ করেন। সবই বেদে আছে এই তত্ত্ব তিনি মানতেন না। তিনি মানতেন না যে প্রাচীনকালের ঋষিরা সর্বজ্ঞ ও অভ্রান্ত ছিলেন। মুসলমানদের মধ্যেও গোঁড়ামি আছে। একটি উদাহরণ, বিতর্কিত হলেও বিদ্যাসাগর থেকেই পাওয়া। আলেকজান্দ্রিয়া শহর দখল করার পরে সেনাপতি আমরু খলিফাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন আনেলকজান্দ্রিয়ার বড় লাইব্রেরিটির কি করা। উত্তরে খলিফা বলেছিলেন লাইব্রেরির যে বইগুলোর সঙ্গে কোরাণের সাদৃশ্য আছে সেই বইগুলোকে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। কারণ কোরাণই যথেষ্ট আর সমর্থক বইয়ের প্রয়োজন নেই। আর যে বইগুলো কোরাণ বিরোধী তাদের ধ্বংস করতে হবে, কেননা কোরাণ বিরোধিতা তিনি (খলিফা) বরদাস্ত করবেন না। এইভাবে ধর্মীয় গোঁড়ামির ফলে একটি বিখ্যাত জ্ঞানের ভাণ্ডার (লাইব্রেরি) ধ্বংস হয়ে গেল। বিদ্যাসাগর বলেছেন যে এই উদাহরণ থেকেই বোঝা যায় যে গোঁড়ামি পরিত্যাজ্য।

বিদ্যাসাগর ছিলেন যুক্তিবাদী, বৈজ্ঞানীক ও বস্তুবাদে বিশ্বাসী। মানবাদী প্রলিতারিয়েত এবং নির্ভীক।

বিদ্যাসগর মানুষের বিশ্বাসী, ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন না। বিশ্বাস করতে না পরলোকে। তিনি ছিলেন ইহলোক সর্বস্ব। আত্মায় বিশ্বস করতেন না, পরমাত্ম ছিল তার কাছে অগ্রহণীয়। পূজায় বিশ্বাস করতেন না তাই জীবনে কোন দিনই কোন পূজায় অংশগ্রহণ করেননি। কলকাতায় বাস করেছেন দীর্ঘদিন। কিন্তু কোন সর্বজনীন পূজা মণ্ডপে বিদ্যাসাগহর পদার্পণ করেছেন বলে জানা যায়নি। ব্রাহ্মণের নিত্যকর্ম আহিক করা। কিন্তু বিদ্যাসাগর কোনও দিনই আহিত করতে না। বিশ্বাস করতেন না পাপ পূণ্যে। তাঁর বর্ণপরিচয় ধর্ম নিরপেক্ষ। সেখানে আছে সর্বদা সত্য কথা কহিবে। কদাচ মিথ্যা বলিবে না। মিথ্যা কথা বলা দোষ। সাধারণত লোকে বলে মিথ্যা কথা বলা দোষ। সাধারণত লোকে বলে মিথ্যা কথা বলা পাপ।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বৃহস্পতিবার আগরতলায় আয়োজিত রক্তদান শিবিরে বিধায়ক সুরজিৎ দত্ত। ছবি- নিজস্ব।

৩০ নভেম্বরের মধ্যে অসমে স্কুল পড়ুয়াদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার নির্দেশ শিক্ষা দফতরের

করিমগঞ্জ (অসম), ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : এবার থেকে স্কুল পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা বাধ্যতামূলক করেছে রাজ্য সরকার। ৩০ নভেম্বরের মধ্যে স্কুল পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার নির্দেশ জারি করেছে রাজ্য শিক্ষা বিভাগ। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, রাজ্যের প্রত্যেক ক্যাটাগরির স্কুল সরকারি, প্রাদেশীকৃত, মডেল স্কুল, কস্তুরবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়, চা বাগান পরিচালিত স্কুল, ভেঞ্চার স্কুল, সেন্ট্রাল স্কুলে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খোলতে হবে।
নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছে, দশ বছর বয়সের নীচের ছাত্রছাত্রী তথা অপ্রাপ্ত বয়স্কদের ক্ষেত্রে অভিভাবক এবং পড়ুয়ার জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে। এতে বলা হয়েছে, প্রথম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সর্বস্তরের পড়ুয়াদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ নিয়েছে অসম সরকার। ইতিমধ্যে এ ব্যাপারে বিভিন্ন ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কয়েক দফা বৈঠক সম্পন্ন করেছে রাজ্যের শিক্ষা দফতর।
সে অনুযায়ী করিমগঞ্জে জেলাশাসকের কনফারেন্স হল-এ জেলা শিক্ষা আধিকারিক, বিএমসি সহ প্রত্যেক ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে নিয়ে বৈঠকে বসেন অতিরিক্ত জেলাশাসক তথা ডিস্ট্রিক্ট মিশন কো-অর্ডিনেটর নিসর্গ হিভারে। যে কোনও পরিস্থিতিতে ৩০ নভেম্বরের মধ্যে রাজ্যের প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে বলে জানানো হয়েছে। এ ব্যাপারে সর্ব শিক্ষা অভিযানের মিশন ডিরেক্টর বি কল্যাণ চক্রবর্তী রাজ্যের প্রত্যেক জেলার জেলাশাসক, সংশ্লিষ্ট জেলা শিক্ষা আধিকারিক, স্কুলসমূহের পরিদর্শক তথা স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে ১৪ সেপ্টেম্বর জরুরি নির্দেশ পাঠিয়েছেন। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার পাশাপাশি প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর অ্যাকাউন্ট নম্বর এসডিএমআইএস পদ্ধতিতে সংযোগ করা হবে। কোনও ছাত্রছাত্রীর পোস্ট অফিসে অ্যাকাউন্ট থাকলেও ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে।
কাজের অগ্রগতির বিষয়ে জেলাভিত্তিক সাপ্তাহিক পর্যালোচনা করে ১৫ দিন পর পর অগ্রগতির খতিয়ান স্টেট মিশন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাতে হবে জেলা কর্তৃপক্ষকে। কেননা, এখন থেকে ছাত্র ছাত্রীদের যাবতীয় বৃত্তি মূলক অনুদান আর্থিক অনুদানের টাকা সরাসরি সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রদান করার জন্য এই পদক্ষেপ গ্রহণ করছে সরকার। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রাজ্যের প্রত্যেক পড়ুয়ার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার কার্যসূচি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য ড় সুমি বড়ঠাকুরকে কো-অর্ডিনেটর করে আট সদস্য বিশিষ্ট স্টেট লেভেল মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়েছে।

প্রয়াত ডিন জোন্স, শোকস্তব্ধ শচীন

মুম্বই, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.): প্রাক্তন অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার ডিন জোন্স প্রয়াত।হৃদযন্ত্র বিকল হয়ে মুম্বইতে তিনি প্রয়াত হন বলে জানা গিয়েছে।মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৯। হোটেলের ঘরের মধ্যেই তার হার্ট অ্যাটাক হয়। সম্প্রতি তিনি আইপিএলের ধারাভাষ্যকার হিসেবে কাজ করে যাচ্ছিলেন।
তাঁর প্রয়াণে স্টার ইন্ডিয়া তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানানো হচ্ছে যে ডিন জোন্স প্রয়াত।হৃদযন্ত্র বিকল হয়ে তার মৃত্যু হয়েছে। তাঁর পরিবারবর্গ এবং সমর্থকদের প্রতি সমবেদনা রইল।অস্ট্রেলীয় রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে ক্রমাগত যোগাযোগ রেখে যাওয়া হচ্ছে। তাঁর প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন কিংবদন্তি ভারতীয় ক্রিকেটার শচীন তেন্ডুলকার। টুইটারে এক শোক বার্তায় তিনি জানিয়েছেন, ডিন জোন্স এর প্রয়াণ হওয়ার খবর খুবই হৃদয়বিদারক।একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব যিনি তাড়াতাড়ি চলে গেলেন। ক্রিকেটীয় জীবনে প্রথমবার অস্ট্রেলিয়া সফরের সময় তার সঙ্গে খেলেছিলাম।তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।
ডিন জোন্স প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছেন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি, প্রাক্তন ক্রিকেটার বীরেন্দ্র সহবাগ, রবি শাস্ত্রী। আইপিএল সংগঠকদের তরফ থেকে টুইট বার্তায় জানানো হয়েছে যে এই খবরটি পাওয়ার পর গভীরভাবে মর্মাহত। খেলাধুলার প্রতি তার উৎসাহ এবং স্বকীয়তার অভাব অনুভূত হবে।ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার তরফ থেকেও শোক বার্তা দিয়ে টুইট করা হয়েছে। টুইট বার্তায় জানানো হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার হয় ৫৯ টেস্ট এবং ১৬৪ টি একদিনের ম্যাচে অংশগ্রহণ করেছেন ডিন জোন্স।উদারতা এবং বীরত্বে ভরা শট এবং অসাধারণ ফিল্ডিং এর জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

পূর্ত দফতর : অসমিয়ায় ‘গড়কাপ্তানি’ বিভাগের নয়া নাম ‘লোক নির্মাণ বিভাগ’

গুয়াহাটি, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : অসমে পূর্ত দফতরকে (পিডব্লিউডি) অসমিয়ায় ‘গড়কাপ্তানি বিভাগ’ বলা হত। এবার এর নাম পরিবর্তন করা হয়েছে। এখন থেকে পূর্ত বিভাগকে অসমিয়া ভাষায় ‘লোক নির্মাণ বিভাগ’ নামে বলতে হবে বা লিখতেও হবে।
রাজ্যের পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট (পিডব্লিউডি)-এর তরফে বুধবার জারিকৃত এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, গণ-পরিষেবার স্বার্থে এবং প্রশাসনিক কাজের সুবিধার জন্য এই বিভাগকে অসমিয়া ভাষায় এখন থেকে ‘লোক নির্মাণ বিভাগ’ নতুন নামে পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ফলে এ সংক্রান্ত সরকারি নোটিফিকেশন জারি করার তারিখ থেকেই বাংলায় পূর্ত বিভাগর অসমিয়া নতুন নাম ‘লোক নির্মাণ বিভাগ’ হিসেবে কার্যকর করা হয়েছে।
অসমের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার অনুমোদনক্রমে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে নির্দেশিকায়। এই নির্দেশিকার প্রতিলিপি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যপালের সচিবালয়, মন্ত্রিসভার প্রত্যেক সদস্য, রাজ্যের মুখ্যসচিব, সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার-সচিব, প্রত্যেক জেলাশাসক, গুয়াহাটি উচ্চ আদালতের পঞ্জিয়ক সহ সকল উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের কাছে পাঠানো হয়েছে।

পাথারকান্দিতে গড়ে উঠবে কোল্ড চেইন ও মেগা ফুড পার্ক, প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে

পাথারকান্দি (অসম), ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : করোনা পরিস্থিতিতে গোটা দেশের মানুষের রোজগারের ক্ষেত্রে এক অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছে। এমতাবস্থায় রাজ্যের করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকায় রোজগারের এক নতুন দ্বার উন্মুক্ত হচ্ছে। পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকা তথা জেলার বেকারদের জন্য এক অনন্য সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে রোজগারের। এমনই এক বিরাট সম্ভাবনাময় প্রকল্প পাথারকান্দির অন্তর্গত সেপেনজুরি এবং পুতনি চা বাগানের মধ্যবর্তী স্থানে গড়ে উঠবে শিল্পোদ্যোগ।
গত ২৩ সেপ্টেম্বর পাথারকান্দির সহকারী সেটেলমেন্ট আধিকারিক করিমগঞ্জের জেলাশাসকের উদ্দেশ্যে লেখা এক চিঠি পাঠান। তাতে তিনি উল্লেখ করেন, কোল্ড চেইন ও মেগা ফুড পার্কের প্রক্রিয়াকরণের জন্য জমি নির্ধারণ করা হয়েছে। পাথারকান্দি সার্কলের অন্তর্গত সেপেনজুরি ও পুতনি বাগান অঞ্চলে প্রস্তাবিত কোল্ড চেইন ও মেগা ফুড পার্কের জন্য প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে। তাই বিভাগীয় কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে অবগত করানো হয়েছে।
এদিকে এই বৃহৎ প্রকল্প মঞ্জুরির জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, অসমের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল, অর্থমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা, শিল্প মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি সহ এআইডিসি চেয়ারম্যান মিশনরঞ্জন দাসকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল। বিধায়ক বলেন, এই প্রকল্প বাস্তবায়নের পর এলাকায় অর্থনৈতিক পরিকাঠামো সুদৃঢ় হবে। পাশাপাশি হাজারো কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে যা থেকে সরাসরি উপকৃত হবেন পাথারকান্দি সহ গোটা জেলার মানুষ।

সীমান্তে পরমাণু বোমা বহনে সক্ষম যুদ্ধবিমান মোতায়েন করেছে চিন

নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.): সীমান্তে উত্তেজনা অব্যাহত ভারত ও চিনের মধ্যে। পূর্ব লাদাখের পর ভুটান সীমান্তের খুব কাছেই সড়ক নির্মাণ করে চলেছে চিন। ভুটানের ঝামফিরি রিজ পর্যন্ত সড়ক নির্মাণের কাজ করে চলেছে চিন। এর ফলে বিপদের মুখে পড়েছে শিলিগুড়ি করিডোর।
ইতিমধ্যেই ডোকালামের কাছে পরমাণু বোমা বহন করতে সক্ষম চারটি বোম্বার শ্রেণীর এইচ ৬ বিমান মোতায়েন করেছে। এমনকি ভারতের দিকে তাক করে ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন করেছে চিন। উপগ্রহ থেকে প্রাপ্ত চিত্র ভিত্তি করে এই খবর জানা গিয়েছে। গোটা পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে ভারত। উপগ্রহ থেকে প্রাপ্ত চিত্র থেকে জানা গিয়ে যাচ্ছে ডোকালামের কাছে গোলমুড বিমান ঘাঁটিতে পরমাণু ক্ষেপণাস্ত্র বহনে সক্ষম এই চারটি বিমান মোতায়েন করেছে চিন। ভারতীয় সীমান্ত থেকে চিনের এই এয়ারবেস মাত্র ১১৫০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। যে ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন করা হয়েছে তাদের ২০০ কিলোমিটারের মধ্যে যেকোনো লক্ষ্য বস্তুর ওপর আঘাত আনা সম্ভব। শিয়ান বাই২০ মাল বাহক বিমান সেখানে মোতায়েন করা হয়েছে। মনে করা হচ্ছে এই বিমানে করে সেনাবাহিনীর রসদ সরবরাহ করছে বেজিং। চূড়ান্ত সতর্ক ভারতীয় সেনাবাহিনী।

মুখ্যমন্ত্রীর ৫০ হাজার টাকা করে পুজো কমিটিগুলোকে অনুদান নিয়ে সমালোচনায় সরব বাম-কংগ্রেস

কলকাতা, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি স): ঢাকে কাঠি পড়ে গেছে। ইতিমধ্যেই শহরজুড়ে পুজো পুজো রব। কিন্তু এরই মাঝে করোনা আবহে সব কিছুতেই পড়েছে ভাঁটা। দূর্গা পুজো কমিটি গুলির পুজোর টাকাতেও পড়েছে ঘাটতি। এরই মাঝে কল্পতরু হয়ে সকলের পাশে দাঁড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে পুজো কমিটিগুলির সঙ্গে বৈঠকে বসে সব রেজিস্টার্ড পুজো কমিটিগুলিকে এবার ৫০ হাজার টাকা করে অনুদান দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পরই সমালোচনায় সরব বিরোধী দলগুলি।
মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণার পরই বাম পরিষদীয় দলনেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, ”অনেক পুজো অল্প সামর্থ্যে পুজো করে, কিন্তু বড় পুজো কমিটিগুলোকে এই পরিমাণ অর্থ দেওয়া তেলা মাথায় তেল দেওয়া। এই টাকা উৎসবের জন্য দেওয়া হয়নি। ভোটের আগে সততার প্রতীক লিখে প্রচার করার জন্য পুজো কমিটিগুলোকে দাদন দেওয়া হয়েছে। এরকম করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের আবহে এভাবে অর্থ দেওয়াকে কেউ ভালো চোখে দেখবে না”।
অন্যদিকে, সমালোচনায় সরব প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী। এই প্রসঙ্গে অধীর চৌধুরী বলেন, ” আসলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভয় পেয়েছেন। গদি হারানোর ভয়। তাই সরকারের তথা জনগণের টাকা দিয়ে রাজনীতি করছেন। আশাকরি মানুষ সব বুঝতে পারছে বিজেপির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কে বেশি হিন্দু তার প্রমাণ দিতে চাইছেন। সরকারের টাকা দিয়ে হিন্দু ভোটকে খরিদ করতে চাইছেন উনি”।প্রসঙ্গত,এদিন পুজো কমিটিগুলির সঙ্গে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী একাধিক ঘোষণা করেন। তিনি জানান, সব রেজিস্টার্ড পুজো কমিটিগুলিকে এবার ৫০ হাজার টাকা করে অনুদান দেবে রাজ্য সরকার। পাশাপাশি, রেজিস্টার্ড পুজোগুলির জন্য বেশকিছু করও মকুব করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে পুরকর, দমকলের ফি-ও। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ”এবার আর্থিক পরিস্থিতি ভাল না। তাই পুজো কমিটিগুলি বিজ্ঞাপন পাওয়া নিয়ে চিন্তায় রয়েছে। স্পনসরও পাচ্ছে না। তাই রাজ্য সরকার সাধ্যমতো তাঁদের পাশে দাঁড়াচ্ছে”।

শীতে বিয়ে না করার পরামর্শ বাংলাদেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর

মনির হোসেন,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ২৪।। করোনাভাইরাসের সংক্রমণ রোধে আসন্ন শীতে বিয়ে ও পিকনিকসহ জনসমাগম হয় এমন অনুষ্ঠান আয়োজন না করার আহ্বান জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক।
তিনি বলেন, শীতকালে বিয়ে ও পিকনিকসহ নানা অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। জনসমাগম বেশি হওয়ায় করোনার সংক্রমণ বৃদ্ধির আশঙ্কা রয়েছে। এ কারণে এসব অনুষ্ঠানের আয়োজন থেকে বিরত থাকতে হবে। বুধবার ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আধুনিকায়ন ও উন্নতমানের চিকিৎসাসেবা এবং শিা সম্প্রসারণমূলক কাজের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ‘মুজিব বর্ষ’ উদ্যাপন উপলে ছিল এ আয়োজন।
স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, বিশ্বের যেকোনো দেশে ভ্যাকসিন প্রয়োগ শুরু হলে আমরাও বসে থাকব না। এ বিষয়ে আর্থিক ব্যবস্থাপনাসহ অন্যান্য সব কার্যক্রম সম্পন্ন রাখতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সব ধরনের নির্দেশনা রয়েছে। করোনার ‘সেকেন্ড ওয়েভ’ প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, বিশ্বব্যাপী মানুষ করোনাকে অবহেলা করছে। এর ফলে আমেরিকা, ইউরোপসহ অনেক দেশেই করোনায় সেকেন্ড ওয়েভ শুরু হয়েছে। আমাদের দেশেও শীতকালে করোনার সেকেন্ড ওয়েভ শুরুর আশঙ্কা উড়িয়ে দেয়া যাচ্ছে না। তবে সেকেন্ড ওয়েভ শুরু হলে তার জন্য কী কী করণীয়, সে ব্যাপারে আমাদের সব প্রস্তুতি এখনই নেয়া হচ্ছে। করোনা মোকাবিলায় দেশের স্বাস্থ্য খাতি এরইমধ্যে সমতা দেখিয়েছে দাবি করে জাহিদ মালেক বলেন, আক্রান্ত বিবেচনায় মৃত্যুহার বিশ্বের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অবস্থান ধরে রেখেছে বাংলাদেশ। সেকেন্ড ওয়েভ শুরু হলেও দেশের স্বাস্থ্য খাত এভাবেই মোকাবিলা করতে প্রস্তুত রয়েছে।
ঢাকা মেডিকেল কলেজের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ কে এম নাসির উদ্দিনের সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে আরো বক্তব্য দেন স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক আবুল বাশার মুহাম্মদ খুরশীদ আলম, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল) মুহিবুর রহমান, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নবনিযুক্ত পরিচালক কর্নেল নাজমুল হক, স্বাস্থ্য শিা বিভাগের অতিরিক্ত মহাপরিচালক ইউছুফ ফকির প্রমুখ।

বাংলাদেশ ও রোহিঙ্গাদের প্রতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত

মনির হোসেন,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ২৪।। কক্সবাজারে দুই দিনের সফর শেষে বাংলাদেশ ও রোহিঙ্গাদের প্রতি অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছেন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা। বৃহস্পতিবার ঢাকায় জাতিসংঘের অফিস থেকে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
এ দুই দিনের সফরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত, কানাডিয়ান হাইকমিশনের মানবিক সহায়তা বিষয়ক প্রধান, বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর এবং জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারীরা অংশ নেন। বিজ্ঞপ্তিতে বাংলাদেশে নিযুক্ত জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী মিয়া সেপ্পো বলেন, যথাযথ কর্তৃপরে নেয়া সময়োপযোগী পদেপ কোভিড-১৯-এর সংক্রমণ প্রশমিত হয়েছে।
যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত আর্ল মিলার বলেন, কক্সবাজার জেলায় নির্দিষ্ট খাতে ২০১৭ সাল থেকে মানবিক সহায়তার পাশাপাশি বাংলাদেশের স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সহায়তায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রায় ৮০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সহায়তা দিয়েছে। একইসঙ্গে এই সংকট সমাধানে শরণার্থীদের নিরাপদ, স্বেচ্ছায় এবং মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবাসনের কাজ চালিয়ে যাবো। এছাড়া কানাডিয়ান হাইকমিশনের মানবিক সহায়তা বিষয়ক প্রধান ফেড্রামুন মরিস বলেন, শরণার্থীরা কোভিড-১৯ থেকে নিজেদের সম্প্রদায়কে রা করতে নিজেরাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। আমাদের উচিত তাদের অবদানকে যথাযথভাবে স্বীকৃতি দেয়া। ব্রিটিশ হাইকমিশনার রবার্ট চ্যাটার্টন ডিকসন বলেন, রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আশ্রয় প্রদানকারী স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সুরা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিদলের সদস্যরা কক্সবাজারে রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শনকালে শ্বাসতন্ত্রের তীব্র সংক্রমণজনিত আইসোলেশন ও চিকিৎসাকেন্দ্রগুলো ঘুরে দেখেন। সেখানে বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গাদের করোনা চিকিৎসায় ১৪টি চিকিৎসা কেন্দ্রে প্রায় এক হাজার শয্যা প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

মমতা ব্যানার্জীর তোষন নীতির জন্য পশ্চিমবঙ্গে সন্ত্রাসবাদীরা আশ্রায় পাচ্ছে, জঙ্গলমহলে নকশালবাদীরা সক্রিয় হচ্ছে : কৈলাশ বিজয়বর্গীয়

দুর্গাপুর, ২৪ সেপ্টম্বর(হি.স.) : ” পশ্চিমবঙ্গে সন্ত্রাসবাদীরা আশ্রয় পাচ্ছে। জঙ্গলমহলে নকশালবাদীরা সক্রিয় হচ্ছে। তারজন্য মমতা ব্যানার্জী ও রাজ্য সরকারের তোষননীতি দায়ী।” বৃহঃস্পতিবার দুর্গাপুরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এমনই বিষ্ফোরক তোপ দাগলেন বিজেপির রাজ্য পর্যবেক্ষক কৈলাশ বিজয়বর্গীয়। পাশাপাশি তিনি কৃষি বিল নিয়ে তৃণমূল ও বিরোধীদের কড়া আক্রমন করে বলেন, কৃষি বিলের ফলে কৃষক ও মান্ডির মাঝখানে থাকা তৃণমূলের সোসাইটি, দালালদের ৯০০ কোটি টাকার ব্যাবসা বন্ধ হবে। তাই বিরোধীতা করছে।’
উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগে করোনা আবহের মধ্যে লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন শুরু হয়। আর শুরুতেই কৃষি সংশোধনী বিল পাশ হয়। এই বিলের বিরোধীতায় আসরে নেমেছে কংগ্রেস, সিপিএম সহ রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল। ইতিমধ্যে রাজ্যজুড়ে অভিনব কায়দায় আন্দোলন শুরু করেছে। তারমধ্যে বৃহঃস্পতিবার দুর্গাপুরে সাংগঠনিক কর্মসূচিতে এসে কৃষি বিল নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেন বিজেপির সর্ব ভারতীয় সম্পাদক তথা রাজ্যের পর্যবেক্ষক কৈলাশ বিজয়বর্গীয়। এছাড়াও ছিলেন মুকুল রায়।
এদিন কৃষি বিলে কৃষকদের সুবিধা তুলে ধরে কৈলাশ বিজয়বর্গীয় বলেন,’ কৃষকদের উৎপাদিত ফসলের নিজের জেলায়, মান্ডিতে বিক্রি করার যে বাঁধন পরানো ছিল, সেটা থেকে মুক্তি পেল। এই বিলের ফলে কৃষকরা তাদের ফসল যেখানে খুশী বিক্রি করতে পারবে। তাদের ফসলের আয় দ্বিগুন হবে। কৃষকরা চাষের সঙ্গে সম্মাজনক ব্যাবসার সুবিধা পাবে।’ তিনি আরও বলেন,’ তারপরও বিরোধীরা এই বিলকে অপপ্রচার করছে। কৃষকদের বিভ্রান্ত করছে।’ তিনি বলেন,’ উৎপাদিত ফসলের চুক্তি রয়েছে। জমির কোন চুক্তির উল্লেখ নেই। তারপরও বিরোধীরা বিভ্রান্ত করছে চাষীদের।’
তিনি রাজ্যের তৃণমূলকে এক হাত নিয়ে বলেন,’ রাজ্য কৃষকরা ফসল সরাসরি মান্ডিতে বিক্রি করতক পারে না। মাঝে তৃণমূলের সোসাইটি, দালাল আছে। এই বিলের ফলে তৃণমূলের ওইসব দোকান বন্ধ হয়ে যাবে। মান্ডি আর কৃষকের মাঝে তৃণমূলের ওই সব সোসাইটি দালালের ৯০০ কোটি টাকার ব্যাবসা হয়। এই বিল পাশে সেই ব্যাবসা বন্ধ হয়ে যাবে। দাললরা এতদিন চাষীদের শোষন করে এসেছে। এবার সেটা সমাপ্ত হবে। তাই বিরোধিতা করছে। কৃষকদের বিভ্রান্ত করছে। তারা চাষীদের কল্যান চায় না।’
তিনি আরও বলেন,’ কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে কৃষক সম্মান নিধির তালিকা পাঠানের চিঠি দিয়েছে। এখন ওই খাতে ৮-৯ হাজার কোটি টাকা রয়েছে। যাতে কৃষকরা সরাসরি ৬ হাজার টাকা কেন্দ্রের ওই প্রকল্পের সহায়তা পায়। কিন্তু রাজ্য চাইছে কৃষকদের সরাসরি দিলে হবে না। তাদের খাজনা বক্সে দিতে হবে। যাতে কাটমানি পাবে। কৃষকদের সরাসরি দিলে কাটমানি খাওয়া লোকেরা গায়েব হয়ে যাবে।’
তিনি বলেন,’ কৃষকদের কল্যানের জন্য স্বামীনাথন আয়োগের সুপারিশ অনুসারে এই বিল করা হয়েছে।’ কৃষি বিল নিয়ে মুকুল রায় বলেন,’ কৃষি উৎপাদন ও বিপননের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক এই বিল কৃষকদের মুক্তির স্বাদ এনে দিয়েছে।’
এদিন মুর্শিদাবাদের সন্দেহজনক আল কায়দা জঙ্গী ধরা পড়ায় বিএসএফের কর্তার নাম এনআইএর হাতে উঠে আসার প্রশ্নে কৈলাশ বিজয়বর্গীয় বলেন,’ যে দোষী হবে। তাতে রাজ্য কিম্বা কেন্দ্র সরকারের আধিকারিক যে হোক না কেন শক্ত হাতে তদন্ত হবে।’
এপ্রসঙ্গে রাজ্য সরকার ও তৃণমূলের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে তিনি বলেন,’ আতঙ্কবাদীরা পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে আশ্রয় পাচ্ছে। জঙ্গলমহল মহলে নকশালবাদীর সক্রিয় হচ্ছে। তাতে রাজ্য সরকারের ভুমিকায় সন্দেহজনক। রাজ্যে আতঙ্কবাদী ও নকশালবাদী সক্রিয়তার জন্য হয়, তার জন্য দায়ী রাজ্য ও মমতা ব্যানার্জী তোষন নীতি। তার জন্য অশান্ত হচ্ছে রাজ্য।’ তিনি বলেন, ’ আগের নির্বাচনে মমতা ব্যানার্জী নকশালবাদীদের মদত করেছিল। কিযেন

ছয়ের পাতায়

জেদ্দা-লন্ডনে গোপন বৈঠক করে কোনো লাভ নেই ওবায়দুল কাদের

মনির হোসেন,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ২৪।। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন, বিএনপি নেতারা কখনো জেদ্দা, কখনো আবুধাবি আবার কখনো লন্ডনে বসে যতই গোপন বৈঠক করুক না কেন- সব খবরই সরকারের কাছে আছে। গোপন বৈঠক আর ষড়যন্ত্র করে লাভ নেই।
বৃহস্পতিবার সকালে ক্রসবর্ডার রোড নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় ভিডিও কনফান্সে যুক্ত হয়ে ওবায়দুল কাদের এসব কথা বলেন। এ সময় সেতুমন্ত্রী আরো বলেন, রাজনীতি করতে হবে জণগণের জন্য। সরকার পরিবর্তন করতে চাইলে জনমানুষের কাছে আসুন, বিদেশি শক্তি বা কোনো সংস্থার কাছে নয়।
ওবায়দুল কাদের বলেন, প্রায় ৭শ মিটার দীর্ঘ কালনা সেতুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেতু। মধুমতি নদীর দুপাড়ের মাঝে সেতুবন্ধ তৈরি ছাড়াও কালনা সেতুটি পদ্মা সেতুর সঙ্গে সংযুক্ত বিধায় পদ্মা সেতুর সুবিধা পেতে হলে কালনা সেতুর নির্মাণ কাজ শেষ করা জরুরি। তিনি বলেন, কালনা সেতুটির এরইমধ্যে শতকরা ৩৫ ভাগ কাজ শেষ হয়েছে। পদ্মা সেতুর কাজের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কালনা সেতুর নির্মাণ কাজ আরো দ্রুত এগিয়ে নিতে এ সময় সংশ্লিষ্টদের নির্দেশও দেন তিনি।
অনুষ্ঠানে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী, প্রকল্প পরিচালকসহ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে উপস্থিত ছিলেন।

বৃহস্পতিবার আগরতলায় ডিএসও'র উদ্যোগে স্মরণ সভা আয়োজিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম ◌ হরেকরকম ◌ হরেকরকম

ভারতের জাতীয় প্রজাপতি নির্বাচনে শুরু হলো দেশব্যাপী অনলাইন ভোট পর্ব

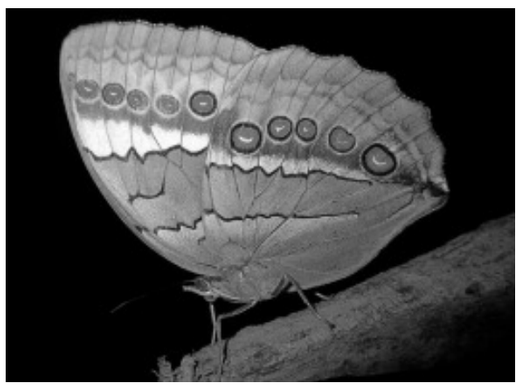

আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর : 'প্রজাপতি, প্রজাপতি, কোথায় পেলে ভাই এমন রঙিন পাখা'- প্রকৃতির আপন খেয়ালে আঁকা এই শিল্পে সম্মোহিত হয়ে গোটাকয় চোখের পলক ভুলে আর ফেলা হয়নি, এই অভিজ্ঞতা আট থেকে আশি সবারই রয়েছে হয়তো। বাড়ির শখের বাগিচা থেকে ধানক্ষেত হয়ে নদীতীরের কাশফুল ছুঁয়ে বনের গভীরে কালচে সবুজ ঘেরা শেওলা পিচ্ছিল হ্যাংলা ঝর্ণার ঝিরঝিরি- রঙীন পাখার অধিকারীদের উন্মুক্ত আনাগোনা রয়েছে সর্বত্র। পরাগসংযোগে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ভূমিকার পাশাপাশি পরিবেশের জৈব-সূচক হিসেবে স্বীকৃতি রয়েছে এদের। অর্থাৎ পরিবেশের বিভিন্ন খুঁটিনাটি উপাদানের সাধারণ তারতম্যও বড়সড় সমস্যা সৃষ্টি করে প্রজাপতিদের জীবনচক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে। যার ফলে তারতম্য ঘটতে পারে নির্দিষ্ট কোনো বাস্তুতন্ত্রে প্রজাপতিদের সামগ্রিক সংখ্যার। যা পর্যবেক্ষণ করে গবেষকরা সহজেই আঁচ পেয়ে যান পরিবেশ দূষণের মতো গুরুত্বপূর্ন ঘটনার। তা সত্বেও সংরক্ষণের দৃষ্টিকোণ থেকে বরাবরই এরা তুলনামূলকভাবে উপেক্ষিত। হয়তো তাই অতীতে পর্যায়ক্রমে আমাদের জাতীয় পশু, পাখী, ফুল বা ফল গৃহীত হলেও দেশের প্রায় ১৪০০ এরও বেশি প্রজাতির সম্ভার থেকে বেছে নেওয়া হয়নি ভারতের জাতীয় প্রজাপতি। তাই এই গুরুত্বপূর্ন কার্যে একজোট হয়ে এগিয়ে এসেছে সারা ভারতবর্ষের বিশেষজ্ঞ প্রজাপতিবিদ, গবেষক এবং প্রকৃতিপ্রেমীরা। গঠিত হয় 'জাতীয় প্রজাপতি প্রচারনা সংস্থা'। প্রাথমিকভাবে বিভিন্ন সুনির্দিষ্ট কিছু নির্ণায়ক মেনে সারা দেশের ১৪০০ এরও বেশি প্রজাতি থেকে ৫০ টি এবং অবশেষে ৭টি প্রজাপতি নির্বাচিত করা হয় সংস্থা কতৃক আয়োজিত বিভিন্ন পর্যায়ক্রমিক সভায়। পরবর্তী ধাপে এই ৭টি প্রজাপতি থেকে সারা দেশের জনগণের কাছ থেকে অনলাইন ভোট সংগ্রহ করে জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রজাপতির প্রজাতির নাম কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রকে পাঠানো হবে অনুমোদনের জন্য। উল্লেখ্য, ভারতের জাতীয় প্রতীক গ্রহণের ক্ষেত্রে দেশব্যাপী ভোট সংগ্রহ করার এই গণতান্ত্রিক আয়োজন আমাদের দেশের ইতিহাসে এই প্রথম।

সারা দেশের ন্যায় ত্রিপুরা রাজ্যেও ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে এই অভূতপূর্ব নির্বাচনী প্রচার। 'জাতীয় প্রজাপতি প্রচারনা সংস্থা' (ন্যাশনাল বাটারফ্লাই ক্যাম্পেন কনসর্টিয়াম) এর ত্রিপুরার একমাত্র সদস্য শ্রী সুমন ভৌমিক জানান, ২৩ সে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ইতিমধ্যে দেশব্যাপী ৩৫ হাজারেরও বেশি ভোট পড়লেও ত্রিপুরায় সার্বিক ভাবে এখনো সেরকম প্রচার না হওয়ায় আশানুরূপ ভোট পড়েনি রাজ্য থেকে। তবে তিনি জানান ইতিমধ্যেই রাজ্যের বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ এবং অনুসন্ধান ক্ষেত্রে অগ্রগামী সংস্থা ওয়াইল্ড ত্রিপুরা ফাউন্ডেশন এর উদ্যোগে রাজ্যের সকল স্তরের পরিবেশ প্রেমীদের কাছে এই ভোটবার্তা পৌঁছে দেবার প্রয়াস চলছে। পাশাপাশি এই প্রচেষ্টায় রাজ্যের সকল প্রকার সংবাদ মাধ্যমের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের অনুরোধ রেখেছেন ওয়াইল্ড ত্রিপুরা ফাউন্ডেশন এর প্রজাপতি ও মথ সংরক্ষণ এবং গবেষণা বিভাগের প্রধান শ্রী ভৌমিক।

কিভাবে অংশ নেবেন জাতীয় স্তরের এই প্রচেষ্টায় ?

ওয়াইল্ড ত্রিপুরা ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইটে অথবা এই লিংক এ আপনার ভোট প্রদান করুন এবং ছোট বড়, বিশেষত স্কুলপড়ুয়া, প্রকৃতিপ্রেমী এবং পরিচিত সবাইকে ভোট দানে উদ্বুদ্ধ করুন।

ভোট দেওয়ার শেষ তারিখ ৮/১০/২০২০

কিভাবে জাতীয় স্তরে চূড়ান্তভাবে সাতটি প্রজাপতি নির্বাচিত করা হয় ?

সারা ভারতবর্ষের বিশেষজ্ঞ প্রজাপতিবিদ, গবেষক এবং প্রকৃতিপ্রেমীরা জাতীয় প্রজাপতি প্রচারনা সংস্থা-র মঞ্চে একত্রিত হয়ে জাতীয় প্রজাপতি বাছাই করার জন্য নিম্নলিখিত মানদণ্ডগুলি গঠন করে এর ভিত্তিতে চূড়ান্ত ৭ টি প্রজাপতি জাতীয় স্তরে নির্বাচনের জন্য মনোনীত করা হয়।

নির্বাচিত প্রজাপতির -

১. সাংস্কৃতিক, পরিবেশগত এবং সংরক্ষণের দৃষ্টিকোণ থেকে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে তাৎপর্য্যপূর্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

২. দর্শনীয় হওয়া প্রয়োজন।

৩. কোনো অন্তর্নিহিত আকর্ষণীয় জৈবিক দিক থাকা প্রয়োজন।

৪. যাতে সহজেই শনাক্ত এবং প্রত্যক্ষ করা যায় ও সহজেই মনে রাখা যায়।

৫. বহুরূপতা বা একাধিক ধরণ বা ফর্ম না থাকা বাঞ্ছনীয়। অনেক প্রজাপতির রূপ ঋতু অনুযায়ী পরিবর্তিত হয় যা বিভ্রম সৃষ্টি করতে পারে।

৬. শুঁয়োপোকা যেন মানুষের পক্ষে অনিষ্টকর না হয়।

৭. খুব সচরাচর দেখা যায় এরূপ হওয়া উচিত নয়।

৮. কোন রাজ্যের সরকার 'রাজ্য প্রজাপতি' হিসেবে চিহ্নিত করেছে (যেমন মহারাষ্ট্র, কর্নাটক), এরূপ প্রজাপতিকে জাতীয় প্রজাপতি নির্বাচিত করা যাবে না।

চূড়ান্ত নির্বাচিত সাতটি প্রজাপতি :

১. ফাইভ-বার সোর্ডটেল : তরবারি আকৃতির লেজ আর অতুলনীয় বর্ণবৈচিত্র্য প্রজাপতিটিকে করেছে রাজকীয় এবং স্বতন্ত্র। পূর্ব হিমালয়, ত্রিপুরা সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলি এবং পশ্চিমঘাট পর্তমালার চিরহরিৎ অরণ্য নিয়ে দেশের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ জীববৈচিত্র্য হটস্পটেই রয়েছে এর আনাগোনা। ফলে সংবেদনশীল এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই অঞ্চলগুলির সংরক্ষণের সাথে স্বাভাবিকভাবেই সংযুক্ত থাকছে এই প্রজাতিটির অস্তিত্ব।

২. কমন জেজেবেল : হলুদ-লালের সমন্বয়ে এই প্রজাপতির উজ্জ্বলদর্শন এই প্রজাপতির দেখা মেলে দেশজুড়ে মূলত বাগানে বা তুলনামূলক কম ঘন জঙ্গলে। ত্রিপুরার প্রায় সর্বত্র এর অবাধ আনাগোনা।

৩. কমন নবাব: ভারতের আর্দ অরণ্যাঞ্চলের বাসিন্দা এই প্রজাপতি। এর সুঠাম গঠন, শক্তিশালী ক্ষিপ্রগতি, পাখার বর্ণ এবং নকশা-বিন্যাস রাজকীয় শৌর্য্যের আভাস দেয়। ত্রিপুরার বনাঞ্চলের অপেক্ষাকৃত আদ্র অঞ্চল গুলিতে এর দেখা মেলে প্রায়শই।

৪. কৃষ্ণা পিকক: তালিকায় অন্যতম প্রতিযোগী কৃষ্ণা পিকককে অনায়াসে ন্দ্রথননদ্রন্দ্রন্ঠস্থন প্রজাপতিদের মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় বলা যেতে পারে। এর পাখার সৌন্দর্য্যের ছটা শ্রীকৃষ্ণের ময়ূর পাখির পালকের অপরূপ নকশা এবং বর্ণবিন্যাসের স্মৃতি জাগায়।

সৌন্দর্য্যের পাশাপাশি হিমালয় পর্বতমালা এবং সংলগ্ন ভারতবর্ষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জীববৈচিত্র্য হটস্পটের বাসিন্দা কৃষ্ণা পিকক সংরক্ষণের পরিভাষায় 'ফ্ল্যাগশিপ স্পিসিস"। তাই এর সংরক্ষণের সঙ্গে এই গুরুত্বপূর্ণ জীববৈচিত্র্য হটস্পটের সামগ্রিক সংরক্ষণ প্রসঙ্গ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত এর দেখা না মিললেও ভৌগোলিক বৈচিত্র্যমন্ডিত এই রাজ্যে এর উপস্থিতি দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করাও যুক্তিযুক্ত নয়।

৫. অরেঞ্জ ওকলিফ : উত্তর এবং উত্তরপূর্ব সহ ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের পাশাপাশি ত্রিপুরার মূলত অপেক্ষাকৃত আদ্র বনাঞ্চলে এর দেখা মেলে। পাখার নিচের অংশের আকার এবং বর্ণবিন্যাসের সঙ্গে সুনিপুন সাদৃশ্য শুকনো পাতার। শিকারির চোখে ধুলো দেওয়ার প্রকৃতিপ্রদত্ত এক আশ্চর্য্য কারসাজি। এহেন সাদামাটা প্রজাপতির রূপের ডালির আকস্মিক প্রকাশ ঘটে উন্মুক্ত পাখার উপর পিঠের ঝলমলে বর্ণচ্ছটায়। কমলা আর নীলের এই অপরূপ সহাবস্থান প্রকৃতই অবিস্মরণীয়।

৬. নর্দার্ন জাঙ্গলকুইন : পাখার উপরের আকাশী নীলচে আভা আর নিচের অংশের নজরকাড়া লালচে বিন্দুর সমাহার উত্তর পূর্ব ভারতের এই বৃহদাকার প্রজাপতিকে করে তুলেছে ভারতবর্ষের অন্যতম আকর্ষণীয় প্রজাপতি। এর অনবদ্য রূপের সম্ভার সমাদৃত হয়েছে অরুণাচলের মিসমি জনজাতিদের ঐতিহ্যবাহী হস্ততাঁত শিল্পের নকশায়।

৭. ইয়েলো গরগন : উজ্জ্বল হলদে পাখার স্বতন্ত্র গড়নের এই রাজকীয় প্রজাপতি মূলত পূর্ব হিমালয় এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির বাসিন্দা। শক্তিশালী বৃহদাকার পাখায় ভর করে নিজ বাস্তুতন্ত্র্যে পাহাড়- ঝর্ণার উপর এর উড়ান প্রত্যক্ষ করা প্রকৃতিপ্রেমীদের জন্য এক অনবদ্য অভিজ্ঞতা।

কন্যার মা হলেন জিজি, বাবা জায়ান

মার্কিন মডেল জিজি হাদিদ আর গায়ক জায়ান মালিকের প্রথম সন্তান জন্ম নিয়েছে আজ। গত পাঁচ বছর ধরে প্রেম করছেন এ জুটি। জায়ান আগে গান করতেন ওয়ান ডিরেকশন ব্যান্ডে।

মার্কিন মডেল জিজি হাদিদ আর গায়ক জায়ান মালিকের জন্য আজ সকালটা একদম অন্য রকম।

সকালে জন্ম নিয়েছে দুজনের প্রথম সন্তান। কন্যাসন্তানের বাবা হওয়ার সুখবর জানিয়ে উচ্ছ্বসিত জায়ান টুইটে লিখেছেন, 'এই যে আমাদের ছোট্ট রাজকন্যা। সুস্থ আর সুন্দর। কেমন যে লাগছে, তা পৃথিবীর কোনো ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। আমি এই ছোট্ট মেয়েটাকে কী পরিমাণ ভালোবাসি, তা আমি নিজেও জানি না। এই মেয়েটাকে পেয়ে আমি কৃতজ্ঞ। আমি তাকে "আমার" দাবি করতে পেরে গর্বিত। আমরা সামনে যে জীবন একসঙ্গে কাটাব, সেই জীবনের জন্য সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ।' এ বার্তার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া ছবিতে দেখা যাচ্ছে, কন্যার ছোট্ট হাত ধরে রেখেছে বাবার আঙুল।

সদ্য মা হওয়া জিজি হাদিদও সে রকম একটি ছবি শেয়ার করে ইনস্টাগ্রামে লিখেছেন, 'আমাদের মেয়েটা আজ আমাদের জীবনের সঙ্গে যুক্ত হলো। এরই মধ্যে আমাদের জীবন বদলে গেছে। এ মুহূর্তে আমার হৃদয় ভালোবাসায় পরিপূর্ণ হয়ে আছে।'

২৫ বছর বয়সী জিজির সন্তানের বাবা ২৭ বছর বয়সী ব্রিটিশ সংগীতশিল্পী জায়ান মালিক। পাঁচ বছর ধরে প্রেম করছেন এ জুটি। শুরুতে লুকোচুরি খেললেও জিজির ওয়ালপেপারে জায়ানের ছবি ভাইরাল হয়। পরে অবশ্য দুজনেই স্বীকার করেন মন

এক কাতারে ট্রাম্প, মোদি এবং আয়ুষ্মান

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে হয়তো খুঁজলে অনেক মিল পাওয়া যাবে। রাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, মতাদর্শঅনেক দিক থেকেই এই দুই প্রভাবশালী রাজনীতিককে এক কাতারে ফেলে। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে বলিউড অভিনেতা আয়ুষ্মান খুরানার মিল কোথায়? এই প্রশ্ন অনেকের মনে জাগতে পারে। তাঁদের জন্য বলে রাখি, আয়ুষ্মান গত মঙ্গলবার থেকে শামিল হয়ে গেলেন মোদি ও ট্রাম্পের কাতারে। 'টাইম' সাময়িকী তাঁকে ২০২০ সালের 'টাইম ১০০' তালিকায় জায়গা দিয়েছে। একই তালিকায় প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসেবে উঠে এসেছে ট্রাম্প ও মোদির নামও। 'টাইম' সাময়িকী প্রকাশিত বিশ্বের ১০০ প্রভাবশালী ব্যক্তির তালিকার 'আর্টিস্ট' বিভাগে স্থান পেয়েছেন বলিউড অভিনেতা আয়ুষ্মান খুরানা। অস্কারজয়ী নির্মাতা বং জুন হো, মার্কিন গায়িকা সেলেনা গোমেজ, হ্যালসে, গায়ক দ্য উইকেন্ড, পরিচালক ফোবে ওয়েলার-ব্রিজের পাশে আয়ুষ্মান একমাত্র ভারতীয় শিল্পী। 'টাইম' সাময়িকীতে তাঁকে নিয়ে দুকলম লিখেছেন অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন।

যেখানে অভিনেতারা খ্যাতি পাওয়ার পরপরই গৎবাঁধা পুরুষতান্ত্রিক সিনেমাতে আটকা পড়ে যান, সেখানে আয়ুষ্মান গতানুগতিক ধারাকে সব সময় চ্যালেঞ্জ করে গেছেন। এই অর্জন তাঁদের অনুপ্রাণিত করবে, যাঁরা এখনো স্বপ্ন দেখার সাহস করেন।

'টাইম ১০০' নামের এই তালিকা প্রতিবছর তৈরি করে থাকে মার্কিন সাময়িকী 'টাইম'। এতে স্থান পান বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করা ব্যক্তিত্বরা। এবারও 'পাইওনিয়ার','আর্টিস্ট', 'লিডার', 'টাইটান', 'আইকন' নামের বিভাগগুলোর আওতায় ১০০ ব্যক্তির নাম ঘোষণা করা হয়েছে। শিল্পী থেকে শুরু করে চিকিৎসক, রাজনীতিক সবাই এই তালিকায় স্থান পেয়েছেন।

এর আগে 'টাইম ১০০' তালিকায় নাম উঠেছিল বলিউড অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন ও প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার। আয়ুষ্মানের নামও প্রভাবশালীদের এই তালিকায় আসায় তাঁকে নিয়ে লিখেছেন দীপিকা। তিনি লিখেছেন, 'যেখানে অভিনেতারা খ্যাতি পাওয়ার পরপরই গৎবাঁধা পুরুষতান্ত্রিক সিনেমাতে আটকা পড়ে যান, সেখানে আয়ুষ্মান গতানুগতিক ধারাকে সব সময় চ্যালেঞ্জ করে গেছেন। এই অর্জন তাঁদের অনুপ্রাণিত করবে, যাঁরা এখনো স্বপ্ন দেখার সাহস করেন।'আয়ুষ্মান একাধারে বাণিজ্যিক ধারার ছবির দর্শক, আবার সমালোচকদের কাছেও সমান জনপ্রিয়। ২০১২ সালে 'ভিকি ডোনার' ছবি দিয়ে বলিউডে অভিষেক হয় এই অভিনেতার। এরপর 'দম লাগা কে হাইসা', 'বারেলি কি বরফি', 'শুভ মঙ্গল সাবধান', 'আন্ধাধুন', 'বাধাই হো', 'আর্টিকেল ফিফটিন', 'বালা'র মতো ভিন্নধর্মী ছবিতে অভিনয় করে নিজেকে অভিনেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। অর্জন করেন বড় বড় সম্মাননা। এ বছরের 'টাইম ১০০' তালিকায় আরও নাম উঠেছে গুগলের সিইও সুন্দর পিচাই, অস্কারজয়ী সংগীতশিল্পী জন লেজেন্ড, যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ সংক্রামক রোগবিশেষজ্ঞ অ্যান্থনি ফাউসি, মার্কিন রাজনীতিক কমলা হ্যারিসের নাম।

বৃহস্পতিবার শিক্ষকদের মধ্যে লেপটপ বিতরণ করেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। ছবি- নিজস্ব।

জাতীয় শিক্ষা নীতির পক্ষে সওয়াল রাজনাথের

নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.): একবিংশ শতাব্দীর পরিবর্তনশীল ভারতের চাহিদার অনুরূপ জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০কে গড়ে তোলা হয়েছে। ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে রাজধানী দিল্লি থেকে বিহারের শিক্ষকদের সঙ্গে আলাপচারিতায় এই কথাই জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং।

বৃহস্পতিবার রাজনাথ সিং জানিয়েছেন, একবিংশ শতাব্দীর পরিবর্তনশীল ভারতের চাহিদা পূরণ করবে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০। নতুন ভারতের ইচ্ছার কথা মাথায় রেখে এই নীতিকে গড়ে তোলা হয়েছে। এই শিক্ষানীতি সর্বাঙ্গিক। সকল শিক্ষকদের উচিত এই শিক্ষানীতিকে সঠিকভাবে পড়া এবং জানা। পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলে শিক্ষকরা। এর মাধ্যমে দেশের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা হয়। ভালো এবং শক্তিশালী ভারত গড়ার ক্ষেত্রে প্রত্যেক পড়ুয়া নিজেদের অবদান রেখে যাবে। সেই লক্ষ্য পূরণের জন্য এই শিক্ষানীতিকে গড়ে তোলা হয়েছে। প্রায় ৩৪ বছর পর নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। বিগত তিন দশকে সমাজের সব দিকে পরিবর্তন এসেছে। ফলে নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়ন করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। নতুন ভারতের পড়ুয়াদের পঠন-পাঠনের উন্নতিকরণের জন্য এই শিক্ষা নীতিকে গ্রহণ করা হয়েছে। পড়ুয়াদের সর্বাঙ্গিক ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন আনবে এই শিক্ষানীতি। সংস্কৃতি এবং পরম্পরার জ্ঞান পড়ুয়াদের মধ্যে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষকরা সচেষ্ট। শিক্ষকদের পাশে সর্বদা সরকার রয়েছে।

কৃষকদের আন্দোলনের জেরে ব্যাহত হচ্ছে রেল পরিষেবা

নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.): করোনা মহামারী মতন সংকটের মধ্যে কৃষকদের রেল রোকো অভিযানের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পণ্য ও অত্যাবশ্যক পণ্য সরবরাহ পরিষেবা। এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে ভারতের অর্থনৈতিক গতিবিধি বলে রেলের তরফ থেকে জানানো হয়েছে। পাশাপাশি বিশেষ ট্রেনে করে রেলের গণপরিবহন ব্যবস্থাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রাজ্যসভায় পাশ হওয়া কৃষি বিলের বিপক্ষে উত্তর ভারতের একাধিক জায়গায় কৃষক আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে। এই আন্দোলনের ফলে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ছে রেল পরিষেবা।

কৃষি বিলের বিপক্ষে পঞ্জাবের কৃষকরা তিনদিনের রেল রোকো কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। অমৃতসর এবং ফিরোজপুরে কৃষকরা রেললাইনের ওপর বসেই ধরনা প্রদর্শন করে চলেছে। এর ফলে দিল্লিগামী যাত্রীবাহী ট্রেন এবং পণ্যবাহী ট্রেনের আসা-যাওয়া ব্যাহত হচ্ছে। আন্দোলনের জেরে ফিরোজপুর রেল ডিভিশনের তরফ থেকে ২৪ থেকে ২৬ সেপ্টেম্বরের মধ্যে বিশেষ ট্রেন পরিষেবা আংশিক বা পুরোপুরি বন্ধ করে দিয়েছে। পণ্যবাহী ট্রেন এবং পার্সেল ট্রেনের সময় পরিবর্তন করা হয়েছে। এর ফলে পণ্য পরিষেবা এবং অত্যাবশ্যক পণ্য সরবরাহ ব্যাহত হবে সেই দিকে ইঙ্গিত করেছে রেল দফতর।

ডিমা হাসাওকে মুসলিম-মুক্ত জেলা করা হবে, উকাপা স্বশাসিত পরিষদের সিইএম দেবোলালের মন্তব্যে সরগরম অসম

গুয়াহাটি, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলাকে মুসলিম-ফ্রি ডিস্ট্রিক্ট করা হবে বলে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের সিইএম দেবোলাল গারলোসার বিতর্কিত মন্তব্য নিয়ে এবার রাজ্যের রাজনীতি উত্তাল হয়ে উঠেছে। গত ৯ সেপ্টেম্বর হাফলঙে বিজেপির এক সমাবেশে এই মন্তব্য করে দেবোলাল গারলোসা বলেছিলেন, ডিমা হাসাও জেলাকে কংগ্রেস মুক্ত, দুর্নীতি মুক্ত এবং মুসলমান মুক্ত করা হবে। দেবোলাল গারলোসার ওই বিতর্কিত মন্তব্যের পর এখন সমালোচনার ঝড় বইতে শুরু করেছে চারদিকে। এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করে এবার বিজেপিও বেকায়দায় পড়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রাক্তন বিধায়ক সমরজিৎ হাফলংবার সিইএম দেবোলাল গারলোসার ওই মন্ত্যবের কঠোর সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন এ ধরনের সাম্প্রদায়িক মন্তব্যে জেলার শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হতে পারে। এই বিতর্কিত মন্ত্যবের জেরে যুব সমাজের মধ্যে বিরূপ প্রভাবও পড়তে পারে বলে মনে করেন সমরজিৎ হাফলংবার। তাই এ ব্যাপারে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল এবং ডিমা হাসাওয়ের জেলা প্রশাসনকে ব্যবস্থা গ্রহণের আর্জি জানান তিনি।

শিলচরে ৫.৫ লক্ষ টাকার জাল নোট সহ ধৃত দুই

শিলচর (অসম), ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : কাছাড় জেলা সদর শিলচরে আজ বৃহস্পতিবার জাল নোট কারবারিদের বিরুদ্ধে বড় ধরনের সাফল্য পেয়েছে পুলিশ। এক অভিযানে পুলিশ সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকার জাল নোট সহ দুই যুবককে গ্রেফতার করেছে। ধৃতদের সারিমুক হক এবং ইকবাল হুসেন বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, আজ বেলা প্রায় দেড়টা নাগাদ গোপন খবরের ভিত্তিতে মিজোরামগামী শিলচরের সোনাই রোডের পেশকার জাঙ্গালে অভিযান চালায় কাছাড়ের ডিএসপি (হেড কোয়ার্টার) ভার্গব গোস্বামীর নেতৃত্বে রাঙ্গিরখাড়ি পুলিশের এক দল। অভিযানে হাতেনাতে ধরা হয় দুই যুবককে। ডিজ্ঞাসাবাদে তারা তাদের নাম ঠিকানা বলেছ। তাদের একজন শিলচরের উপকণ্ঠ মাসিমপুরের ইকবাল হুসেন এবং অন্যজন মণিপুর সীমান্তবর্তী জিরিবামের সারিমুক হক। দুজনই পেশায় কাঠ মিস্ত্রি বলে পুলিশকে জানিয়েছে তারা।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দুই যুবক ব্যাগভর্তি জাল নোট নিয়ে পেশকার জাঙ্গালে দাঁড়িয়েছিল। পুলিশের দল তখন তাদের ব্যাগে তালাশি চালিয়ে ৫০০ টাকার বহু বান্ডিল উদ্ধার করে। পরে পরীক্ষা করে টাকাগুলিকে জাল নোট বলে নিশ্চিত হয় পুলিশ। ধৃত দুজনকে রাঙ্গিরখাড়ি থানায় রেখে জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হচ্ছে বলে জানা গেছে।

শিলচর পুরসভা নির্বাচনের খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ

শিলচর (অসম), ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : শিলচর পুরসভার ১ থেকে ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের খসড়া ভোটার তালিকা প্রস্তুত করে প্রকাশ করা হয়েছে। ১৯৫৬ ইংরেজির পুর আইন বলে পুরসভাসমূহের কমিশনার নির্বাচন সম্পর্কিত বিধি জারি করেছিলেন। সে অনুযায়ী ১ জানুয়ারি ২০২০ ইংরেজির বিধানসভার ভোটার তালিকাকে ভিত্তি করে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের নির্দেশক্রমে এই তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। খসড়া তালিকা সরকারি খোলা দিনে কার্যালয় চলাকালীন সময় পরিদর্শনের জন্য রাখা হবে।

সরকারিভাবে এই তথ্য জানিয়ে তালিকা দেখার জন্য যে সকল স্থান চয়ন করা হয়েছে সেই সব স্থানের নাম জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে, খসড়া ভোটার তালিকা দেখা যাবে জেলাশাসকের কার্যালয়, আদালত কার্যালয়, সদর রাজস্ব কার্যালয়, পুরসভা এলাকাধীন থানা, সংশ্লিষ্ট পুরসভা কার্যালয়, এবং নির্দিষ্ট ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের কাছে।

এছাড়া ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির দাবি বা আপত্তি ইত্যাদির সময়সূচিও নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। নাম অন্তর্ভুক্তির দাবি ও আপত্তির শেষ তারিখ আগামী ৩ অক্টোবর বিকেল ৫.০০ টা পর্যন্ত। দাবি ও আপত্তির তালিকা প্রকাশের তারিখ আগামী ৫ অক্টোবর। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে আগামী ২০ অক্টোবর। তাছাড়া আগামী ৩ অক্টোবরের পর কোনও দাবি বা আপত্তির আবেদন গ্রাহ্য হবে না বলে জানানো হয়েছে। নাম অন্তর্ভুক্তির দাবি, আপত্তি ইত্যাদি নির্দিষ্ট ফর্মে নিয়োজিত আধিকারিকের কার্যালয়ে দাখিল করতে হবে। তদুপরি বিস্তারিত বিবরণের জন্য শিলচর পুরসভা নির্বাচনী কার্যালয়ে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী স্বনিধি প্রকল্পের আওতায় ১৫ লক্ষের বেশি আবেদন জমা

নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : প্রধানমন্ত্রী রাস্তার হকারদের আত্মনির্ভর নিধি (পিএম স্বনিধি) প্রকল্পের আওতায় ১৫ লক্ষেরও বেশি আবেদন জমা পড়েছে। এর মধ্যে সাড়ে ৫ লক্ষেরও বেশি আবেদনকারীর ঋণ মঞ্জুর হয়েছে এবং প্রায় ২ লক্ষ আবেদনকারীকে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রক করোনা-পরবর্তী সময়ে ৫০ লক্ষ রাস্তার হকারদের সাহায্যার্থে পুনরায় ব্যবসা শুরু করার সুবিধার্থে কোন রকম বন্ধকী ছাড়াই মূলধনী ঋণ প্রদানের জন্য প্রধানমন্ত্রী স্বনিধি প্রকল্প চালু করেছে।

ঋণ অনুমোদন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্য এবং ঋণদাতাদের কাজ সহজ করে তুলতে আবেদনগুলি সরাসরি ব্যাঙ্কের শাখায় জমা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর ফলে পছন্দসই ঋণদাতাকে ঋণ দেওয়ার সুযোগ থাকবে না। আবেদনকারী হকারদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি ঋণ পৌঁছে যাবে। এতে ঋণ গ্রহণকারীর সংখ্যাও যেমন বাড়বে তেমনই ঋণ বিতরণের জন্য সময় হ্রাস পাবে।

এই প্রক্রিয়ার সুবিধার্থে একটি সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে, যা চলতি বছরের ১১ই সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় প্রায় ৩ লক্ষ আবেদন জমা পরেছে ব্যাঙ্কের কাছে। এই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এবং প্রধানমন্ত্রী স্বনিধি প্রকল্পের সাহায্যে রাস্তার হকারদের ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আত্মনির্ভরতার পথ প্রশস্ত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

করোনার কারনে পিছিয়ে গেল গোয়া চলচ্চিত্র উৎসবের নির্ঘণ্ট

নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.): করোনা মহামারীর জেরে গোয়ায় অনুষ্ঠিত ৫১তম ভারতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের নির্ঘণ্ট পিছিয়ে গেল। প্রথমে ঠিক হয়েছিল যে চলতি বছরের ২০ থেকে ২৮ নভেম্বরের মধ্যে এই চলচ্চিত্র উৎসব আয়োজন করা হবে। কিন্তু তা বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। ২০২১ সালের ১৬ থেকে ২৪ জানুয়ারির মধ্যে গোয়ায় চলচ্চিত্র উৎসব আয়োজন করা হবে বলে জানা গিয়েছে।

চলচ্চিত্র উৎসবের নির্ঘণ্ট বদল নিয়ে ইতিমধ্যেই গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্তের সঙ্গে বৈঠক করেছেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রীর প্রকাশ জাভরেকর। পরে কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রীর প্রকাশ জাভরেকর জানিয়েছেন, ৫১ তম ভারতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব যা ২০ থেকে ২৮ নভেম্বরের মধ্যেই গোয়ায় হওয়ার কথা ছিল তা আগামী বছর ১৬ থেকে ২৪ জানুয়ারির মধ্যে আয়োজন করা হবে। চলচ্চিত্র উৎসব চলাকালীন করোনা বিধি কঠোরভাবে মানা হবে। এমনকি এবারের চলচ্চিত্র উৎসবে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা হবে।

৫১তম ভারতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের সূচী বদল

নয়াদিল্লী, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ৫১তম ভারতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব হওয়ার কথা ছিল

আগামী ২০শে নভেম্বর থেকে ২৮ নভেম্বর পর্যন্ত। এটি পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার পিআইবি সূত্রে জানানো হয়, এই চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হবে আগামী বছর ১৬-২৪ জানুয়ারী পর্যন্ত। গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী ডঃ প্রমোদ সাওয়ান্তের সঙ্গে আলোচনার পর একথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর।

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের রীতি-নীতি মেনে ২০২১ সালে ১৬-২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত গোয়ায় এই চলচ্চিত্র উৎসব আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে এই চলচ্চিত্র উৎসব ভার্চুয়াল এবং ফিজিক্যাল ফরম্যাটে অনুষ্ঠিত হবে। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উসব পরিসীমায় কোভিড-১৯ সম্পর্কিত যেসব নিয়ম-নীতি মেনে চলা হয়েছে তা এই চলচ্চিত্র উৎসবেও কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হবে।

তুফানগঞ্জে নদীপাড় ভেঙ্গে জল ঢুকছে গ্রামে, আতঙ্কে স্থানীয়রা

তুফানগঞ্জ, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : নদীপাড় ভেঙ্গে জল ঢুকছে চিলাখানা ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘোগারকুঠি এলাকার বরভিটা গ্রামে। আতঙ্কে গোটা গ্রাম। গ্রামের ঘটনা। স্থানীয়রা শীঘ্রই সমস্যা সমাধানের আর্জি জানিয়েছেন। সমস্যার সমাধান না হলে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

চিলাখানা ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বুকচিরে বয়ে গেছে গদাধর নদী। কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিতে এই নদীর জল বাড়ছে। জলের স্রোতে ভেঙ্গেছে নদীর তীরে থাকা মাটির বাঁধ। সমস্যাটা বাঁধের এক জায়গার নয়, বাঁধের একাধিক জায়গায় রেইনকাট দেখা দিয়েছে। চিলাখানা ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘোগারকুঠি গ্রামের বরভিটা এলাকায় বাঁধভ ভেঙ্গেছে। বাঁধ ভেঙ্গে এলাকায় জল ঢুকছে। পাশাপাশি এলাকার প্রায় ৭ বিঘা জমি নদীগর্ভে চলে গিয়েছে। গ্রামে জল ঢুকে যাওয়ায় জলমগ্ন হয়েছে বেশ কয়েকটি বাড়ি। জানা গিয়েছে, চিলাখানা ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বরভিটা এলাকা বরাবরই বঞ্চিত। এই এলাকায় বাঁধের মাটিও কাটা হয়না বলে অভিযোগ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দা ভৈরব বর্মন। তিনি বলেন, রাস্তা সংস্কার করে এলাকায় বাঁধ নির্মাণের কথা জানালেও তা হয়নি।কেন হয়নি, তা নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের কারও সঙ্গে কথাই বলা যায় না।

পরম্পরাগত খেলার ওপর গুরুত্ব শিক্ষামন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.): ফিট ইন্ডিয়া প্রকল্পের প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ভারতের পারম্পরিক এবং প্রথাগত ক্রীড়ার ওপর গুরুত্ব দিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী রমেশ পক্রিয়াল নিশাঙ্ক। তার মতে স্বদেশী খেলাধুলোকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য গ্রামীণ অলিম্পিকের আয়োজন করাটা আদর্শ পন্থা। ইতিমধ্যেই গুজরাট এবং পঞ্জাবে এই গ্রামীণ অলিম্পিক থাকায় প্রশংসা করেছেন তিনি। ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে এক বার্তায় কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, ফিট ইন্ডিয়া প্রকল্প আজ হিট ইন্ডিয়া পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে। বিশ্বব্যাপী মহামারি করোনা মোকাবিলার ক্ষেত্রে এই প্রকল্প সঞ্জীবনী মতন কাজ করে গিয়েছে।শরীর ও মনের সুস্বাস্থ্যের জন্য খেলাধুলা করা একান্ত প্রয়োজন। ফিট ইন্ডিয়াকে সাফল্যমন্ডিত করে তোলার জন্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ফিট ইন্ডিয়া ক্লাবের নির্মাণ, ফিটনেস এবং খেলার গুরুত্ব দেওয়া, মোটর বিহীন বাহনের ব্যবহার বৃদ্ধি করা ক্যাম্পাসে ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আজকের এই উত্তেজনার পরিস্থিতির মধ্যে প্রতিটা ব্যক্তির সজীব এবং সুস্বাস্থ্য থাকাটা একান্ত প্রয়োজন। ভালো মন ভালো সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম।

উকাপাস্বশা পরিষদের সিইএম দেবোলালের বিরুদ্ধে রুজু মামলা ও চার্জশিটের সবিশেষ তথ্য দিতে বলেছে গুয়াহাটি উচ্চ আদালত

গুয়াহাটি, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : বিপদ পিছু ছাড়ছে না উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের সিইএম দেবোলাল গারলোসার। প্রাক্তন বিধায়ক সমরজিৎ হাফলংবারের এক জনস্বার্থ মামলার শুনানি গ্রহণ করে গুয়াহাটি উচ্চ আদালত রাজ্য সরকারকে আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে সিইএম দেবোলাল গারলোসার বিরুদ্ধে রুজু মামলা ও চার্জশিটের সবিশেষ তথ্য আদালতে জমা দেওয়ার নির্দেশ জারি করেছে। দেশের সর্বোচ্চ আদালতের পাঁচ বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের একটি রায় আগেই দেওয়া হয়েছে।

সর্বোচ্চ আদালতের প্রদত্ত রায়ে বলা হয়েছে, হত্যা ও কোনও চার্জশিটে বিদ্যমান কোনও অপরাধী ক্যাবিনেট রেঙ্ক বা কোনও সাংবিধানিক পদে থাকতে পারবেন না। অথচ দেবোলাল গারলোসা হত্যা ও মানি লন্ড্রিং মামলার অপরাধী। তাঁর বিরুদ্ধে চার্জশিটে নাম থাকার পরও কীভাবে তিনি সাংবিধানিক পদে রয়েছেন এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রাক্তন বিধায়ক সমরজিৎ হাফলংবার গুয়াহাটি উচ্চ আদালতে এক জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছিলেন।

বুধবার এরই শুনানি গ্রহণ করে আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে রাজ্যের গৃহ বিভাগকে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের সিইএম দেবোলাল গারলোসার বিরুদ্ধে চলমান সব মামলার চার্জশিট সহ সবিশেষ তথ্য আদালতে জমা দেওয়ার জন্য বুধবার গুয়াহাটি উচ্চ আদালত এক নির্দেশ জারি করেছে। গুয়াহাটি উচ্চ আদালতের আইনজীবী এস বৈরাগী এ প্রসঙ্গে জানান, দেবোলাল গারলোসার বিরুদ্ধে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের তৎকালীন সিইএম তথা কংগ্রেস নেতা পূর্ণেন্দু লাংথাসা, ইএম নিন্দু লাংথাসা, অসম পুলিশের কনস্টেবল হাবিবুর রহমান এবং উমরাংসোতে অবস্থিত নিপকো-র এক হত্যা মামলা সহ ইডি-র একটি মামলার চার্জশিট রয়েছে। তাই গুয়াহাটি উচ্চ আদালত এই পাঁচটি মামলার সবিশেষ তথ্য আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে রাজ্যের গৃহ বিভাগকে আদালতে জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে বলে জানান আইনজীবী এস বৈরাগী।

শারীরিক কসরত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে, দাবি জগত প্রকাশের

নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.): যোগাভ্যাস, ব্যায়াম, খেলাধুলা শরীরকে চনমনে রাখার পাশাপাশি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে বলে জানিয়েছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগত প্রকাশ নাড্ডা। বৃহস্পতিবার ফিট ইন্ডিয়া প্রকল্পে প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে জগত প্রকাশন নিজের টুইট বার্তায় লিখেছেন, ফিট ইন্ডিয়ার প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ফিটনেস কি ডোস আধাঘন্টা রোজের মন্ত্র দিয়েছেন। এই মন্ত্র আমাদের প্রত্যেককে জীবনভর সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে সহায়তা করবে। ভারত যতটা ফিট থাকবে ততটাই সে হিট হবে। যোগাভ্যাস, ব্যায়াম এবং খেলাধুলা শরীরকে চনমনে রাখার পাশাপাশি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বৃদ্ধি করে থাকে। আসুন ফিটনেসকে জীবনের অঙ্গ হিসেবে গড়ে তুলুন।

উল্লেখ করা যেতে পারে, ফিট ইন্ডিয়ার প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে দেশবাসীকে প্রত্যেকদিন ৩০ মিনিট করে ব্যাডমিন্টন, কবাডি বা অন্য শারীরিক শারীরিক কসরত করার পরামর্শ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

রেল প্রতিমন্ত্রী সুরেশ সি অঙ্গদির প্রয়াণে মন্ত্রিসভার শোক জ্ঞাপন

নয়াদিল্লী, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : কেন্দ্রীয় রেল প্রতিমন্ত্রী সুরেশ সি অঙ্গদির প্রয়াণে শোক জ্ঞাপন করেছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। তাঁর স্মরণে মন্ত্রিসভায় ২ মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।মন্ত্রিসভা আজ যে প্রস্তাবটি পাশ করেছে তা এরূপ : "২৩শে সেপ্টেম্বর (বুধবার) নতুন দিল্লীতে কেন্দ্রীয় রেল প্রতিমন্ত্রী সুরেশ সি অঙ্গদির প্রয়াণে মন্ত্রিসভা গভীর শোকপ্রকাশ করেছে। তাঁর প্রয়াণে দেশ একজন বিশিষ্ট নেতা, শিক্ষাবীদ, বিশিষ্ট সংসদ সদস্য এবং দক্ষ প্রশাসককে হারিয়েছে। ১৯৫৫ সালের পয়লা জুন কর্ণাটকের বেলাগাভি জেলার কে কে কোপ্পা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন শ্রী অঙ্গদি। বেলাগাভির এসএসএস সমিতি কলেজ থেকে স্নাতক পাশ করার পর বেলাগাভির রাজা লাকামগৌদা ল কলেজ থেকে আইন বিষয়ে ডিগ্রি লাভ করেন।বিজেপি-র সদস্য হিসেবে তিনি ১৯৬৬ সালে বেলাগাভি জেলার দলের সহ-সভাপতি হন। ২০০১ সালে তিনি বেলাগাভি জেলা ইউনিটের সভাপতি হিসেবে মনোনিত হন। তিনি ২০০৪ সালে বেলাগাভি লোকসভা কেন্দ্রে দলের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার আগে পর্যন্ত এই পদেই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। চতুর্দশ লোকসভা নির্বাচনে তিনি বড় ব্যবধানে জয়লাভ করেন। বেলাগাভি লোকসভা কেন্দ্র থেকে তিনি পরপর তিন বার ২০০৯, ২০১৪ এবং ২০১৯এ নির্বাচিত হন।তিনি খাদ্য, ক্রেতা বিষয়ক এবং গণবন্টন সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং প্রতিরক্ষার পাশাপাশি অর্থ মন্ত্রকেরও পরামর্শক কমিটির সদস্য ছিলেন। সাসংদ সদস্যদের জন্য পেনশন, ভাতা, বেতন সম্পর্কিত যুগ্ম কমিটির সদস্যও ছিলেন তিনি। কেন্দ্রীয় প্রত্যক্ষ কর, হাউস কমিটি এবং কমিটি অন পিটিশন সম্পর্কিত উপদেষ্টা কমিটির দায়িত্বভারও সামলেছেন। ২০১৯ সালের মে মাসে তিনি রেল প্রতিমন্ত্রী হন।তিনি দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের জন্য শিক্ষা, কৃষি, শিল্প ক্ষেত্রে অগ্রগতিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং একাধিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে যুক্ত ছিলেন। তিনি ২০০৯ সাল থেকে বেলগাঁওয়ের সুরেশ অঙ্গদি এডুকেশন ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যানও ছিলেন। তিনি বই পড়তে এবং ঘুরতে ভালোবাসতেন। মন্ত্রিসভা সরকার ও সমগ্র দেশবাসীর পক্ষ থেকে শোক-সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছে।"

ভারত ও শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রীর ভাচ্যুয়াল দ্বিপাক্ষিক শিখর সম্মেলন

নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দা রাজাপক্ষে শনিবার এক ভাচ্যুয়াল দ্বিপাক্ষিক শিখর সম্মেলনে মুখোমুখি হবেন।

এই ভাচ্যুয়াল দ্বিপাক্ষিক শীর্ষ সম্মেলন দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীকেই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সুবিস্তৃত কাঠামোগুলির নিবিড় পর্যালোচনার সুযোগ করে দেবে। সেইসঙ্গে, দুই দেশের মধ্যে কালোত্তীর্ণ বন্ধুত্বের সম্পর্কের

ছয়ের পাতায়

সুস্বাস্থ্যের জন্য দিনের আধা ঘণ্টা ব্যয় করুন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.): সুস্বাস্থ্য এবং সজীবতা থাকার পরামর্শ দেশবাসীকে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ফিট ইন্ডিয়া প্রকল্পের প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, " ফিটনেস কি ডোস, আধাঘন্টা রোজ " এই মন্ত্রকের জীবনের লক্ষ্য নিয়ে চললে মানুষ সুস্বাস্থ্য হওয়ার পাশাপাশি ফিট (সজীব) থাকতে পারবে। এই উপলক্ষে বিরাট কোহলি, মডেল ও অভিনেতা মিলিন্দ সোমান, খাদ্য বিশেষজ্ঞ রুজুতা দিবেকর, মুকুল কানিতকর সহ একাধিক ব্যক্তিত্বের সজীব থাকার রহস্য নিয়ে অবগত হন প্রধানমন্ত্রী।

এদিন প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট করে দেন যে ফিট ইন্ডিয়া প্রকল্পের লক্ষ্য হচ্ছে ভারতের জনগণকে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এবং সজীবতা প্রদান করা। এই প্রকল্পের মাধ্যমে দেশবাসীর মধ্যে সুস্বাস্থ্য নিয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। যোগাভ্যাস, আসন, ব্যায়াম হেলদি লাইফ স্টাইল প্রত্যেকটা মানুষের জীবনযাপনের অঙ্গ হয়ে উঠেছে। মানুষ কিছুটা পরিশ্রম করলেই সুস্বাস্থ্য এবং সজীবতার অধিকারী হতে পারে। প্রত্যেকদিন কমপক্ষে আধা ঘন্টা যেকোন রকমের খেলা যেরকম ব্যাডমিন্টন, কবাডি, ক্যারাটে খেলে নিজেকে সুস্থ রাখা যায়। বিশ্বসংসারের শ্রম, সফলতা, সমৃদ্ধি সবকিছু নির্ভর করে আরোগ্য লাভের মধ্যে দিয়ে। ব্যায়াম নিয়মিত করলে সুস্বাস্থ্য থাকার আত্মবিশ্বাস মনের মধ্যে গড়ে ওঠে। জীবনের বিভিন্নস্তরের সফলতা অর্জন করা সহজ হয়ে যায়। এই কথাগুলি ঠিক একইভাবে পরিবার এবং সমাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ফিট ইন্ডিয়া প্রকল্পকে সাফল্যমন্ডিত করে তুলতে একে অন্যের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসা উচিত।

বৃহস্পতিবার আগরতলায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ক্রীড়ামন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব। ছবি- নিজস্ব।

ভারতীয় মৎস্যজীবীদের লক্ষ্য করে গুলি পাকিস্তানের, চূড়ান্ত সর্তকতা গুজরাট উপকূলে

আহমেদাবাদ, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.): পূর্ব লাদাখের সীমান্তে চিনা আগ্রাসনের পর থেকেই পাকিস্তান সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে নিজেদের সামরিক গতিবিধি বাড়িয়ে দিয়েছে। ভারতীয় ভূখণ্ডে জঙ্গি অনুপ্রবেশ ঘটানোর জন্য ক্রমাগত জম্মু ও কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণরেখায় সংঘর্ষ বিরতি লংঘন করে গিয়েছে।এবার নজিরবিহীনভাবে গুজরাট উপকূলে আন্তর্জাতিক সীমান্ত গুলি চালালও পাকিস্তান।

জানা গিয়েছে, গুজরাটের পোরবন্দর থেকে চার জন মৎসজীবি নৌকা নিয়ে মাছ ধরতে বেরিয়েছিল সমুদ্রে। আন্তর্জাতিক জলসীমায় কাছে তারা মাছ ধরছিল সেই সময় পাকিস্তানের থেকে তাদেরকে লক্ষ্য করে নির্বিচারে গুলি চালানো হয়। পাকিস্তানের ছোড়া গুলিতে এক মৎস্যজীবী গুরুতর জখম হন। আহত মৎসজীবীকে চিহ্নিত করা গিয়েছে তার নাম টাংডেল ধীরুভাই বাংভাবিয়া। তার হাতে গুলি লেগেছে।পরে কোন মতে বাকি তিন মৎস্যজীবীর নৌকা নিয়ে পোরবন্দর ফিরে এসেছে। তাদের চোখে — মুখে আতঙ্কের ছাপ। তাদের দাবি যে তারা ভারতীয় জলসীমায় মধ্যে থেকেই মাছ ধরছিল।ঠিক সেই সময় পাকিস্তানের উপকূলবর্তী বাহিনী তাদের ওপর হামলা চালায়। মোট চার রাউন্ড গুলি ছোড়ে পাকিস্তান।গুজরাটের মৎস্যজীবীদের সংগঠনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে বুধবার গভীর রাতে মাছ ধরতে গিয়ে পাকিস্তানি হানার শিকার হন এই সকল মৎস্যজীবীরা।এই হামলার পর উপকূলবর্তী সীমান্তে নজরদারি জোরদার করা হয়েছে।

ক্যাডার ডেভেলপমেন্ট ফান্ড তৈরি করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়" : কটাক্ষ দিলীপের

কলকাতা, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি স): হাতে আর মাত্র অল্প কয়েকটা দিন তারপরেই দুর্গা পুজো। কিন্তু চলতি বছর করোনা আবহে উদ্যোক্তাদের পকেট ধরেছে টান। আর তাই বৃহস্পতিবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে পুজো কমিটিগুলির সঙ্গে বৈঠকে সব রেজিস্টার্ড পুজো কমিটিগুলিকে এবার ৫০ হাজার টাকা করে অনুদানের ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণার পরেই "ক্যাডার ডেভেলপমেন্ট ফান্ড তৈরি করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়" বলে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

এই প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, "এই টাকা কারা পাবে তাও একটা ব্যাপার। যেমন সবুজ সাথীর ক্ষেত্রে হয়েছে। এও এক বড় দুর্নীতি হতে চলেছে। কোথা থেকে এই টাকা আসবে? রাজ্যের উন্নয়নের টাকাই খয়রাতি করা হচ্ছে। তৃণমূলের পেটোয়া ক্লাবগুলোই টাকা পাবে। মানে ক্যাডার ডেভেলপমেন্ট ফান্ড তৈরি করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়"।

প্রসঙ্গত, এদিন পুজো কমিটিগুলির সঙ্গে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী একাধিক ঘোষণা করেন। তিনি জানান, সব রেজিস্টার্ড পুজো কমিটিগুলিকে এবার ৫০ হাজার টাকা করে অনুদান দেবে রাজ্য সরকার। পাশাপাশি, রেজিস্টার্ড পুজোগুলির জন্য বেশকিছু করও মকুব করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে পুরকর, দমকলের ফি-ও। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "এবার আর্থিক পরিস্থিতি ভাল না। তাই পুজো কমিটিগুলি বিজ্ঞাপন পাওয়া নিয়ে চিন্তায় রয়েছে। স্পনসরও পাচ্ছে না। তাই রাজ্য সরকার সাধ্যমতো তাঁদের পাশে দাঁড়াচ্ছে"।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

উদ্বেগজনক করোনা পরিস্থিতি, পশ্চিমবঙ্গে একদিনে আক্রান্ত ৩১৯৬ জন

কলকাতা, ২৪সেপ্টেম্বর (হি. স.): রাজ্যে ক্রমশই উদ্বেগজনক হচ্ছে করোনা পরিস্থিতি। আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ার পাশাপাশি বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যাও। মঙ্গলবারের এর পর বৃহস্পতিবার ফের একবার রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল ৬২ জনের। গতকাল এই সংখ্যাটা ছিল ৬১। এদিকে গত ২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত হয়েছেন ৩১৯৬ জন। গত এক দিনে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৩০১৪জন। এদিন সুস্থতার হার ৮৭.৪৬ শতাংশ। তাই রাজ্যে সক্রিয় চিকিৎসাধীন, করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ২৫,২২১জন। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২লাখ ৩৭হাজার ৮৬৯জন। রাজ্যে মোট করোনা মুক্ত হয়েছেন ২লাখ ৮হাজার ৪২ জন। রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মোট মৃত্যু হয়েছে ৪৬০৬জনের। বৃহস্পতিবার রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন অনুযায়ী জানানো হয়েছে এমনটাই।

এদিকে গত ২৪ ঘন্টায় কলকাতা ৬০৭ টি নতুন কেস পাওয়া যাওয়ায় শহরে মোট কেস বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫২হাজার ৪৫৬টি। গত ২৪ ঘন্টায় ৪২২ জন সুস্থ হয়ে উঠছেন। তাই এখন সুস্থ হওয়ার সংখ্যা মোট ৪৬,১৭৩জন। এদিকে করোনা আক্রান্ত হয়ে কলকাতায় গত ২৪ ঘন্টায় ১৪জনের মৃত্যু হয়েছে। তাই এখনও পর্যন্ত কলকাতায় মোট ১৬৩৩জন মারা গেছে করোনা আক্রান্ত হয়ে। বর্তমানে কলকাতায় করোনা আক্রান্ত সক্রিয় চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৪৬৫০জন। এদিকে রাজ্যে সংক্রমনের নিরিখে কলকাতার পরেই রয়েছে উত্তর চব্বিশ পরগনা। ওই জেলায় একদিনে আক্রান্ত হয়েছেন ৬৩২জন। সুস্থ হয়ে উঠছেন ৫২০জন।

এদিনের বুলেটিনে আরও জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে ৪৩ হাজার ৪৩২টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ২৯লাখ ৬৭হাজার ৯৩৯টি। এখন রাজ্যে ৭৮টি ল্যাবরেটরীতে নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে।

গাজোলে ফুটবল খেলার সময় বজ্রাঘাতে মৃত্যু হল কিশোরের, আহত আরও দুই

গাজোল, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : মালদার গাজোলের বাবুপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার পাকুরডাঙা গ্রামে ফুটবল খেলার সময় বজ্রাঘাতে মৃত্যু হল কিশোরের। ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও দুই কিশোর। মৃত কিশোরের নাম সোমেন হেমরম(১৪)। সোমেন হেমরম সালাইডাঙা হাই স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে। বর্তমানে আহত দুই কিশোর গাজোল গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মৃত সোমেনের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য শুক্রবার মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসাপাতলে পাঠানো হবে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন বেশকিছু কিশোর মাঠে ফুটবল খেলছিল। সেই সময় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়।এমত অবস্থায় হঠাৎ বজ্রাঘাতে মাঠের মধ্যে লুটিয়ে পরে তিনজন। তাদের মধ্যে একজন মারা যায়। মৃত সোমেন হেমরমের মা সাবিনা টুডু জানান, সকাল থেকেই বৃষ্টি পড়ছিল। তিনি দুপুরবেলা জল আনতে গিয়েছিলেন। এমন সময় তিনি বজ্রপাতের বিকট আওয়াজ শুনতে পান। এরপর বাড়ি ফেরার পরে তিনি ছেলের খোঁজ শুরু করেন। জানতে পারেন ওরা মাঠে ফুটবল খেলছে। তখন তিনি খেলার মাঠে গিয়ে দেখতে পান সোমেন সহ আরও দুইজন মাঠে পড়ে রয়েছে। তড়িঘড়ি সকলকে উদ্ধার করে প্রথমে বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। তারপর সেখান থেকে নিয়ে আসা হয় গাজোল গ্রামীণ হাসপাতালে। ডাক্তারবাবুরা পরীক্ষা করে সোমেনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

ময়নাগুড়িতে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৬২৫

ময়নাগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়িতে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল ৬২৫ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৯ জনের শরীরে করোনা আক্রান্তের হদিস মিলেছে। আক্রান্তরা কোন এলাকার বাসিন্দা তা এখনও জানা যায়নি।ময়নাগুড়িতে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। ব্লক স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, আক্রান্তদের হোম আইসোলেশনে রাখার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। এদিকে হাট বাজারে যেভাবে ভিড় বাড়ছে তাতে উদ্বিগ্ন সাধারণ মানুষ। ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে সকলকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আবেদন জানানো হয়েছে। ময়নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সজল বিশ্বাস বলেন, 'আমরা স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য সকলকে সচেতন করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছি।'

কিউবার উপর নিষেধাজ্ঞা ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স) : নতুন করে কিউবার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জানিয়েছেন, কমিউনিস্ট নির্যাতনের বিরুদ্ধে তাঁদের অব্যাহত লড়াইয়ের অংশ হিসেবে তিনি ঘোষণা করছেন , অর্থ মন্ত্রণালয় মার্কিন ভ্রমণকারীদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করবে যেন তারা কিউবায় কোনো সরকারি স্থাপনায় অবস্থা না করেন।প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কিউবার উপরে এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন যে কারণে তা হচ্ছে দেশটি থেকে যাতে মার্কিন নাগরিকরা সিগারেট এবং মদ আমদানি করতে না পারে।

৮২.৬৪ শতাংশ

আটের পাতার পর

বৃহস্পতিবার সকালে তেলেঙ্গানা সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে বুলেটিনে জানানো হয়েছে, তেলেঙ্গানায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ২,১৭৫ জন এবং মৃত্যু হয়েছে আরও ৮ জনের। রাজ্যজুড়ে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ১,৪৮,১৩৯ জন রোগী। বুধবার রাত আটটা পর্যন্ত সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৩০,০৩৭ জন। স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে বুলেটিনে জানানো হয়েছে, ২৩ সেপ্টেম্বর সারা দিনে ৫৫,৩১৮টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

শিখর সম্মেলন

পাচের পাতার পর

প্রেক্ষিতে এই শিখর সম্মেলন সে দেশে সংসদীয় নির্বাচনের পর হতে চলায় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠতে চলেছে।

শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রীর এক ট্যুইটের জবাবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, যৌথভাবে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিবিড় পর্যালোচনার ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত আশাবাদী। মোদী আরও বলেন, "কোভিড-পরবর্তী সময়ে আমাদের সহযোগিতাকে আরও সম্প্রসারিত করতে আমাদের নতুন পন্থা খুঁজে বের করতে হবে।'

কৈলাশ বিজয়বর্গীয়

তিনের পাতার পর

জীর সঙ্গে সমাঝোতা করেছিল। নকশালবাদীরা মমতা ব্যানার্জীকে সহযোগিতা করেছিল। পরে কিষেনজীর কি হয়েছিল, সকলে জানে।' তিনি আরও বলেন,' রাজ্যে ঘোষিত একজন মাওবাদীকে জামিনে মুক্তি করিয়েছে। যার বিরুদ্ধে বহু হত্যার অভিযোগ তাকে নিজের পার্টির বড় রাজ্যস্তরে আসন দিয়েছে। সে পুলিশের সুরক্ষায় জঙ্গলমহল আতঙ্ক সৃষ্টি করছে।

অভিযোগ

● **প্রথম পাতার পর**

চিনময় আচার্যের পরিবারের অভিযোগ করা আইএলএস কর্তৃপক্ষ তাদের সঙ্গে প্রতারণা করেছে। মৃত্যুর ২৪ ঘন্টা পর বিষয়টি পরিবারের লোকজনদেরকে জানানো হয় বলে পরিবারের তরফ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে।

মৃত্যুর পর মৃতদেহ হাসপাতালে আটকে রেখে পরিবারের কাছ থেকে অধিক অর্থ আদায়ের কৌশল নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। যথাসময়ে মৃত্যুর সংবাদ পরিবারের লোকজনদের কেনা জানানো এবং মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে না দেওয়ার ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মৃত চিনময় আচার্যের পরিবারের লোকজন ও আত্মীয়-পরিজন রা। উল্লেখ্য আইএলএস হাসপাতালের বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে এ ধরনের অভিযোগ মিলেছে।পরপর এ ধরনের অভিযোগ করতে থাকায় আইএলএস হাসপাতালে প্রতি মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস" ক্রমশ হারাতে বসেছে।

মৃত্যু

● **প্রথম পাতার পর**

আসা হয়।তার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় গোমতী জেলা হাসপাতাল থেকে তাকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। জিবি হাসপাতাল এ নিয়ে আসার পথেই তার মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে। এ ব্যাপারে রাধাকৃষ্ণপুর থানার পুলিশ একটি মামলা গ্রহণ করেছে। পুলিশ গাড়ি এবং বাইক আটক করেছে,। দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে সঞ্জয় দেববর্মার পরিবারের লোকজন রা মোহনপুর থেকে জিবি হাসপাতালে ছুটে আসেন।পরিবারের তরফে জানানো হয় সঞ্জয় দেববর্মা উদয়পুর বাইক নিয়ে গিয়েছিল বলে তাদের কাছে খবর ছিল না।

ঘোষণা

● **প্রথম পাতার পর**

হবে।

পীযুষবাবু জানান, ২ অক্টোবর মহাত্মা গান্ধী এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর জন্মদিনে কংগ্রেস 'কিশান মজদুর বাঁচাও' দিবস হিসেবে প্রত্যেক বিধানসভা অঞ্চলে, জেলাস্তরে ধরনা এবং প্রতিবাদে শামিল হবে। কংগ্রেসের সর্বস্তরের নেতা ও কর্মীরা ওই প্রতিবাদে শামিল হবেন। সাথে তিনি যোগ করেন, ১০ অক্টোবর কংগ্রেসের রাজ্যভিত্তিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

কেন্দ্র

● **প্রথম পাতার পর**

সংস্কারমূলক ক্ষেত্রের অন্তত তিনটি রূপায়ণের উদ্যোগবাবদ দেওয়া হবে। কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যে রাজ্যগুলিকে অতিরিক্ত ঋণ গ্রহণের সীমার মধ্যে প্রথম কিস্তি বাবদ ০.৫০ শতাংশ গত জুন মাসেই খোলা বাজার থেকে সংগ্রহের অনুমতি দিয়েছে। এর ফলে রাজ্যগুলির কাছে সংস্কারমূলক লক্ষ্যপূরণে অতিরিক্ত ১ লক্ষ ৬৮৩০ কোটি টাকার সংস্থান হবে।

বদগামে জঙ্গি হামলায় শহিদ সিআরপিএফ জওয়ান, রাইফেল ছিনতাই

শ্রীনগর, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের বদগাম জেলায় সন্ত্রাসী হামলায় প্রাণ হারালেন সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ)-এর একজন জওয়ান। হামলা চালানোর পাশাপাশি ওই সিআরপিএফ জওয়ানের সার্ভিস রাইফেল ফিনিয়ে পালিয়ে গিয়েছে সন্ত্রাসীরা। সেন্ট্রাল কাশ্মীরের বদগাম জেলার চাদুরার কেইসারমুল্লা এলাকার ঘটনা। সিআরপিএফ মুখপাত্র পঙ্কজ সিং জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার বদগাম জেলার চাদুরার কেইসারমুল্লা এলাকায় জঙ্গি হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন জওয়ান এন বাদোলয়। তাঁর মহারাষ্ট্রের নাগপুরে। ওই জওয়ানের রাইফেলের খোঁজ পাওয়া যায়নি।

জম্মু ও কাশ্মীর এবং সিআরপিএফ-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে বদগাম জেলার চাদুরার কেইসারমুল্লা এলাকায় সিআরপিএফ জওয়ানদের লক্ষ্য চালায় জঙ্গিরা। জঙ্গিদের গুলিতে জখম হন সিআরপিএফ জওয়ান এন বাদোলয়। পালিয়ে যাওয়ার আগে ওই জওয়ানের সার্ভিস রাইফেল ছিনিয়ে চম্পট দেয় সন্ত্রাসীরা। ওই জওয়ানকে ৯২ বেস হাসপাতালে ভর্তি করা হলে, চিকিৎসা চলাকালীন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন তিনি। গোটা এলাকা ঘিরে চিরুনি তল্লাশি চালানো হলেও সন্ত্রাসীদের খোঁজ পাওয়া যায়নি।

ভিওয়ান্ডিতে বহুতল ভেঙে মৃত বেড়ে ৪১

থানে (মহারাষ্ট্র), ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ধ্বংসস্তূপের নীচ থেকে উদ্ধার হল আরও একটি দেহ। মহারাষ্ট্রের থানে জেলার ভিওয়ান্ডি শহরে তিন-তলা বহুতল ভেঙে পড়ার ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪১। গত সোমবার (২১ সেপ্টেম্বর) ভোররাতে ভিওয়ান্ডি শহরের প্যাটেল কম্পাউন্ড এলাকায় অবস্থিত একটি তিন-তলা বহুতল ভেঙে পড়ে। সোমবার ভোররাত থেকে বুধবার রাত পর্যন্ত বহুতলের নীচ থেকে ৪০ জনের দেহ উদ্ধার করা হয়েছিল, বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত উদ্ধার করা হয় আরও একটি দেহ।

বৃহস্পতিবার সকালে থানে পৌর নিগমের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভিওয়ান্ডিতে বহুতল ভেঙে পড়ার ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৪১ জনের। উদ্ধার হয়েছে আরও একটি দেহ। ধ্বংসস্তূপের নীচে আরও কেউ আটকে নেই, তাই বৃহস্পতিবার বেলা ১১.৪৫ মিনিট নাগাদ উদ্ধারকাজ শেষ হয়েছে। গত সোমবার ভোররাতে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে তিন-তলা ওই বহুতলটি। ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে প্রাণ হারালেন ৪১ জন।

এমএসএস পুরস্কার বিজয়ীদের মধ্যে মেয়েদের উপস্থিতি বেশি নিয়ে উচ্ছ্বসিত রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.): বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ বর্ষ ২০১৮-১৯ জন্য এনএসএস (ন্যাশনাল সার্ভিস স্কিম) এর ১৪ জন মেয়ে সহ মোট ৪২ জন স্বেচ্ছাসেবককে রাষ্ট্রীয় সেবা যোজনা পুরস্কারে সম্মানিত করেছেন। পুরস্কার প্রাপকদের মধ্যে ৩৩ শতাংশ বেশি মহিলাদের উপস্থিতি নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি।নিজের উচ্ছ্বাস না চেপে রাষ্ট্রপতি জানিয়েছেন, আমাদের মেয়েরাও যে রাষ্ট্র সেবায় অমূল্য যোগদান করতে পারে তা প্রমাণ করে দিয়েছে এরা। করোনা মহামারীর কারণে গোটা অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে অংশগ্রহণ করেন রামনাথ কোবিন্দ। পুরস্কার প্রদানের মূল অনুষ্ঠানটি হয় দিল্লির বিজ্ঞানভবনে। সেখানে পুরস্কার প্রাপকদের উদ্দেশ্য করে রাষ্ট্রপতি জানিয়েছেন, পুরস্কার প্রাপকদের তালিকা যেসব মেয়েরা রয়েছে তারা নিজেদের নিষ্ঠা, সেবা ভাবনা এবং সাহসের পরিচয় দিয়েছে।সাবিত্রীবাই ফুলে, কস্তুরবা গান্ধী, মাদার টেরেজার সেবা ভাবনার মহান অনুপ্রেরণার পরম্পরা বহন করে চলেছে এই সকল মেয়েরা। সেবা ভাবনা এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ এই সকল পুরস্কার প্রাপকদের সঙ্গে আলাপচারিতা করে নিজেকে ধন্য মনে করেছেন রাষ্ট্রপতি। এনএসএসের মূল আদর্শ যে জনসেবা ভাবনা এবং তা যে মহাত্মা গান্ধীর অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত সেদিকে আলোকপাত করে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ জানিয়েছেন, মানব সেবার পাশাপাশি মহাত্মা গান্ধী পশুপাখি প্রকৃতির প্রতি সেবা এবং করুণাকে গুরুত্ব দিয়েছেন এবং নিজের সম্পূর্ণ জীবন সেবা কার্যে জন্য নিয়োজিত করে গিয়েছেন।মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন ঈশ্বরের পরিচয় সেবা ভাবনায়।সেটা মেনেই সেবাধর্মকে বহন করে চলেছি।

পূর্ব ভারতে প্রতিস্থাপিত লিভারের কনিষ্ঠতম জীবিত গ্রহীতা অ্যাপোলোতে অপারেশন হওয়ার এক বছর পূর্ণ করল

অ্যাপোলো চালু করল পূর্ব ভারতের প্রথম লিভার প্রতিস্থাপনের একক ইন-হাউস প্রোগ্রাম

কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২৫: দু বছরের রিজওয়ান আলি তার বয়সী যে কোন বাচ্চার মতই অবিরাম দৌড়ে বেড়ায় তার বারাসতের বাড়িতে। কিন্তু তাকে হেসে খেলে বেড়াতে দেখে তার মা অবাক হয়ে যান, কারণ ঠিক এক বছর আগে রিজওয়ানের লিভার প্রতিস্থাপন হয়েছিল অ্যাপোলো গ্লেনইগলস হাসপাতালে। লিভার দান করেছিলেন তিনি নিজেই।

আজ বারো মাস পরে, পূর্ব ভারতে প্রতিস্থাপিত লিভারের কনিষ্ঠতম জীবিত গ্রহীতা এই ছোট্ট ছেলেটা দারুণ চনমনে হয়ে উঠেছে। বৃহস্পতিবার অ্যাপোলোতে একটা অনুষ্ঠানে ও-ই ছিল সকলের নয়নের মণি, কিন্তু ওকে এক দণ্ড বসিয়ে রাখা যাচ্ছিল না। রিজওয়ানের মা ওর চেয়েও তাড়াতাড়ি সেরে উঠেছেন এবং অনেকদিন হল আবার ঘর গেরস্থালির কাজকর্মে হাত দিয়েছেন।

ঐ দিনই অ্যাপোলো গ্লেনইগলস পূর্ব ভারতের কোন হাসপাতালের প্রথম একক লিভার প্রতিস্থাপন ইউনিট চালু করল। ট্রান্সপ্ল্যান্ট সার্জন ডাঃ রামদীপ রায়ের নেতৃত্বাধীন এই দলে থাকছেন বিপুল অভিজ্ঞতাসম্পন্ন দুই ডাক্তার ডাঃ সুমিত গুলাটি আর ডাঃ সুপ্রিয় ঘটক।

রিজওয়ানের একটা জন্মগত সমস্যা ছিল, যার নাম এক্সট্রা হেপাটিক বাইলিয়ারি অ্যাট্রেসিয়া। এই সমস্যা থাকলে লিভারে তৈরি হওয়া পিত্ত অন্ত্রে পৌঁছায় না, কারণ পিত্তনালী অনুপস্থিত। এর ফলে ক্রমশ লিভারের অপূরণীয় ক্ষতি হতে থাকে, তারপর ইনফ্যান্টাইল সিরোসিস অফ লিভার হয়। রিজওয়ানকে বাঁচানোর একমাত্র উপায় ছিল লিভার প্রতিস্থাপন।

এ কথা জানার পর রিজওয়ানের মা রিনা বিবি (তখন বয়স ২৭) চোখের পলকে সিদ্ধান্ত নেন ছেলেকে নতুন জীবন দিতে নিজের লিভার দান করবেন। রিনা গৃহবধূ, আর তাঁর স্বামী সবজি বিক্রেতা। রিজওয়ানের এক দিদিও আছে।

"অপারেশনের আগে আমার ছেলের পেচ্ছাপ ছিল গাঢ় হলুদ আর পায়খানা সাদা। সারাক্ষণ কাঁদত আর একদম ঘুমোতে পারত না। আমরা যখন জানলাম ওর অসুখটা কী, তখন ভেবেছিলাম ওকে আর রাখতে পারব না। ভাগ্যিস অপারেশনটা করাব ঠিক করেছিলাম, এখন তো আমার ছেলে পুরোপুরি সেরে উঠেছে," রিনা বিবি, ২৮, বললেন।

পেডিয়াট্রিক গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজিস্ট ডাঃ শুভময় দাসের মতে: "বাবা-মায়েদের বাইলিয়ারি অ্যাট্রেসিয়ার লক্ষণগুলো চিনতে পারা খুব জরুরী। এর মধ্যে গাঢ় হলুদ পেচ্ছাপ আর ফ্যাকাশে পায়খানাও পড়ে। যত তাড়াতাড়ি অসুখটা ধরা পড়ে, ফলাফল তত ভাল হয়। এই বাচ্চাটাকে যখন আমাদের কাছে নিয়ে আসা হয়েছিল তখন ওর মরো মরো অবস্থা। তাহলেও আমি ছেলেটার মায়ের প্রশংসা করি, কারণ উনি একেবারে সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গ দাতা হতে রাজি হয়েছিলেন।"

অসুখটা ধরতে পারা বেশ শক্ত কারণ লক্ষণগুলো ফুটে ওঠে বাচ্চাদের যখন কয়েক মাস বয়স সেই সময়। ঐ বয়সে বাচ্চারা নিজেদের অসুবিধা বোঝাতে পারে না, ফলে অনেক বাবা-মাই বাচ্চার কান্নার কারণ যে কোন ব্যথা, সেটা বুঝে উঠতে পারেন না।

প্রতিস্থাপনের পর রিজওয়ানের ফুসফুসে একটা ভাইরাল ইনফেকশন হয়েছিল এবং তার অবস্থার বেশ অবনতি হয়েছিল। কিন্তু অ্যাপোলো গ্লেনইগলসের এক মাল্টি ডিসিপ্লিনারি ডাক্তারদের টিম তাকে সারিয়ে তোলে।

ডাঃ মহেশ কুমার গোয়েঙ্কা, ডিরেক্টর, ইন্সটিটিউট অফ গ্যাস্ট্রোসাইন্সেজ অ্যান্ড লিভার, অ্যাপোলো গ্লেনইগলস হসপিটালস, কলকাতা, বলেন "বিভিন্ন বয়সের বহু মানুষ নানা অসুখের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছেন। তাঁদের কাছে লিভার প্রতিস্থাপন হল শেষ আশা। যদিও অ্যাপোলো গ্লেনইগলসে আমরা বহু বছর ধরেই লিভার প্রতিস্থাপন করছি, এই মুহূর্তে দরকার একটিম সার্জন যাঁরা একককভাবে লিভার প্রতিস্থাপনই করবেন। আমি গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে এখন আমাদের একটা অসামান্য প্রতিভাবান টিম রয়েছে, যার নেতৃত্বে আছেন ডাঃ রামদীপ রায়। ডাঃ সুমিত গুলাটি আর ডাঃ সুপ্রিয় ঘটক তাঁর সাথে দারুণ সঙ্গত করেন। আমরা ভাগ্যবান যে এঁদের সঙ্গে আছেন অত্যন্ত প্রতিভাবান জি আই লিভার প্রতিস্থাপন ইনটেসিভিস্ট ডাঃ ইন্দ্রজিৎ তিওয়ারি।"

এই উপলক্ষে শ্রী রাণা দাশগুপ্ত, সি ই ও (ইস্টার্ন রিজিয়ন), অ্যাপোলো হসপিটালস গ্রুপ, বলেন: "আমরা সবসময়েই আমাদের রোগীদের সেরা পরিষেবা দিতে সাধ্যাতীত চেষ্টা করি। আর ডাক্তারদের পারদর্শিতা সেই চেষ্টা সফল করার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ডাঃ মহেশ গোয়েঙ্কা আর তাঁর ক্রিটিকাল কেয়ার টিম বহুদিন ধরে অসাধারণ কাজ করে চলেছেন। ডাঃ রামদীপ রায়ের অধীন অ্যাপোলো গ্লেনইগলসের প্রথম ইন-হাউস একক লিভার প্রতিস্থাপন টিম (পূর্ব ভারতের যে কোন হাসপাতালেরই প্রথম) আমাদের মুকুটে আরেকটা পালক যোগ করল। আমি নিশ্চিত এই টিম আগামীদিনে আমাদের অনেক সম্মান এনে দেবে।"

শ্রী দাশগুপ্ত আরো বলেন "রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর এই রাজ্যে অঙ্গ দান আন্দোলনকে জোরদার করতে অক্লান্ত পরিশ্রম করছে।"

অ্যাপোলো গ্লেনইগলস হসপিটালসের লিভার প্রতিস্থাপন এবং হেপাটো-প্যানক্রিয়েটিকো-বাইলিয়ারি (এইচ পি বি) সার্জারি বিভাগের প্রধান ডাঃ রামদীপ রায় বলেন অ্যাপোলো গ্লেনইগলস হসপিটালসের ইনস্টিটিউট ইফ গ্যাস্ট্রো সাইন্সেজ অ্যান্ড লিভারের অধীনে একটা নতুন টিম তৈরি করতে পেরে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত। "দিল্লী-গুরগাঁও অঞ্চলে একটা লিভার প্রতিস্থাপন টিমকে নেতৃত্ব দেওয়ার পর আমার নিজের শহর কলকাতায় ফিরে এসে আরেকটা লিভার প্রতিস্থাপন প্রোগ্রাম তৈরি করতে পেরেছি ভেবে ভাল লাগছে।"

স্থানীয়দের

● **প্রথম পাতার পর**

ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। ঘটনাস্থলে এসে স্থানীয় জনগণকে আশ্বস্ত করেন, ওই এলাকায় রিয়াং শরণার্থীদের পুনর্বাসন ইতিমধ্যে হচ্ছে না। রাজ্য সরকারের নির্দেশে শরণার্থীদের পুনর্বাসনের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে ফরেস্ট ল্যান্ড আছে কিনা তা চিহ্নিত করার জন্যই এই সার্ভে। অতিরিক্ত মহকুমা আধিকারিক স্থানীয় জনগণকে আরো বললেন যে, উনাদের দাবি-দাওয়া গুলি লিখিতভাবে জেলা শাসকের কাছে একটি ডেপুটেশন আকারে প্রদান করার জন্য। উনার আশ্বাসে আশ্বস্ত হয়ে স্থানীয় প্রতিবাদকারীরা উনাদের প্রতিবাদ আজকের মত প্রত্যাহার করেন। তবে স্থানীয়দের বক্তব্য, লক্ষী নগর, চাঁদপুর মৌজার অন্তর্গত চুরাইবারি ফরেস্ট বিটের আওতাধীন কাটোয়া ছড়া ও মইজুরাম পাড়ায় মিজোরাম ভ্রু শরণার্থীদের কোনভাবে পুনর্বাসন উনারা মেনে নেবেন না।

প্রয়োজনে ৮ নং আসাম আগরতলা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে অমরণ প্রতিবাদ করবেন। উনাদের দাবি যুগ যুগ থেকে ওই এলাকার ফরেস্ট ল্যান্ডে জুম চাষ করে উনারা জীবিকা নির্বাহ করে আসছেন। জুম চাষই তাদের একমাত্র সম্বল। তাছাড়া স্থানীয় জনগণ দখলকৃত সরকারি ফরেস্ট ল্যান্ডে নিজের নামে পাট্টা পেয়েছেন। অনেকে আবার পাট্টা পাওয়ার আবেদনও জমা করেছেন। সোর্স মারফত স্থানীয়রা জানতে পেরেছেন উত্তর জেলার ৭ টি জায়গাতে ব্রো শরণার্থীদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে। তারমধ্যে কাটোয়া ছড়া ও মইজুইরাম পাড়ায় ১ হাজার ব্রো শরণার্থীদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে। আর তারই প্রতিবাদে স্থানীয়রা আজ প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে। এখন দেখার বিষয় উত্তর জেলার জেলাশাসক কাটোয়া ছড়া ও মইজুরাম পাড়ায় মিজোরাম ব্রো শরণার্থীদের পুনর্বাসন নিয়ে কি ভূমিকা পালন করেন।

করোনায়

● **প্রথম পাতার পর**

বিধায়ক। আপামর জনসাধারণের নিকট ওনার সুস্থতার জন্য আশীর্বাদ কামনা করেন বীরেন্দ্র বাবু।

ক্রীড়াঙ্গন

সবসময় মেসিকে পাস না দেওয়া শিখতে হবে

যেখানেই বল পাও, লিওনেল মেসিকে খুঁজে নাও। সব সমস্যার সমাধান যেন মেসি। এই অতি নির্ভরশীলতা অনেকবারই ভুগিয়েছে আর্জেন্টিনাকে। লেয়ান্দ্রো পারদেসের উপলব্ধি, সব সময় মেসিকে পাস না দেওয়া শিখতে হবে তাদের। বুঝতে হবে কখন তাকে বল দিতে হবে আর কখন বিকল্প বেছে নিতে হবে।

মেসি বেশিরভাগ সময়ই থাকেন কড়া মার্কিংয়ে। তাকে অরক্ষিত পাওয়া প্রায় অসম্ভব। যত কড়া পাহারাতেই তিনি থাকুন, জাতীয় দলে সব সময়ই তাকে পাস দেওয়ার প্রবণতা রয়েছে। প্যারিস থেকে এক ভার্চুয়াল আলাপচারিতায় পারেদেস জানান, সবসময় যে পাস দেওয়ার জন্য মেসি সেরা পছন্দ নয়, তা বুঝতে পারছেন তারা।

"বল পাস দেওয়ার জন্য লিও সবসময় প্রথম ও সেরা পছন্দ নয়, এটা বুঝতে পারা এবং সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেয়া ছিল আমাদের জন্য মূল ব্যাপার। তাকে বল দিতে হবে তখন, যখন তিনি এর সুবিধা নিতে পারবেন। এটা এমন কিছু যা আমরা করতাম না। এরপর থেকে আমরা অনেক উন্নতি করেছি।"

অনেকেই মনে করেন মাঠে মেসিকে বুঝতে পারা ও তার সঙ্গে খেলা কঠিন। তবে এমনটি মনে করেন না রাশিয়া বিশ্বকাপের পর কোচ লিওনেল স্কালোনির দলের অংশ পারেদেস।

গত বিশ্বকাপের পর থেকে অনেক পরিবর্তন এসেছে আর্জেন্টিনা দলে। লিওনেল স্কালোনি দায়িত্ব নেওয়ার পর সুযোগ দিয়েছেন অনেক তরুণ খেলোয়াড়কে। তারা শিখে নিচ্ছেন কীভাবে মেসির পাশে খেলতে হয়। পিএসজি মিডফিল্ডার পারেদেস জানালেন, মেসির সঙ্গে খেলার অভিজ্ঞতার কথা।

"তার সঙ্গে খেলা কীভাবে সহজ নয়? তিনি অসাধারণ। যখন তার কাছে বল থাকে, দুই, তিন অথবা চারজন তাকে ঘিরে ধরে। তখন ভাববেন, 'এবার সতর্ক হতে হবে, কারণ তিনি বল হারাতে পারেন।' আপনি পিছু হটবেন এবং হঠাৎ করেই দেখবেন সেই চারজনের মধ্য থেকে বেরিয়ে বল নিয়ে তিনি খেলে যাচ্ছেন। এটা অসাধারণ।"

ইংল্যান্ডে 'নিরাপদ' অনুভব করছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ

সফরের আগে মনে ছিল উদ্বেগ, শঙ্কা। ইংল্যান্ডে পৌঁছানোর পর সে সব অনেকটাই কেটে গেছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক জেসন হোল্ডার জানালেন, ম্যানচেস্টারে নিরাপদ অনুভব করছেন তারা। কোভিড-১৯ পরীক্ষায় সবাই নেগেটিভ আসার পর গত সোমবার দেশ ছাড়া ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল পরদিন পৌঁছায় ইংল্যান্ডে। ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে 'জীবাণুমুক্ত পরিবেশে' থেকে তিন সপ্তাহ অনুশীলন শেষে যাবে সাউথ্যাম্পটনে। সেখানে আগামী ৮ জুলাই শুরু হবে প্রথম টেস্ট। ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে ১৬ ও ২৪ জুলাই শুরু হবে তিন ম্যাচ সিরিজের বাকি দুই টেস্ট।সব ম্যাচই হবে দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে। এই প্রথম কোনো আন্তর্জাতিক ম্যাচ হতে যাচ্ছে জীবাণুমুক্ত পরিবেশে। অস্বাভাবিক পরিস্থিতি হলেও চাপে নেই দল, বিবিসিকে জানালেন হোল্ডার।"অনেক মানুষ ক্রিকেটের জন্য হাহাকার করছিল। এটা এমন নয় যে, আমরা গিনিপিগ হতে চেয়েছি। এই গ্রীষ্মে যুক্তরাজ্য সফরে আসা সবসময় আমাদের পরিকল্পনায় ছিল। যখন সফরের সম্ভাবনা নিয়ে আমরা কথা বলেছিলাম, সবাই স্বচ্ছন্দ ছিল। আর এখন আমরা এখানে।" প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সর্বোচ্চ সুরক্ষার ব্যবস্থা করেছে ইসিবি। যথেষ্ট পরিমাণে হ্যান্ড স্যানিটাইজার, গ্লাভস, থার্মোমিটার জরুরি জিনিসগুলো সফরকারীদের জন্য প্রচুর পরিমাণে রেখেছে। ইসিবির তৎপরতায় সন্তুষ্টির কথা জানান ক্যারিবিয়ান অধিনায়ক।"এই ব্যাপারগুলো দুঃশ্চিন্তা থেকে মুক্তি এবং স্বস্তি দেয়। যদি আমরা এই সব জিনিস না পেতাম তাহলে আসলেই আমরা নিরাপদ কি-না, সেই প্রশ্ন জাগত। এখন পর্যন্ত ইসিবি যা করেছে, এর জন্য তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার ভাষা নেই।"

আবারও ফেদেরারের হাঁটুতে অস্ত্রোপচার

রজার ফেদেরারের ডান হাঁটুতে আবারও অস্ত্রোপচার করানো হয়েছে। ফলে ২০২০ মৌসুমে আর কোর্টে নামার সম্ভাবনা নেই রেকর্ড গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ী তারকার।

গত ফেব্রুয়ারিতে একই জায়গায় অস্ত্রোপচার হয়েছিল ২০টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ী ফেদেরারের। পুনর্বাসন চলার মধ্যে আবারও সেখানে সমস্যা অনুভব করেন তিনি।

গত মার্চ থেকে বন্ধ রয়েছে পেশাদার টেনিস। কবে আবার শুরু হবে, তাও অনিশ্চিত। তবে ৩৮ বছর বয়সী ফেদেরারের যে এ বছরে ফেরা হচ্ছে না তা তিনি বুধবার এক টুইটে নিশ্চিত করেছেন।

গত জানুয়ারিতে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের সেমি-ফাইনালে নোভাক জোকোভিচের কাছে হারের পর আর খেলেননি ফেদেরার।

২০১৬ সালেও হাঁটুর চোটে লম্বা সময় বাইরে ছিলেন এই সুইস তারকা। ফিরে পরের বছর জেতেন অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ও উইম্বলডন।

কোহলির মতো ভালো হতে চান বাবর

দুর্দান্ত ফর্ম আর নজরকাড়া ব্যাটিংয়ের জন্য বিরাট কোহলির সঙ্গে ইদানিং তুলনা করা হয় বাবর আজমকে। পাকিস্তানের ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি অধিনায়কের অবশ্য এমন তুলনা পছন্দ নয়। তার চোখে ভারত অধিনায়ক অনেক এগিয়ে। কোহলিকেই অনুসরণ করে হতে চান তার মতো ভালো। দুই টপ অর্ডার ব্যাটসম্যানই রান করেন অনায়াসে। দুই জনেরই কাভার ড্রাইভ দৃষ্টিনন্দন। একমাত্র ক্রিকেটার হিসেবে তিন সংস্করণেই ৫০-এর উপরে গড় কোহলির। বাবরের টেস্টে গড় ৪৫-এর উপরে, ৫০-এর উপরে গড় ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টিতে।

তাদের দুজনকে অনেকে একই পাল্লায় রাখলেও নিজেকে কোহলির চেয়ে অনেক পেছনে রাখেন বাবর। ভারতীয় ধারাভাষ্যকার হার্ষা ভোগলের সঙ্গে ক্রিকবাজে এক অনলাইন আলাপচারিতায় কোহলির প্রতি মুগ্ধতা প্রকাশ করেন পাকিস্তানি ব্যাটসম্যান।

"তিনি (কোহলি) অন্যতম সেরা ক্রিকেটার। আমি এখনও তার পেছনে। আমি তার মতো ভালো হওয়ার এবং দেশের জন্য ম্যাচ জেতার চেষ্টা করব। এশিয়ার ব্যাটসম্যানদের ব্যাটিং কৌশল ও শট খেলার ধরণ একই রকম। আমার মনে হয়, আমাদের দুজনের কিছু শট একই রকম।"

২৫ বছর বয়সী তারকা নিজেকে কারও সঙ্গে তুলনা করতে চান না। তবে অনুসরণ করেন শীর্ষ ব্যাটসম্যানদের, দেখেন কিভাবে তারা কন্ডিশনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেন, কিভাবে কঠিন সময়গুলো মোকাবেলা করেন।

"গ্রেটদের সঙ্গে আমি নিজের তুলনা করি না। আমি যখন খেলি, তখন কাউকে কোনো কিছু দেখানোর অথবা কোনোকিছু প্রমাণ করার চেষ্টা করি না। আমার কাছে বিষয়টা হলো, নিজের পারফরম্যান্সে আমি সন্তুষ্ট কি-না।"

তবে নিজের পারফরম্যান্সে বাবর খুশি হন কমই। উন্নতির জায়গাগুলোই তাকে করে আরও ক্ষুধার্ত।

"যতক্ষণ পাকিস্তানকে ম্যাচ জিততে সাহায্য করতে পারি, ততক্ষণ আমি খুশি। খুব কমই আমি নিজের পারফরম্যান্সে খুশি হই, কারণ সবসময় আমি উন্নতির জায়গা দেখি।"

করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে ক্রিকেটের বাইরে আছেন বাবরও। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী অগাস্টে মাঠে ফিরতে পারেন তিনি। অগাস্ট-সেপ্টেম্বরে ইংল্যান্ড সফরে তিনটি করে টেস্ট ও টি-টোয়েন্টি খেলবে পাকিস্তান।

প্রতিপক্ষ কোচ আক্রান্ত, ম্যাচ বাতিল ইউনাইটেডের

স্টোক সিটির কোচ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত জেনে শেষ মুহূর্তে তাদের বিপক্ষে প্রস্তুতিমূলক ম্যাচ বাতিল করেছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড।

ইউনাইটেডের ট্রেনিং গ্রাউন্ডে মঙ্গলবারের ম্যাচের জন্য চলছিল স্টোকের অনুশীলন। এই সময় আসে তাদের কোচ মাইকেল ও'নিলের কোভিড-১৯ পরীক্ষার ফল পজিটিভের খবর। আগের পাঁচ রাউন্ডের পরীক্ষায় প্রতিবার নেগেটিভ ছিলেন এই আইরিশ কোচ, এক বিবৃতিতে জানায় স্টোক।করোনাভাইরাসের প্রভাবে গত মধ্য-মার্চ থেকে বন্ধ থাকা প্রিমিয়ার লিগ মাঠে ফিরছে আগামী বুধবার। ম্যানইউ ফিরবে এর দুই দিন পর, প্রতিপক্ষ টটেনহ্যাম হটস্পার।২৯ ম্যাচে ১২ জয় ও ৯ ড্রয়ে ৪৫ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার পাঁচে ইউনাইটেড। তাদের চেয়ে তিন পয়েন্টে এগিয়ে চারে চেলসি। ৮২ পয়েন্ট নিয়ে প্রায় ধরাছোঁয়ার বাইরে লিভারপুল। ৫৭ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে ম্যানচেস্টার সিটি। তিনে থাকা লেস্টারের পয়েন্ট ৫৩।

ভেস্তে যাওয়া লিগ ওয়ানে থাকল না অবনমন

অনাহূত পরিস্থিতিতে থমকে যাওয়া লিগ মৌসুম বাতিলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অলিম্পিক লিওঁ, আমিয়াঁ ও তুলুজের করা আপিল খারিজ করে দিয়েছে ফ্রান্সের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক আদালত।তবে আমিয়াঁ ও তুলুজের অবনমনের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল লিগ কর্তৃপক্ষ, তা বাতিল করে দেওয়া হয়েছে।

করোনাভাইরাসের প্রকোপে আগামী সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ফ্রান্সে সব ধরনের ক্রীড়া ইভেন্ট নিষিদ্ধ হওয়ায় গত ২৮ এপ্রিল লিগ ওয়ানের চলতি মৌসুম বাতিল ঘোষণা করা হয়। এর দুই দিন পর চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা হয় পিএসজিকে।

তোমাদের ক্ষমা চাওয়া উচিত সানরাইজার্স হায়দরাবাদের প্রাক্তন সতীর্থদের উদ্দেশ্যে বার্তা ড্যারেন স্যামি

নয়াদিল্লি, ৯ জুন (হি.স.): আইপিএলে বর্ণবিদ্বষের শিকার হওয়ার অভিযোগ থেকে সরে আসছেন না ড্যারেন স্যামি। সানরাইজার্স সতীর্থদের উদ্দেশ্যে স্যামি বলেন, 'তোমাদের ক্ষমা চাওয়া উচিত'। মঙ্গলবার স্যা ইনস্টাগ্রামে একটি ভিটিও পোস্ট করে এই বার্তা দেন তিনি।

এর আগে আইপিএল-এ সানরাইজার্স হায়দরাবাদে খেলা ড্যারেন স্যামি। ওই দলের প্রাক্তন সতীর্থদের বিরুদ্ধে বর্ণবিদ্বষের তিনি।

তাঁর অভিযোগ সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হয়ে আইপিএল খেলার সময় তাঁকে ও শ্রীলঙ্কান তারকা থিসারা পেরেরাকে কালু বলে ডাকতেন সতীর্থরা, যার মানে তখন না বুঝলেও এখন জানতে পেরেছেন। কালুর মানে কালো মানুষ, এটা জানতে পেরে ভীষণ রাগ হচ্ছে তাঁর।যদিও ইরফান পাঠান, বেনুগোপাল রাও, পার্থিব প্যাটেল, পারভেজ রসুলের মতো ভারতীয় ক্রিকেটাররা অস্বীকার করেন এমন কোনও ঘটনার কথা তাঁদের মনে পড়ছে বলে। তবে মঙ্গলবার স্যামি ইনস্টাগ্রামে একটি আবেগপ্রবণ ভিটিও পোস্ট করেন।

যেখানে তিনি নাম না করে সানরাইজার্সের সেই সব সতীর্থদের বার্তা দিয়েছেন, যাঁরা তাঁকে কালু নামে ডাকতেন। স্যামি স্পষ্ট জানান যে, তিনি রেগে আছেন বটে, তবে সবাইকে তিনি নিজের ভাইয়ের মতো দেখেন। তাই তাঁরা যেন তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে ক্ষমা চেয়ে নেন।

Nor:7788-89/F.16 (37)/Trg. /QM/KTDS PTA/2020
Dated.22/9/2020
NOTICE INVITING TENDER NO. 04/2020-21.
Sealed Tenders are hereby invited by the undersigned on behalf of the Governor of Tripura from resourceful suppliers for supplying the Study Materials for conducting Skill Training Programme to SC youths to make the candidates eligible for recruit in CAPF, Army and other organizations in the financial year 2020-2021. The last date of dropping the tender is on 03/10/2020 up to 4.00 PM. The detailed tender notice along with list of articles as well as terms and conditions may be obtained at free of cost from the office of the undersigned and also can be seen on the office notice ;Jo6rd of the undersigned on any working day during office hours.
ICA/C-1678/2020-21
(Dilip Ray) Principal KTDS Police Training Academy Tripura: Narsingarh.

পণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের
২০১ তম জন্ম দিবসে
শ্রদ্ধাঞ্জলি
২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২০ ■ শনিবার ■ সকাল ৭:৩০ টায়
ড্রপগেইট, আগরতলা
তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার
সরকারী বিধিনিষেধ মেনে এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে প্রতীকি অনুষ্ঠান অয়োজন করা হবে
ICA/D-548/2020-21

Bamboo and Cane Development Institue, Agartala
Quotation
Sealed quotations are require for supplying of Steel Bottle of 400,500, 600 & 700 ml capacity for skill development program. For deatils, please contact at BCDI, Lichubagan/ Email : bcdiacc@gmail.com or 9436582273.
Last date is 30th September, 2020, 3PM.

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (SNIQ)
Sealed Quotations are invited for Supply of "FREE DIET SERVICE" The Quotation form will be available from the Office of the undersigned up to 30th September. 2020 (11:00 am to 4:00 pm).
ICA/C-1674/2020-21
S/d-
Medical Superintendent IGM Hospital, Agartala

SHORT NOTICE INVITING TENDER NO:-
SDO(E)/IE-II/2020-21/04 DATED 21.09.2020
Name of Work(s):- 1. Providing Electrical Installation in the staff room of Juvenile Justice board at the building of Civil Judge (Jr. Divn), Agartala, Tripura (W).
DNIT NO:-SDO(E) /IE-II/ 2020-21 /04
Last date for receipt of application for tender form: - 01.10.2020
Last date for issue of tender form: - 03.10.2020
Last date and time for receipt of tender document: - 05.10.2020 upto 3:00 pm.
Cost of tender form: - Rs 500.00 for each work.
Details of this short NIT can be seen at Internal Electrification Sub-Division No-II, Agartala and Internal Electrification Division, Agartala.
S.D. O. (E) I. E.
ICA/C-1669/2020-21
Sub-Division No.-II Agartala, West Tripura.

সন্ধ্যান চাই
Ref. Santirbazar P.S. GDE No.24 Dated 14/09/2020
পাশের ছবিটি শ্রী শঙ্কর চক্রবর্তী যার আনুমানিক বয়স ২৮ বৎসর, পিতা- রতন চক্রবর্তী, সাং- নারাইফাং, থানা- শান্তিরবাজার, জেলা দক্ষিণ ত্রিপুরা, উচ্চতা - ৬ ফুট, গায়ের রং - ফর্সা। গত ২৮-০৮-২০২০ইং বাড়ি হইতে বাহির হইয়া যায়, সে আর বাড়িতে ফিরে আসে নাই। উক্ত নিখোঁজ ব্যক্তিকে এখন পর্যন্ত কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় নাই।
উপরে উল্লেখিত ব্যক্তির সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও কোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হইল।
১) এসপি(ডিআইবি) কন্ট্রোল দক্ষিণ ত্রিপুরা, বিলোনীয়া
ফোন নম্বর ঃ ০৩৮২৩-২২২০৫২ / ৬২৮০০৭০৭৯
২) শান্তিবাজার থানা ঃ ৯৪৩৬৭৭৩৬০৭

পুলিশ সুপার
দক্ষিণ ত্রিপুরা।
ICA/D-547/2020-21

জম্মু-কাশ্মীরের বদগামে জঙ্গি হামলা, জখম সিআরপিএফ জওয়ান

শ্রীনগর, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের বদগাম জেলায় সন্ত্রাসী হামলায় জখম হলেন সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ)-এর একজন জওয়ান। হামলা চালানোর পাশাপাশি ওই জখম সিআরপিএফ জওয়ানের রাইফেল ফিনিয়ে পালিয়ে যায় সন্ত্রাসীরা। সেন্ট্রাল কাশ্মীরের বদগাম জেলার চাদুরার কেইসারমুল্লা এলাকার ঘটনা। জখম অবস্থায় ওই সিআরপিএফ জওয়ানকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীর এবং সিআরপিএফ-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে বদগাম জেলার চাদুরার কেইসারমুল্লা এলাকায় সিআরপিএফ জওয়ানদের লক্ষ্য চালায় জঙ্গিরা। জঙ্গিদের গুলিতে জখম হয়েছেন একজন সিআরপিএফ জওয়ান। পালিয়ে যাওয়ার আগে ওই জওয়ানের সার্ভিস রাইফেল ছিনিয়ে চম্পট দেয় সন্ত্রাসীরা। গোটা এলাকা ঘিরে চিরুনি তল্লাশি চালানো হলেও সন্ত্রাসীদের খোঁজ পাওয়া যায়নি।

অবন্তীপপোরা-এনকাউন্টারে নিকেশ একজন জঙ্গি, উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র

শ্রীনগর, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের জঙ্গি-নিকেশ অভিযানে ফের সাফল্য। দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার অবন্তীপোরার মাচোমা ত্রাল এলাকায় সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে নিকেশ হয়েছে একজন জঙ্গি। নিহত সন্ত্রাসবাদীর নাম ও পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে, উদ্ধার হয়েছে একটি আগ্নেয়াস্ত্র। কাশ্মীর জোন পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গোপন সূত্রে খবর পাওয়া যায় মাচোমা ত্রাল এলাকায় লুকিয়ে রয়েছে বেশ কয়েকজন সন্ত্রাসবাদী। জঙ্গি গতিবিধির খবর পাওয়া মাত্রই বৃহস্পতিবার ওই এলাকায় অভিযান চালায় জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর ৪২ রাষ্ট্রীয় রাইফেলস।

সুরক্ষা বাহিনীর অভিযান চলাকালীন জঙ্গিরা লুকিয়ে গুলি চালাতে থাকে। জওয়ানরা তৎক্ষণাৎ পাল্টা জবাব ফিরিয়ে দেন। কাশ্মীর জোন পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ত্রাল এনকাউন্টারে নিকেশ হয়েছে একজন জঙ্গি। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, এখনও গুলির লড়াই চলছে।

৪.৩ তীব্রতার ভূকম্পন পাকিস্তানে, কাঁপল আফগানিস্তানও

ইসলামাবাদ ও কাবুল, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল পাকিস্তান এবং আফগানিস্তান। বৃহস্পতিবার সকালে পাকিস্তানে ৪.৩ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয়। এদিন সকালেই আফগানিস্তানে ৪.২ তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয়। বৃহস্পতিবার সকাল ৫.৪৬ মিনিট নাগাদ ৪.৩ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদ থেকে ৪০ কিলোমিটার পশ্চিমে। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের ৮৫ কিলোমিটার গভীরে।

এদিন সকালেই ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে আফগানিস্তানের হিন্দুকুশ পর্বতমালা। আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল থেকে ২৩৭ কিলোমিটার উত্তর-উত্তর পশ্চিমে ৪.২ তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয়। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের ২১৩ কিলোমিটার গভীরে।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আগরতলায় যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে মশাল মিছিল সংগঠিত হয়। ছবি-নিজস্ব।

বড়দোয়ালী বিপণিবিতানে দুঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর।। রাজধানী আগরতলা শহর এলাকার বড়দোয়ালী বিপণিবিতানে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে।চোরের দল বিপণিবিতানের শুভঙ্কর চৌধুরীর দোকানে সাঁটার কেটে ঢুকে কম্পিউটারসহ ৩ লক্ষাধিক টাকার সামগ্রী চুরি করে নিয়ে গেছে। বৃহস্পতিবার সকালে দোকানের মালিক শুভঙ্কর চৌধুরী খবর পেয়ে ছুটে আসেন।এসে তিনি লক্ষ্য করেন সাঁটার কেটে ভেতরে ঢুকে দোকান থেকে কম্পিউটারসহ প্রচুর পরিমাণ জিনিসপত্র হাতিয়ে নিয়ে গেছে চোরের দল। এ ব্যাপারে অরুন্ধতী নগর থানার পুলিশকে জানানো হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। ঘটনার তদন্ত করেছে পুলিশ।তবে চুরি যাওয়া জিনিসপত্র উদ্ধার কিংবা চোরদের পাকড়াও করতে সক্ষম হয়নি পুলিশ।গতকাল রাতে বিপণিবিতানে চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে অন্যান্য ব্যবসায়ীদের মধ্যে তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। উল্লেখ্য ইতিপূর্বে লকডাউন চলাকালে বিপণিবিতানে বেশ কয়েকবার চুরির ঘটনা ঘটেছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই পুলিশ ঘটনার তদন্ত করেছে। কিন্তু কোনো ক্ষেত্রে সাফল্য পায়নি পুলিশ।

পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ব্যবসায়ী এবং স্থানীয় জনমনে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।লকডাউন এবং কারফিউ চলাকালে কিভাবে এই ধরনের চুরির ঘটনা ঘটে চলেছে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ব্যবসায়ীসহ স্থানীয় বাসিন্দারা।পরপর এসব চুরির ঘটনায় এলাকার জনগণ এবং ব্যবসায়ীরা রাত্রিকালীন নিরাপত্তা নিয়ে চরম অনিশ্চয়তায় পড়েছেন।এলাকায় রাত্রিকালীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য ব্যবসায়ী এবং স্থানীয় জনগণের তরফ থেকে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে।

পূর্ব দিল্লিতে মেগা মলে অগ্নিকাণ্ড ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা

নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে ফের অগ্নিকাণ্ড। এবার আগুন লাগল পূর্ব দিল্লির কারকারদুমা এলাকায় অবস্থিত একটি মেগা মলে। বৃহস্পতিবার সকাল ৭.৫০ মিনিট নাগাদ কারকারদুমা এলাকায় অবস্থিত আদিত্য শপিং মলের দোতলায় ওষুধের দোকান ও গোডাউনে আগুন লাগে। আগুন লাগার কিছুক্ষনের মধ্যেই দোতলা থেকে গলগল করে ধোঁয়া বেরোতে থাকে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের আটটি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই। তবে, প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে।

পুলিশ ও দমকল সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার সকাল ৭.৫০ মিনিট নাগাদ কারকারদুমা এলাকায় অবস্থিত আদিত্য শপিং মলের দোতলায় অবস্থিত ওষুধের দোকান ও গোডাউনে আগুন লাগে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়ার পরই আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের আটটি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীদের তৎপরতায় সকাল ৮.৫০ মিনিটের মধ্যেই আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। দিল্লি দমকলের ডিরেক্টর অতুল গর্গ জানিয়েছেন, ওই ওষুধের দোকানটি বাইরে থেকে বন্ধ ছিল। ভিতরে কেউ ছিলেন না। দমকল কর্মীরা জানিয়েছেন, ওই ওষুধের দোকানের ভিতরে প্রচুর প্যাকিং এবং রাসায়নিক সামগ্রী ছিল। তাই ব্যাপক পরিমানে ধোঁয়া হয়। ওষুধের দোকানের শাটার ভেঙে ভিতরে ঢুকে আগুন নেভানো হয়।

তেলেঙ্গানায় করোনায় মৃত্যু বেড়ে ১,০৭০, সুস্থতা ৮২.৬৪ শতাংশ

হায়দরাবাদ, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): তেলেঙ্গানায় করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা একলাফে ফের অনেকটাই বাড়ল। তেলেঙ্গানায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ২,১৭৬ জন এবং মৃত্যু হয়েছে আরও ৮ জনের। ফলে তেলেঙ্গানায় কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে হল, যথাক্রমে-১,৭৯,২৪৬ লক্ষের বেশি এবং ১, ০৭০। স্বস্তি দিয়ে তেলেঙ্গানায় বাড়ছে সুস্থতার সংখ্যা, তেলেঙ্গানায় এই মুহূর্তে সুস্থতার সংখ্যা ৮২.৬৪ শতাংশ। ছয়ের পাতায় দেখুন

অনলাইনে শপিং করে প্রতারণার শিকার যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর।। অনলাইনে শপিং করে প্রতারণার শিকার হল মোহনপুরের সৌরভ ঘোষ নামে এক যুবক।জানা গেছে এক্সপ্রেসবেস নামে একটি অনলাইন সংস্থা থেকে তিনটি শার্ট ক্রয় করার জন্য অর্ডার করেছিল সৌরভ ঘোষ। কিন্তু কথামতো শার্ট দেয়নি অনলাইন সংস্থাটি।এ ব্যাপারে বক্তা আদালতে মামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন সৌরভ ঘোষ নামে প্রতারিত ওই যুবক। এ ধরনের প্রতারণার ঘটনা প্রায়ই ঘটে চলেছে।অনলাইনে ক্রয় বিক্রয় যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে ঠিক তেমনি প্রতারণামূলক কাজকর্ম দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। ইতিপূর্বে অনলাইনে শপিং করে বহু মানুষ প্রতারণার শিকার হয়েছেন।কোন কোন ক্ষেত্রে ভোক্তা সংরক্ষণ আদালতে মামলা করে প্রতিকার পাওয়া গেলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এসব বিষয়ে কোন প্রতিকার পাওয়া যাচ্ছে না। স্বাভাবিক কারণেই অনলাইন সংস্থাগুলির প্রতি মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস" ক্রমশ কমছে।

মৃদু ভূমিকম্প লাদাখে, গুলমার্গের অদূরে ৩.৭ তীব্রতার কম্পন

শ্রীনগর, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ফের ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখ। বৃহস্পতিবার সকালে মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে লাদাখ-সহ জম্মু ও কাশ্মীরের বিভিন্ন প্রান্তেউ জম্মু ও কাশ্মীরের গুলমার্গ থেকে ২৮১ কিলোমিটার উত্তরে ভূকম্পন অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৩.৭। ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত কম থাকায় ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল ৮.১৯ মিনিট নাগাদ ৩.৭ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় লাদাখেউ ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের মাত্র ১০ কিলোমিটার গভীরে, গুলমার্গ থেকে মাত্র ২৮১ কিলোমিটার উত্তরে ভূকম্পন টের পাওয়া যায়। মৃদু ভূমিকম্পে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয় মানুষজন।

সুরাটে ওএনজিসি প্ল্যান্টে বিস্ফোরণ-আগুন হতাহতের খবর নেই

সুরাট, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): গুজরাটের সুরাট জেলায় অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস কর্পোরেশন (ওএনজিসি)-এর প্ল্যান্টে একাধিক বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ড। বৃহস্পতিবার ভোররাত তিনটে নাগাদ সুরাট জেলার হাজিরায় ওএনজিসি প্ল্যান্টে পর পর তিন-বার বিস্ফোরণ হয়, বিস্ফোরণের পরই প্ল্যান্টে দাউদাউ করে আগুন ধরে যায়। প্ল্যান্টের ১০ কিলোমিটার দূরেও বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছে বলে দাবি স্থানীয়দের। যদিও, দমকল কর্মীদের তৎপরতায় দ্রুত আগুন নিভিয়ে ফেলা সম্ভব হয়েছে। এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই।

সুরাটের কালেক্টর ধবল প্যাটেল এ ব্যাপারে বলেছেন, "ভোররাত ৩.০৫ মিনিট নাগাদ পর পর তিনটে বিস্ফোরণ ঘটে প্ল্যান্টের মধ্যে। তার পরই ছড়িয়ে পড়ে আগুন। এখনও অবধি কোনও প্রাণহানির খবর পাওয়া যায়নি।" ওএনজিসি জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার ভোররাতে হাজিরা গ্যাস প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্টে আগুন লাগে। এই ঘটনায় খবর নেই। সুরাটের কালেক্টর আরও জানিয়েছেন, ওএনজিসি-র পাঁচটি দমকল ইঞ্জিন, সুরাট পৌর নিগমে এবং স্থানীয় ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিভিয়ে ফেলে। কী কারণে বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ড, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

ছাত্র ছাত্রী ও শিক্ষকদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৪ সেপ্টেম্বর।। তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের উদ্যোগে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যেও প্রাক্তন শিক্ষকদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় বৃহস্পতিবা তেলিয়ামুড়ায়। সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে প্রদীপ প্রজ্জলন করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায় কবি নজরুল দ্বাদশ শ্রেণী বিদালয়ে। এই অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পৌর পিতা নীতিন কুমার সাহা, পৌর পরিষদের ডেপুটি সিইও সজল দেবনাথ, পৌর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন রূপক সরকার সহ অন্যান্যরা।

২৪ ঘন্টায় ১১.৫৬ লক্ষ, ভারতে ৬.৭৪ কোটির উর্ধ্বে করোনা-টেস্ট

নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): দ্রুততার সঙ্গে বাড়তে বাড়তে ভারতে ৬.৭৪ কোটির উর্ধ্বে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষা। একইসঙ্গে ভারতে ফের অনেকটাই বাড়ল দৈনিক করোনা-পরীক্ষা। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় ১১, ৫৬,৫৬৯টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৩ সেপ্টেম্বর (বুধবার) পর্যন্ত দেশে ৬,৭৪, ৩৬,০৩১টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় (বুধবার সারাদিনে) ভারতে ১১,৫৬,৫৬৯টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ২৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ভারতে ৬,৭৪,৩৬,০৩১টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় ১১,৫৬, ৫৬৯টি টেস্ট হলেও, এই সময়ে নতুন আক্রান্তের সংখ্যা ৮৬,৫০৮।

কোভিড-১৯ সময়ে নির্বাচন নিয়ে নির্বাচন কমিশনের ওয়েবিনার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর।। ভারতের নির্বাচন কমিশন গত ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২০ আন্তর্জাতিক স্তরে এক ওয়েবিনার-এর আয়োজন করে। ওয়েবিনার-এর থিম ছিল-'কোভিড-১৯ সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে সমস্যা, চ্যালে' ও নিয়মাবলী : বিভিন্ন দেশের অভি'তা'। এই ওয়েবিনারে সমগ্র বিশ্বের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে নির্বাচন পরিচালনা করার সময় তাদের যে অভি'তা হয়েছে তা তুলে ধরেন। ভারত 'এসোসিয়েশন অব ওয়ার্ল্ড ইলেকশন বডিজ' -এর চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণের এক বছর পূর্তি উপলক্ষে এই ওয়েবিনারের আয়োজন করা হয়। ব্যাঙ্গালুরুতে অনুষ্ঠিত চতুর্থ জেনারেল এসেম্বলিতে ২০১৯-এর ৩ সেপ্টেম্বর ভারতকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়। ভারত এই দায়িত্ব পালন করবে ২০১৯ থেকে ২০২১, এই ৩ বছরের জন্য।

ওয়েবিনারের উদ্বোধন করে এ ওয়েব-এর চেয়ারম্যান তথা ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুনিল আরোরা বলেন, এই সার্বজনীন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত জরুরী অবস্থায় নির্বাচন পরিচালনা করা সারা বিশ্বেই এক কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি বলেন, দেশ ভেদে মহামারির প্রকোপ কিংবা নির্দিষ্ট রাষ্ট্রের ক্ষমতা অনুসারে পুরো ব্যাপারটাই ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, মালয়, তাইওয়ান, মঙ্গোলিয়া এবং বন্ধ দেশের নির্বাচন এবং জন স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার জন্য হাতে নেওয়া ব্যবস্থাপনার কথা তিনি তুলে ধরেন। সেই সাথে তিনি, বিশাল নির্বাচক মণ্ডলী, ভাষাগত, ভৌগোলিক ও আবহাওয়াগত বৈচিত্রের কারণে নির্বাচন যে ভারতবর্ষে কি পরিমাণ চ্যালে' ছুড়ে দিতে পারে তা উল্লেখ করেন। তিনি জানান, কোভিড-১৯ এর কারণে নির্বাচন কমিশনকে তার নির্দেশগুলির সার্বিক পর্যালোচনা জরুরী হয়ে পড়ে। প্রতিটি ভোট কেন্দ্রে নির্বাচকের সংখ্যা সর্বোচ্চ ১,৫০০ থেকে কমিয়ে ১,০০০ করতে হয়। ফলে ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ ৬৫ হাজার থেকে বেড়ে দাঁড়ায় ১ লক্ষ। এতে প্রয়োজনীয় মানবসম্পদ ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনাতেও বিশাল প্রভাব পড়বে।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার শ্রী আরোরা আরও বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতের নির্বাচন কমিশন বয়স্ক নাগরিক, মহিলা, দিব্যাঙ্গন ভোটারদের জন্য এবং কোভিড পজিটিভ এবং কোয়ারেন্টিন-এ থাকা নির্বাচকদের জন্য বিভিন্ন সুবিধা দেওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। পোস্টাল ব্যালট-এর সুবিধা একমাত্র কোভিড পজিটিভ ভোটার যারা কোয়ারেন্টিন/হাসপাতালে রয়েছেন তাঁদের জন্য থাকবে। তিনি ২০২০-এর জন, রাজ্যসভার ১৮টি আসনের জন্য সফলভাবে অনুষ্ঠিত নির্বাচন সহ বহু নির্বাচনের কথাও তুলে ধরেন। তিনি ২০২১-এর প্রথমদিকে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, কেরালা, পণ্ডিচেরী ও তামিলনাড়ুতে আসন্ন নির্বাচনের কথাও উল্লেখ করেন।

এই ওয়েবিনার উপলক্ষে দুটি প্রকাশনারও উদ্বোধন করা হয়। ওয়েবিনারে আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, ভূটান, বসনিয়া এণ্ড হারজেগোবিনা, বাজিল, কম্বোডিয়া, ক্যামারুন, ইন্দোনেশিয়া সহ ৪৫টি দেশের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।

এনএসএস দিবস উপলক্ষে সেমিনার অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর।। আজ এন এস এস ডে।রাজধানীর নজরুল কলা ক্ষেত্রে উপলক্ষে এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়।সেমিনারের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন রাজ্যের ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন খাদি উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান রাজিব এবং ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তর এর আধিকারিকরা।উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব বলেন বর্তমান করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে এ ধরনের অনুষ্ঠান করা নিতান্তই কষ্টকর। তদুপরি এন এস এস স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গুলিকে মনোবল বৃদ্ধি করার জন্য এ ধরনের অনুষ্ঠান সংগঠিত করার প্রয়োজন রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। এদিন তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের আত্মনির্ভর ভারত গড়ে তোলার বিষয়টি উল্লেখ করে দেশের প্রতিটি জনগণকে আত্মনির্ভর হতে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। মনোজ বাবু বলেন ত্রিপুরা ক্রমশই আত্মনির্ভর হতে শুরু করেছে।আত্মনির্ভর রাজ্য গঠনের ক্ষেত্রে ছাত্রসমাজকে বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করার জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছেন। ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব আরো বলেন ছাত্র-ছাত্রীরাই হল সমাজের মেরুদন্ড।ছাত্র-ছাত্রীরা সঠিক পথে পরিচালিত হলে আত্মনির্ভর রাজ্য এবং আত্মনির্ভর দেশ গড়ে তোলা কঠিন ব্যাপার নয়। ছাত্র যুব সমাজকে সঠিক পথে পরিচালনা করার জন্য সমাজের সকল অংশের জনগণের সহযোগিতা আহ্বান করেছেন তিনি। এন এস এস এর তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বলেন প্রতিটি যুবক-যুবতীর মনে নতুন করে উদ্দীপনা জাগ্রত করে।যুব সমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করার ক্ষেত্রে এন এস এস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে বলেও তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। রাজ্যের প্রতিটি ছেলেমেয়েকে আত্মনির্ভর হয়ে ওঠার ওপরও গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ছাত্র যুব সমাজকে দেশের অন্যতম সম্পদ বলে তিনি আখ্যায়িত করেন। তাদেরকে তিনি দেশ গঠনের মূল কারিগর বলে অভিহিত করেছেন। এন এস এস ডে উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে স্বেচ্ছাসেবীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।তবে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখেই এন এন এস এস ডে পালন করা হয়।

৩ গাড়ির সংঘর্ষে ৯ জন গুরুতর ভাবে আহত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার চুড়াইবাড়ি চাঁদপুর এলাকায় জাতীয় সড়কে ৩টি গাড়ির সংঘর্ষে ৯ জন গুরুতর ভাবে আহত হয়েছেন। আহতদের প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।তাদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। অপর ৬জন স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।একটি মারুতি গাড়ি এবং দুটি মালবাহী গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষের ফলেই এই ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।এলাকাবাসীর অভিযোগ আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কের পাশে মেশিন দিয়ে পাথর ভাঙ্গানোর ফলে এলাকার পরিবেশ বিনষ্ট হচ্ছে ঠিক তেমনি পাহাড়ের মাটি ধসে পড়ে রাস্তা পিচ্ছির হয়ে যাচ্ছে। জাতীয় সড়ক পিচ্ছিল হয়ে পড়ার ফলেই এই পথ দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে এলাকাবাসী জানিয়েছেন। এদিকে মোহনপুরের টিলা বাড়িতে একটি লরি ও বাইকের সংঘর্ষে এক ব্যক্তি অল্পবিস্তর আহত হয়েছেন। দ্রুতগামী বাইকটি লরির ধাক্কায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে একটি খুঁটিতে ধাক্কা লাগে বলে জানা গেছে। তাতে বাইকের চালক অল্পবিস্তর আহত হয়েছে।বাইক চালক এর অসাবধানতার কারণেই এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন।

গাছ পড়ে জাতীয় সড়কে যান চলাচল স্তব্ধ রানীরবাজারে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর।। বৃহস্পতিবার সাতসকালে রানীর বাজারের কড়ই বন এলাকায় আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কে একটি বিশাল আকৃতির গাছ ভেঙ্গে পরে।জাতীয় সড়কের উপর গাছ ভেঙ্গে পড়ার ফলে সকাল থেকে টানা সাড়ে চার ঘন্টা জাতীয় সড়কে যানবাহন চলাচল পুরোপুরি স্তব্ধ হয়ে পড়ে।জাতীয় সড়কের ওপর বিশাল আকৃতির গাছ ভেঙ্গে পড়ার খবর পেয়ে বনদপ্তর এর কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। গাছকেটে জাতীয় সড়ক চলাচলের উপযুক্ত করার জন্য বনদপ্তর এর পক্ষ থেকে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ কাজে হাত লাগায় স্কাউট গাইড এর স্বেচ্ছাসেবীরাও।দীর্ঘ সাড়ে চার ঘন্টা প্রচেষ্টা চালানোর পর জাতীয় সড়ক উন্মুক্ত করা সম্ভব হয়।দীর্ঘ কয়েক ঘন্টা জাতীয় সড়কে যানচলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ায় দুপাশে প্রচুর সংখ্যক যানবাহন আটকে পড়ে। এর ফলে যাত্রীদুর্ভোগ চরম আকার ধারণ করে।জানা গেছে বহু পুরানো এই গাছটি বৃহস্পতিবার সকালে হঠাৎ বৃষ্টির সময় রাস্তার উপর ভেঙ্গে পড়ে। গাছ ভেঙ্গে পড়ার পর বিকট আওয়াজে স্থানীয় লোকজন সেখানে ছুটে আসেন। স্থানীয়রা এ খবর দেন প্রশাসনের কর্মকর্তাদের।স্থানীয় জনগণের কাছ থেকে খবর পেয়ে বনদপ্তর এর কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে এসে গাছকেটে জাতীয় সড়ক পরিষ্কার করার উদ্যোগ গ্রহণ করে।

৫৭-লক্ষ ছাড়াল করোনা-সংক্রমণ, ভারতে মৃত্যু বেড়ে ৯১,১৪৯ : স্বাস্থ্যমন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): সুস্থতার সংখ্যা ক্রমাগত স্বস্তি দিলেও, মারণ করোনাভাইরাসের দৌরাত্ম্যে নাজেহাল ভারত। ভারতে প্রতিদিনই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে কোভিড-১৯ ভাইরাসের সংক্রমণ ও মৃত্যুর সংখ্যা। বাড়তে বাড়তে ভারতে ৫৭-লক্ষের গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-সংক্রমণ। বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৫৭,৩২,৫১৯-এ পৌঁছে গেল। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (বুধবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ১,১২৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৮৬,৫০৮ জন। বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৯১,১৪৯ জন এবং মোট সংক্রমিত ৫৭,৩২,৫১৯ জন। এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৪৬,৭৪,৯৮৮ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৯ লক্ষ ৬৬ হাজার ৩৮২।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ৯১, ১৪৯ জনের মধ্যে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ৫২ জনের মৃত্যু হয়েছে, অন্ধ্রপ্রদেশে ৫,৫০৬ জনের মৃত্যু হয়েছে, অরুণাচল প্রদেশে ১৪ জন, অসমে ৫৯৭ জন, বিহারে ৮৭৪ জনের, চণ্ডীগড়ে ১৪০ জন, ছত্তিশগড়ে ৭২৮ জন, দাদর ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউতে দু"জনের মৃত্যু হয়েছে, দিল্লিতে মৃত্যু হয়েছে ৫,০৮৭ জনের, গোয়া ৩৭৬ জন, গুজরাটে ৩,৩৬৭ জনের, হরিয়ানায় ১,২৩৩ জনের, হিমাচল প্রদেশে ১৪০ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ১,০৬২, জনের, ঝাড়খণ্ডে ৬৪৮ জনের, কর্ণাটকে ৮,২৬৬ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ৫৯২ জন, লাদাখে ৫১ জন, মধ্যপ্রদেশে ২,০৭৭ জন, মহারাষ্ট্রে ৩৩,৮৮৬ জনের মৃত্যু হয়েছে, মণিপুরে ৬২ জন, মেঘালয়ে ৪২ জন, নাগাল্যান্ডে ১৬ জন, ওড়িশায় ৭৩৬ জনের, পুদুচেরিতে ৪৮১ জন, পঞ্জাবে ২,৯৯০ জন, রাজস্থানে ১, ৩৮২ জনের, সিকিমে ৩০ জন, তামিলনাড়ুতে ৯,০১০ জন, তেলেঙ্গানায় ১,০৭০ জন, ত্রিপুরায় ২৬০ জন, উত্তরাখণ্ডে ৫২৯ জন, উত্তর প্রদেশে ৫, ২৯৯ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ৪,৫৪৪ জন প্রাণ হারিয়েছেন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ভারতে এই মুহূর্তে মৃত্যু হয়েছে ১.৫৯ শতাংশ রোগীর, সুস্থ হয়েছেন ৮১.৫৫ শতাংশ রোগী এবং চিকিৎসাধীন ১৬.৮৬ শতাংশ রোগী।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।